NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৭ শুভমান গিলের ইতিহাস গড়া সেঞ্চুরি, বাঁচার লড়াই ভারতের

বর্তমান যুগে কেবল বন্দুক-গুলি দিয়ে যুদ্ধ জেতা যায় না: রাজনাথ ৭

কলকাতা ২৮ জুলাই ২০২৫ ১১ শ্রাবণ ১৪৩২ সোমবার উনবিংশ বর্ষ ৪৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 28.07.2025, Vol.19, Issue No. 49, 8 Pages, Price 3.00

হরিদ্বারের মনসা দেবী মন্দিরে ভিড়ে পদপিষ্টে মৃত ৬ পুণ্যার্থী

হরিদ্বার, ২৭ জুলাই: হরিদ্বারের মনসা দেবী মন্দিরে ব্যাপক ভিড়ের পদপিষ্ট হয়ে প্রাণ হারালেন ৬ জন পুণ্যার্থী। আহত হয়েছেন কমপক্ষে ৩০ জন পুণ্যার্থী। শ্রাবণ মাস উপলক্ষে রবিবার সকালে হরিদ্বারের মনসা দেবী মন্দিরে পুজো দিতে ভিড় করেছিলেন অনেকে। মন্দিরটি পাহাড়ের কোলে। সিঁড়ি বেয়ে পৌঁছতে হয় মন্দিরে। হঠাৎ ওই সিঁড়িতে পুণ্যার্থীদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। শুরু হয় ধাক্কাধাক্কি। একে অপরের ওপর পড়ে যান। তাঁদের টপকে মন্দিরে পৌঁছতে চেষ্টা করেন অন্যেরা। তখনই বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়।

পদপিষ্ট হয়ে ৬ জনের মৃত্যুর বিষয়ে এসএসপি প্রমেন্দ্র সিং ডোবাল বলেন, 'আমরা কিছু মানুষের আহত হওয়ার খবর পেয়েছি, এর পর পুলিশ তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা নেয়। প্রায় ৩৫ জনকে হাসপাতালে আনা হয়েছে এবং ৬ জনের মৃত্যু নিশ্চিত করা হয়েছে। বাকিদের চিকিৎসা চলছে। প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে, মন্দিরের ১০০ মিটার নীচে সিঁড়িতে বৈদ্যুতিক শকের গুজব থেকেই পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। আমরা আরও তদন্ত করছি।' রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্রে মোদী ও উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি এই পদপিষ্টের ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন।

দুর্ঘটনায় ব্যথিত রাষ্ট্রপতি রবিবার এক্স হ্যান্ডেল মারফত জানিয়েছেন, 'হরিদ্বারে মনসা দেবী মন্দিরে যাওয়ার পথে পদপিষ্ট হয়ে

অনেক ভক্তের মৃত্যুর খবর অত্যন্ত বেদনাদায়ক। আমি সমস্ত শোকাহত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাই। আমি প্রার্থনা করি, আহত ভক্তরা দ্রুত আরোগ্য লাভ করুন।' গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও। রবিবার সকালে এক্সে পোস্টে মোদী লিখেছেন, 'উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বারে মনসা দেবী মন্দিরে পদপিষ্টে প্রাণহানির ঘটনায় গভীর ভাবে শোকাহত। যারা তাদের প্রিয়জনদের হারিয়েছেন, তাদের প্রতি সমবেদনা। আহতরা দ্রুত আরোগ্য লাভ করুক। স্থানীয় প্রশাসন ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করছে।'

এই মৃত্যুর ঘটনায় ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। রবিবার উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী ধামি বলেছেন, 'একটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটেছে, যেখানে মনসা দেবী মন্দিরে একটি গুজবের কারণে পদপিষ্ট হয়ে ৬ জন মারা গিয়েছেন এবং আরও অনেকে আহত হয়েছেন।' ধামি বলেছেন, 'ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং উদ্ধার অভিযান চলছে। দোষী সাব্যস্ত যেই হোক, তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আহতদের সাহায্য করার জন্য সম্ভাব্য সকল প্রচেষ্টা করা হচ্ছে।' দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারকে দু' লক্ষ টাকা করে ও আহতদের পঞ্চাশ হাজার টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন ধামি।

সংসদে আজ শুরু 'সিঁদুর' আলোচনা

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই: বাদল অধিবেশনের প্রথম সপ্তাহ কার্যত কার্যহীন হয়েছে। সংসদ বারবার মুলতুবি হয়েছে বিভিন্ন ইস্যুতে। এর পর স্পিকারের সঙ্গে সর্বদল বৈঠকে আলোচনায় সোমবার থেকে সংসদ চলার সিদ্ধান্ত হয়েছে। সোমবার লোকসভায় 'অপারেশন সিঁদুর' নিয়ে ১৬ ঘণ্টার আলোচনা শুরু হওয়ার কথা। আলোচনা হবে রাজ্যসভাতেও। পহেলগাঁওয়ে জঙ্গিহানা ও তার পরে সেনা অভিযানের ইস্যুতেও অধিবেশনের দ্বিতীয় সপ্তাহে সরকার ও বিরোধীদের সংঘাত চরমে উঠতে চলেছে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

জানা গিয়েছে, লোকসভায় এই আলোচনায় অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। অন্য দিকে, বিরোধী শিবির 'ইন্ডিয়া'র হয়ে মুখ খুলতে পারেন রাহুল গান্ধি, সমাজবাদী পার্টির অখিলেশ যাদব প্রমুখ।

আলোচনার শেষে সেনাবাহিনীর বীরত্বকে সম্মান জানিয়ে সর্বসম্মত একটি প্রস্তাব পাস হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সূত্রের মতে, মোদী সরকার এর মাধ্যমে গোটা বিশ্বের সামনে এই বার্তা দিতে চায় যে, পাকিস্তানের মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারত একজোট এবং অটল। তবে শেষ পর্যন্ত জাতীয় ঐক্যের বার্তা দিয়েই শাসক ও বিরোধী দুই পক্ষ আলোচনা শেষ করে কি না, সেটাই এখন দেখার।

অনুব্রতর জেলায় আজ মমতার ভাষা আন্দোলন

নিজস্ব প্রতিবেদন: তিন দিনের সফরে রবিবার রাতে বীরভূম পৌঁছলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২৮ ও ২৯ জুলাই- দু'দিন ধরে একগুচ্ছ প্রশাসনিক কর্মসূচি ও রাজনৈতিক বার্তা নিয়ে থাকছেন অনুব্রত মণ্ডলের জেলায়। মূল আকর্ষণ সোমবার বিকেলের প্রতিবাদ মিছিল, যেখানে সরাসরি নেতৃত্ব দেবেন মুখ্যমন্ত্রী নিজে। সূচনা করবেন ভাষা আন্দোলনের।

জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, সোমবার সকালেই গীতাঞ্জলি প্রেক্ষাগৃহে প্রশাসনিক রিভিউ বৈঠক। এর পর বিকেলে বোলপুর টুরিস্ট লজ মোড় থেকে শুরু হবে তৃণমূলের প্রতিবাদ মিছিল। শান্তিনিকেতন রোড ধরে এই মিছিল যাবে চৌরাস্তা, শ্রীনিকেতন রাস্তা ঘুরে জামবুনি তিনমাথা মোড় পর্যন্ত। সেখানেই হবে মুখ্যমন্ত্রীর সভা। সভার শুরুতে তিনি মাল্যদান করবেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তিতে। পরে বক্তব্যে তুলে ধরবেন বিজেপি-শাসিত রাজ্যে 'বাঙালি আক্রান্ত' ইস্যুতে তাঁর দলীয় অবস্থান। আরও জানা গিয়েছে, এই মিছিল চলাকালীন রাস্তার মোড়ে মোড়ে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দল গান, আবৃত্তি করে বাংলা ভাষার উপর আক্রমণের প্রতিবাদ জানাবে।

এই সফর ঘিরে জেলায় প্রশাসনিক তৎপরতা তুঙ্গে। বীরভূমের জেলাশাসক, পুলিশ সুপার, বোলপুরের তৃণমূল বিধায়ক তথা মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা- প্রতিনিয়ত বৈঠক করে পর্যালোচনা করছেন মুখ্যমন্ত্রীর সফর সংক্রান্ত প্রস্তুতির। মিছিল ও সভাস্থলগুলো ঘুরে দেখে নেওয়া হচ্ছে নিরাপত্তা ও লজিস্টিকসের দিক থেকে। দলীয় সূত্রে খবর, রাজনৈতিক কর্মসূচির পাশাপাশি রয়েছে প্রশাসনিক পর্যালোচনা এবং সরকারি প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাসের কাজও। ২৯ জুলাই সকালে ইলামবাজারে কয়েকটি সরকারি প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন মুখ্যমন্ত্রী। তার পর সেখান থেকেই ফিরবেন কলকাতায়।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সফরকে কেন্দ্র করে বোলপুর-বীরভূম জুড়ে তৈরি হয়েছে তীব্র রাজনৈতিক উত্তাপ। প্রশাসনের পাশাপাশি তৃণমূলের জেলা সংগঠনও জোর প্রস্তুতিতে। শান্তিনিকেতনের প্রান্তরে এই প্রতিবাদ মিছিল ঘিরে দলীয় স্তরে রণকৌশল সাজাচ্ছে শাসক দল।

উল্লেখ্য, ২১ জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে ভাষা আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন মমতা। ভিন রাজ্যে বাংলা বললেই বাংলাদেশি বলে দাগানো, শ্রমিকদের ওপর নির্যাতনের অভিযোগের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বার্তা দিয়েছে তৃণমূল। সেই আন্দোলনের শুরু হবে বোলপুরের মাটি থেকে। এমনটাই জানিয়েছিলেন মমতা নিজেই। সেই মোতাবেকই বোলপুরের মাটি থেকেই নয়া আন্দোলনের বীজ বপন করতে চলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতার সোমবারের প্রতিবাদই জেলায়, জেলায় ভাষা আন্দোলনের সুর বেঁধে দেবে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

> বীরভূমে মুখ্যমন্ত্রী মিছিল করবেন নারী নির্যাতনের পক্ষে। ওঁর মিছিলে নিশ্চিত ভাবে অনুব্রত মণ্ডল নামে একটা কদাকার ডাকাত থাকবে। সোমবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মিছিল শেষে সিউড়ি যাওয়ার রাস্তা পুলিশ গত চার দিন ধরে মহারানির আগমন উপলক্ষে প্যান্ডেল করে বন্ধ করে রেখেছে। সেখানে ভাষণ দেওয়ার সময় অনুব্রত মণ্ডলের অক্সিজেনের পরিমাণ কী আছে, কতটা পরিমাণ অক্সিজেন মাথায় লাগছে, এটাই বলবেন। বাংলার লজ্জা, তার নাম মমতা। যে অনুব্রত মণ্ডল তাঁর পুলিশমন্ত্রী থাকাকালীন তাঁরই একজন আইসিকে মদ্যপ অবস্থায় তাঁর স্ত্রী ও মাকে নিয়ে কদর্য ভাষাতে ধর্ষণ করার হুমকি দেন, সেই আইসির মা ও স্ত্রী দু'জনেই বাঙালি। যে নারী মুখ্যমন্ত্রী বাঙালি নারী ও কন্যাদের সুরক্ষা দিতে পারেন না, তিনি শুধুমাত্র তার ভোটব্যাংক বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গাদের বাঁচানোর জন্য করছেন, এটা প্রমাণিত সত্য।
>
> শুভেন্দু অধিকারী

রোহিঙ্গা-বাংলাদেশি মুসলিমদের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির অভিযোগ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'বাংলার লজ্জা মমতা।' রবিবার দুপুরে নন্দীগ্রামের কালিচরণপুর হরি মন্দির চত্বরে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে আলোচনায় ফের তীব্র আক্রমণ শানালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বিস্ফোরক অভিযোগ আনলেন মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে। রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশি মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে বলে তাঁর দাবি। তিনি বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভরসা ওই অনুপ্রবেশকারীরাই। ওদের ১০০ শতাংশ ভোট পেয়েই তো ২ লক্ষ ৫৫ হাজার ভোটে জিতেছেন। বিজেপি পেয়েছে ২ লক্ষ ৩৩ হাজার। যেখানে ১ শতাংশ মুসলিমও বিজেপিকে ভোট দেয়নি।' তাঁর বক্তব্য, রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশি মুসলমানদের আশ্রয় দিয়ে বাংলাকে অনুপ্রবেশকারীদের অভয়ারণ্য বানানো হয়েছে।

বিহারে ভোটার তালিকায় অনিয়মের বিরুদ্ধে কমিশনের পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করে শুভেন্দু বলেন, 'বিহারে আমরা মিডিয়ার মাধ্যমে জেনেছি, কমিশনের প্রেস ব্রিফিংয়ে বলা হয়েছে, পঞ্চাশ হাজারের বেশি ভুয়ো ভোটার ধরা পড়েছে। যাঁরা দেশের নাগরিকই নন, অথচ ভোটার তালিকায় রয়েছেন। কেউ কেউ বিহার, কেউ নেপাল- এই সব জায়গা থেকে এসে পশ্চিমবঙ্গের ঠিকানা দেখিয়ে নাম তুলেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানেন, রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশি মুসলমানেরা ওঁকে ১০০ শতাংশ ভোট দেয়, তাই তাঁদের নাম ছাঁটাই হলে তাঁর ভোট চলে যাবে।'

হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রীর সাম্প্রতিক মন্তব্যকে কুর্নিশ জানিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'ওঁর মতো মানুষই দেখিয়ে দিয়েছেন, বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা

মুসলিমদের ঠাঁই হবে না ভারতের মাটিতে। বাংলাতেও তাই হওয়া উচিত।' এরপরেই নিজের পুরনো দাবিতে অনড় শুভেন্দু বলেন, 'আমরা চাই বাংলায় নাগরিক পঞ্জি হোক, ভোটার তালিকা থেকে বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গাদের নাম বাদ পড়ুক।'

ভোটার তালিকায় ভুয়ো নামে নাম তোলার অভিযোগ তুলে শুভেন্দুর দাবি, 'ভোটার তালিকায় যাঁদের নাম রয়েছে, তাঁদের অনেকেই সরকারি চাকরিতে রয়েছেন, কেউ স্কুলশিক্ষক, কেউ আইসিডিএস কর্মী, কেউ প্যারাটিচার। অথচ তাঁরা আবার ভোটার তালিকা তৈরির কাজ করছেন। কমিশনের নির্দেশ ছিল, স্থায়ী কর্মচারী অগ্রাধিকার পাবেন। অথচ কোথাও তা মানা হচ্ছে না। অনেক বিএলও ভিডিওতে বলেছে, এলাকায় কোনও স্থায়ী কর্মী নেই। অথচ পরে দেখা যাচ্ছে, সেই এলাকাতেই স্কুলশিক্ষক বা স্বাস্থ্যকর্মী রয়েছেন।' এরপরেই শুভেন্দু হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'আমার কাছে ৫০ জন ভুয়া বিএলও-র নাম ইতিমধ্যেই আছে। আরও আসছে। ভিডিও বানিয়ে কমিশনকে যে মিথ্যে তথ্য দিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করব। এটা কোনও ছেলেখেলা নয়।'

বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী নিয়ে শুভেন্দুর আরও অভিযোগ, 'অনেকে প্রেমের নামে আসছে, পরে বাবার নাম বদলে ভোটার কার্ড, আধার কার্ড বানিয়ে নিচ্ছে। এই সংখ্যাটা এক লক্ষের বেশি হবে। কেউ কেউ আবার ফেসবুকে বছরের পর বছর সক্রিয়। প্রেম দেখিয়ে এসে বিয়ে করছে, পরে থেকে যাচ্ছে। সীমান্ত দিয়ে অবাধ যাতায়াত চলছে। ওদেরই অনেকে এখন ভোটার। এটা কি মেনে নেওয়া যায়?'

শুভেন্দুর শেষ হুঁশিয়ারি, 'এটা ভোটব্যাঙ্কের খেলা, ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার খেলা, আর পশ্চিমবঙ্গকে বিক্রি করে দেওয়ার খেলা। এ লড়াই শুধু বিজেপির লড়াই নয়, এ লড়াই বাংলার অস্তিত্বের। পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার লড়াই।' শেষে তিনি বলেন, 'তিনটি বিষধর শিকড়- ভোটব্যাঙ্ক, অনুপ্রবেশ আর ক্ষমতা কুক্ষিগত করার খেলা। এই ত্রিস্তম্ভে দাঁড়ানো মমতার রাজনীতির অবসান বাংলার মানুষই ঘটাবে। ভূমিপুত্রদের অধিকারের লড়াই চলবে।'

এসআইআর শুনানি আজ সুপ্রিম কোর্টে

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই: বিহারে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) করার নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে সোমবার একাধিক আবেদনের শুনানি শুনবে সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ এই মামলাটি গ্রহণ করবে বলে খবর। নির্বাচন কমিশন বলেছে যে, অবৈধ নাম বাদ দিয়ে পরিষ্কার ভোটার তালিকা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই সংশোধন করা হয়েছে। দাবি করা হয়েছে যে, এই প্রক্রিয়ায় প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো এবং ১.৫ লক্ষেরও বেশি বুথস্তরের এজেন্ট জড়িত ছিলেন।

তবে, আবেদনকারীদের যুক্তি, এই পদক্ষেপের ফলে ২০২৫ সালের বিহার বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে ব্যাপকভাবে ভোটারদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হতে পারে। তাঁরা বলছেন, কমিশনের এত অল্প সময়ের মধ্যে ভোটার তালিকা সংশোধনের 'কঠোর অনুশীলন' করার কোনও কারণ ছিল না।

দেশের সুরক্ষার সঙ্গে কোনও আপস নয়, অনুপ্রবেশে বিঁধলেন হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের ঘিরে ফের রাজনৈতিক উত্তেজনা তুঙ্গে। শনিবার এক্স হ্যান্ডেলে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সরাসরি তোপ দাগলেন হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নায়াব সাইনি। পাশাপাশি এক জনসভায় অনুপ্রবেশ ও নাগরিকত্ব ইস্যুতে হুঁশিয়ারি দিলেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি ও কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার।

নায়াব সাইনির মন্তব্য, 'হরিয়ানায় বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের কোনও স্থান নেই। তাঁদের যত দ্রুত সম্ভব রাজ্য থেকে তাড়ানো হচ্ছে। অথচ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের প্রতি সহানুভূতি দেখাচ্ছেন, এটা দুর্ভাগ্যজনক ও জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী।' তিনি আরও বলেন, 'একজন মুখ্যমন্ত্রী যদি তুষ্টিকরণ ও ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতির কারণে দেশের নিরাপত্তার সঙ্গেও আপস করেন, তা চরম নিন্দনীয়।' তাঁর সাফ কথা, 'ভারতের একতা, সার্বভৌমত্ব ও সংবিধানের সঙ্গে কোনও আপসই বরদাস্ত করা হবে না।'

অন্য দিকে সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'বাংলাদেশি মুসলমান বা রোহিঙ্গাদের কোনও ভাবেই ভারতের ভোটার তালিকায় রাখা চলবে না। কমিশন যদি ব্যবস্থা না নেয়, ভবিষ্যতে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এসে নিজে সেই কাজ করবে। কারণ যারা একসময় দেশকে অপবিত্র বলে পাকিস্তানে চলে গিয়েছিল, তাদের এই দেশে ফেরার অধিকার নেই।' তবে তিনি স্পষ্ট করে দেন, 'যাঁরা ধর্মীয় নিপীড়নের শিকার হয়ে উদ্বাস্তু হিন্দু হিসেবে ভারতে এসেছেন, তাঁদের পাশে রয়েছে বিজেপি। তাঁদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে।'

ক্ষোভ মমতার

■ দিল্লি পুলিশ মালদার চাঁচল থেকে আসা এক পরিযায়ী পরিবারকে নির্যাতন করেছে বলে অভিযোগ। ঘটনায় মা ও তাঁর শিশুকে 'নিষ্ঠুরভাবে মারা' হয়েছে বলে অভিযোগ তুলে কড়া ভাষায় বিজেপি এবং দিল্লি পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার সন্ধেয় ভিডিও পোস্ট করে এক্স হ্যান্ডেলে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, 'সাংঘাতিক সন্ত্রাস!! দেখুন, দিল্লি পুলিশ মালদার চাঁচলের এক পরিযায়ী পরিবারের এক শিশু ও

মা-কে কী নিষ্ঠুরভাবে মেরেছে!! দেখুন, বাঙালিদের বিরুদ্ধে বিজেপির ভাষা সন্ত্রাসে একটি শিশুরও পরিত্রাণ নেই!! দেশকে এরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে!?'

মোদীর 'মনের কথা'য় শুভাংশুদের সাফল্য

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই: শুভাংশু শুক্লের সাফল্যে মহাকাশ নিয়ে উৎসাহ এবং আগ্রহ বেড়েছে দেশে। রবিবার 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে এমনই আশার বাণী শোনালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, 'শুভাংশু শুক্ল মহাকাশ থেকে ফেরার পরে এই বিষয়ে বহু আলোচনা চলছে। শুভাংশু নির্বিঘ্নে পৃথিবীতে পা রাখার পরেই প্রতিটি হৃদয়ে আনন্দের ছোঁয়া দেখা গিয়েছে। গোটা দেশ আজ গর্বিত।' তার পরেই পরিসংখ্যান তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'পাঁচ বছর আগে মহাকাশ ক্ষেত্রে ৫০টিরও কম স্টার্ট-আপ ছিল। আর আজ ২০০-র বেশি স্টার্ট-আপ রয়েছে মহাকাশ ক্ষেত্রে।'

স্বাধীনতা দিবসের আগে এদিনই ছিল মোদীর শেষ 'মন কি বাত'। তাই তাঁর বক্তৃতায় উঠে আসে দেশের স্বাধীনতার প্রসঙ্গও। তিনি অগস্ট মাসকে 'বিপ্লবের মাস' বলে অভিহিত করেন। বলেন, '১৫ অগস্ট আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কথা মনে করিয়ে দেয়।' এই প্রসঙ্গে ক্ষুদিরাম বসুর প্রসঙ্গ উল্লেখ করে মোদী বলেন, '১৯০৮ সালে মুজফ্ফরপুরে এক যুবককে ফাঁসিকাঠে ঝোলানো হয়। কিন্তু তিনি ভীত ছিলেন না। তাঁর মুখে ছিল পূর্ণ আত্মবিশ্বাস। তিনি হলেন ক্ষুদিরাম বসু। মাত্র ১৮ বছর বয়সে তিনি গোটা দেশকে কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন।' মোদীর বক্তৃতায় উঠে আসে স্বদেশি আন্দোলনের প্রসঙ্গও। সেই সূত্রেই দেশে হস্তশিল্পের উন্নতির কথা বলেন তিনি।

প্রসঙ্গত, গত ২৫ জুন স্পেস এক্সের 'ড্রাগন' মহাকাশযানে চড়ে আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্রের উদ্দেশে পাড়ি দিয়েছিলেন ভারতীয় নভশ্চর শুভাংশু। সঙ্গে ছিলেন অ্যাক্সিয়ম-৪-এর ক্রু কমান্ডার পেগি হুইটসন, মিশন বিশেষজ্ঞ স্লাওস উজানস্কি-উইজনিউস্কি এবং টিবর কাপু। ১৮ দিন মহাকাশে কাটানোর পর গত ১৫ জুলাই আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া উপকূলে নামেন তাঁরা।

> প্রধানমন্ত্রী আজ যেমন গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লর মহাকাশ অভিযানের কথা তুলে ধরেছেন, তেমনই আন্তর্জাতিক অলিম্পিয়াডে ভারতীয় ছাত্রছাত্রীদের সাফল্য এবং মরাঠা কেল্লাগুলোকে ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যের মর্যাদা দেওয়ার মতো গর্বের খবর দেশবাসীর সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন। এটাই 'মন কি বাত'-এর সৌন্দর্য। বিপ্লব মাস অগস্টে শহিদ ক্ষুদিরাম বোস ও অন্যান্য বিপ্লবীদের স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী নতুন প্রজন্মকে ইতিহাস জানার অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। বিদেশি পণ্যের বিরুদ্ধে স্বদেশি আহ্বানও আজ সমান প্রাসঙ্গিক। এই অনুষ্ঠান দেশবাসীর মধ্যে গর্ব, আত্মবিশ্বাস ও সচেতনতা সৃষ্টি করে। বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, পরিবেশ, ইতিহাস- সব কিছুই এতে জড়িয়ে থাকে।'
>
> – শুভেন্দু অধিকারী

খতম চার

■ ছত্তিশগড়ের বিজাপুরে মাও-দমন অভিযানে ফের সাফল্য। নিরাপত্তারক্ষীদরে সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে মৃত্যু হয়েছে ৪ মাওবাদী নেতার। পাশাপাশি, ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র এবং বিস্ফোরক। জানা গিয়েছে, শনিবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ছত্তিশগড়ের বিজাপুর জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমের ঘন জঙ্গলে অভিযান চালায় নিরাপত্তা বাহিনী। দীর্ঘক্ষণ গুলির লড়াই চলার পর মৃত্যু চার মাও নেতার।

টানা বৃষ্টি

■ সোমবার থেকেই রাজ্যে বৃষ্টির দাপট বাড়তে পারে। যদিও নিম্নচাপ পশ্চিম দিকে সরে গিয়েছে, তবে মৌসুমি অক্ষরেখা দক্ষিণবঙ্গের উপরই অবস্থান করছে। ফলে বঙ্গোপসাগর থেকে প্রবল জলীয় বাষ্প প্রবেশ করছে রাজ্যে। এর জেরে আজ সোমবার থেকে বুধবার (৩০ জুলাই) পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর।

নবান্ন অভিযান

■ সোমবার নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছে যৌথ সংগ্রামী মঞ্চ। মঞ্চকে নবান্ন অভিযানের অনুমতি দেয়নি পুলিশ। তবে রবিবারও মঞ্চের তরফে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, পুলিশের অনুমতি না মিললেও সোমবার নির্ধারিত দিনেই নবান্ন অভিযানে নামবে তারা। সংগঠনের রাজ্য আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, নবান্ন অভিযান হবেই। কোনও ভাবেই আটকানো যাবে না।

খুনের হুমকি

■ বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা সম্রাট চৌধুরিকে খুনের হুমকি দিলেন অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তি। সম্রাটের এক অনুগামীর হোয়াটসঅ্যাপে অচেনা নম্বর থেকে ওই হুমকি পাঠানো হয়। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে উপমুখ্যমন্ত্রীকে গুলি করা হবে বলে হুমকি দেওয়া হয়েছে ওই বার্তায়। বিষয়টি জানাজানির পরেই সম্রাটের নিরাপত্তাকর্মীদের আরও সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

ভাষা আন্দোলন একটা গিমিক, একটা নাটক: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বছর ঘুরলেই বিধানসভা নির্বাচন। এবারের নির্বাচনে বাঙালি অস্মিতাকেই হাতিয়ার করছে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। ভাষা আন্দোলনকে হাতিয়ার করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর ভাষা আন্দোলনকে তীব্র কটাক্ষ করলেন প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। রবিবার বিকেলে তিনি বিজেপির তরফে কাঁকিনাড়া স্টেশন সংলগ্ন রথতলা ব্রিজের নিচ থেকে পানপুর মোড় পর্যন্ত কন্যা সুরক্ষা যাত্রায় অংশ নেন। কন্যা সুরক্ষা যাত্রা শেষে সভায় তিনি বক্তব্য রাখেন। এরপর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি কটাক্ষের সুরে বলেন, ভাষা আন্দোলন একটা গিমিক, একটা নাটক। ভাষা আন্দোলনের নামে বাংলায় মমতা ব্যানার্জি বিভেদের চেষ্টা করছেন। আট হাজার বাংলা মাধ্যম স্কুল উনি বন্ধ করে দিলেন। তখন ওনার ভাষা আন্দোলনের কথা মনে পড়ল না? ছাব্বিশ হাজার বাঙালিদের চাকরি গেল। চাকরিহারা-রা কি বাংলাভাষী ছিলেন না? প্রসঙ্গত, সোমবার থেকে মমতা ব্যানার্জি বোলপুর থেকে ভাষা আন্দোলন শুরু করছেন। বোলপুরকে কেন বেছে নেওয়া হল? এপ্রসঙ্গে গেরুয়া শিবিরের লড়াকু নেতা অর্জুন সিং বলেন, ওখানে অনুব্রত মণ্ডল আর কাজল শেখের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা নিয়ে ঝামেলা চলছে। তাই মমতা ব্যানার্জি নিজের ভাগ আদায়ে বোলপুরকেই বেছে নিয়েছেন। ভুয়ো ভোটার বাদ নিয়ে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, বিহারে ভোটার তালিকা থেকে ৫৬ লক্ষ ভুয়ো ভোটারের নাম বাদ গেছে। তাছাড়া বিহারে সীমান্তবর্তী কিষানগঞ্জ, পূর্ণিয়া, আরারিয়া, মুজাফফরপুর জেলা বাংলাদেশ থেকে আগত অনুপ্রবেশকারীরা দখল করে নিয়েছে। আর পশ্চিমবঙ্গের নয়টা জেলার 'ডেমোগ্রাফি' পুরো বদলে গিয়েছে। ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের আমডাঙায় ৫৪ শতাংশ হিন্দুদের বসবাস। তা সত্ত্বেও ৪৬ শতাংশ সংখ্যালঘুরা ওখানে হিন্দুদের ভোট দিতে দেয় না। তাঁর দাবি, নির্বাচন কমিশনের অধিকার আছে ভোটার তালিকা থেকে অনুপ্রবেশকারী ও ভিন দেশের নাগরিকদের নাম বাদ দেওয়ার। তাঁর সংযোজন, পশ্চিমবাংলায় সার্ভে অনুযায়ী, এক কোটি ২৫ লক্ষ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী এবং পাকিস্তানি নাগরিক আছেন। তাদের চিহ্নিত করে বাদ দিতে হবে। পাশাপাশি যারা মারা গিয়েছেন, যারা অন্য রাজ্যে থাকেন। যাদের নাম একাধিক জায়গায় আছে ভোটার তালিকা থেকে তাদেরও নাম বাদ দেওয়া হবে। তাঁর বক্তব্য, কালীঘাটে পোর্টট্রাস্টের জমি দখল করে বসে আছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এবং তাঁর পরিবার। সেই জমি উনি জেহাদিদের হাতে তুলে দিক। তাছাড়া সরকারি জমিতে উনি গড়ে তুলেছেন গুলশন কলোনি ও সূর্যনগর কলোনি। তাই সময় এসেছে সনাতনীদের এবার একজোট হয়ে জেগে ওঠার। এদিনের কন্যা সুরক্ষা যাত্রায় হাজির ছিলেন ভাটপাড়ার প্রাক্তন কাউন্সিলর নির্মল দাস, সোহন প্রসাদ চৌধুরী ও প্রমোদ সিং, বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পান্ডে, সুদীপ্ত দাস, সঞ্জয় সিং, ভাটপাড়া-২ মণ্ডল সভাপতি সুরজ কুমার সিং, রত্নেশ্বর দাস, সন্তোষ রায়, প্রাক্তন কাউন্সিলর মিলন কৃষ্ণ আশ প্রমুখ।

বকুলের গন্ধে ভেসে আসা স্মৃতি

আচার্যের ছোঁয়ায় সাজানো এক বিস্মৃত মাঠের কথা

রাজীব মুখোপাধ্যায়

যদি কোনও দিন সময়ের স্রোত ঘুরে ফিরে আসে; তবে হয়তো দেখা যাবে, একটি লোক এসে দাঁড়িয়েছেন হুগলি নদীর ধারে। সাদা ধুতি, পাঞ্জাবি, চোখে বিস্ময়ের দীপ্তি। হাতের মুঠোয় দুটি চারা। তিনি পুঁতছেন বকুলগাছ। একটিকে আদর করে বলছেন; 'তুমি পুরুষ', আরেকটিকে; 'তুমি নারী'।

তিনি আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। যুগান্তকারী বিজ্ঞানী, যাঁর হাত ধরে বাঙালির চেতনায় ঢুকে পড়েছিল প্রকৃতি আর বিজ্ঞানের অদ্ভুত মেলবন্ধন। আর এখানেই, হাওড়ার ফুলেশ্বর সেচ দপ্তরের বাংলো সংলগ্ন মাঠে দাঁড়িয়ে, তিনি পুঁতে দিয়েছিলেন তাঁর ভালবাসা।

আজও আছে সেই গাছ দু'টি। একটিতে ফুল ফোটে, অন্যটি চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। যেন যুগলের মতো; একজন বলে, অন্যজন শোনে। তাঁদের মাঝখানে একটা ছোট্ট স্মৃতিসৌধ, রাজ্য সরকার ১৯৭১ সালে ঘিরে দিয়েছিল। কিন্তু চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যা আছে, তা শুধু অবহেলার স্তব্ধতা।

সেই মাঠে এখন রোদের মধ্যে লেপ্টে থাকে গরম গন্ধ। বকুলের গন্ধও মাঝে মাঝে আসে, কিন্তু সঙ্গে জুড়ে থাকে গুটখার পিকের দাগ, মদের পাউচের স্তূপ, আর ভাঙা বেঞ্চের পাশে চোলাইয়ের ধোঁয়া। গাছের গোড়ায় আগুন জ্বলে। রান্না হয়, জমে 'চাট'। ঘাটের পাথরে জমে থাকে কাদাজল আর ক্ষোভ। নাসিম মল্লিক, এলাকার এক প্রবীণ বাসিন্দা, চোখ মুছে বলেন, 'ওই যে দাঁড়িয়ে থাকা বকুলগাছ; ওগুলো এক দেড়শো বছরের চেনা বন্ধু। শুধু দু'টি নয়, আশপাশে আরও অনেক গাছ রয়েছে, যারা মুখে কিছু বলে না, কিন্তু মনে করিয়ে দেয় আচার্য বসুর ছায়া।'

নজরুল মল্লিকের গলায় একটা গর্ব মিশে থাকে; 'এইখানে থাকতেন এমন মহান মানুষ! তাঁর হাতের ছোঁয়া পাওয়া গাছ, তাঁর বসতবাড়ি; সবই আমাদের গর্ব। কিন্তু দেখুন কী হাল...'

আশেপাশের নদীর পাড়ে খানিকটা সিমেন্ট বসানো হলেও, বেশিরভাগটাই আজও খোলা। বর্ষায় জোয়ারে ভেসে যায় এই স্মৃতিচিহ্ন। বাঁধ নেই। আলো নেই। বেঞ্চে বসে গল্পের জায়গা আজ শুধু ভাঙা কাঠ। পুকুরে জল নেই, কিন্তু মশা আছে।

তবু প্রত্যেক সকালে কিছু মানুষ আসেন। কেউ হাঁটেন, কেউ বসেন। কেউ ফুল খোঁজেন, কেউ স্মৃতি। আচার্যের গন্ধ এখনও বাতাসে ভেসে আসে। কিন্তু সেই গন্ধের ভিতরে যেন একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস; 'আমি কি তবে হারিয়ে যাব?'

স্থানীয় মানুষেরা চায়, এই জায়গাটা বদলাক। শুধু স্মৃতিস্তম্ভ নয়, হোক সম্মানস্থল। বেঞ্চগুলো মেরামত হোক, নদীর পাড়ে মজবুত রাস্তা তৈরি হোক, আলো বসুক, চোলাই বন্ধ হোক। আচার্যের পোঁতা সেই দুটি বকুলগাছ; যাদের বয়স আজ শতবর্ষের কাছাকাছি; তাদের ঘিরে হোক যত্ন, শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা। কারণ গল্পটা এখানেই শেষ হয় না।

হয়তো কোনও এক ভবিষ্যতের সকাল, ছোট্ট কোনও ছেলেমেয়ে এসে দাঁড়াবে সেই গাছের ছায়ায়। প্রশ্ন করবে;এই গাছ কে পুঁতেছিল? আর তার মা হাসিমুখে বলবেন, 'একজন বিজ্ঞানী, যিনি গাছের প্রাণকে অনুভব করতে শিখিয়েছিলেন আমাদের।' সেদিন যদি আসে; তবে নিশ্চিতভাবে বলা যায়, বকুলের গন্ধ আর আচার্যের স্বপ্ন হারিয়ে যাবে না। তারা থাকবে; গাছের ছায়ায়, নদীর হাওয়ায়, আর বাংলার মাটিতে।

সোমবার থেকে টানা তিন দিন বৃষ্টির দাপট, সতর্কতা জারি একাধিক জেলায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবার আজ থেকেই রাজ্যে বৃষ্টির দাপট বাড়তে পারে। যদিও নিম্নচাপ পশ্চিমদিকে সরে গিয়েছে, তবে মৌসুমি অক্ষরেখা দক্ষিণবঙ্গের উপরই অবস্থান করছে। ফলে বঙ্গোপসাগর থেকে প্রবল জলীয় বাষ্প প্রবেশ করছে রাজ্যে। এর জেরে আজ সোমবার থেকে বুধবার (৩০ জুলাই) পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর।

আজ, সোমবার (২৮ জুলাই) দক্ষিণবঙ্গের বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া এবং দুই বর্ধমানে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি হয়েছে। উত্তরবঙ্গের কালিম্পং, মালদা ও দক্ষিণ দিনাজপুরেও একই সতর্কতা বলবৎ রয়েছে।

মঙ্গলবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনা, হুগলি, বাঁকুড়া, নদিয়া ও পূর্ব বর্ধমানে বজ্র-বিদ্যুৎ-সহ ভারী বৃষ্টি হতে পারে। উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি সম্ভাব্য। বুধবার বীরভূম ও মুর্শিদাবাদে ৭ থেকে ১১ সেন্টিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং সহ উত্তরের বেশ কিছু জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি হয়েছে।

কলকাতা ও আশপাশের এলাকায় আজ থেকে টানা তিন দিন মেঘলা আকাশ ও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। আজকের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকতে পারে। আপেক্ষিক আর্দ্রতার হার অনেকটাই বেশি থাকবে, ফলে গুমোট অনুভূতি থাকবে শহরবাসীর।

পরিস্থিতি মাথায় রেখে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সতর্ক থাকার বার্তা দেওয়া হয়েছে। বিশেষত নদী, পাহাড় ও দুর্বল জমির বসতি এলাকাগুলিতে অতিরিক্ত নজরদারির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

উত্তর হাওড়া বিজেপি মণ্ডল ১-এর সভাপতির উপর বারবার হামলার ঘটনা-সহ মালিপাঁচঘড়া থানা এলাকার বারংবার ঘটে চলা অপরাধ এবং পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে মালিপাঁচঘড়া থানার সামনে বিক্ষোভ দেখানো হল।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

তারাপিঠ ও কামাক্ষা সিদ্ধ

অধ্যাঃ স্বপন ভট্টাচার্য্য (জি.এস)
এফ.আর.এস (লন্ডন)
বংশানুক্রমে ও ৪৫ বছরের অভিজ্ঞতায় **বিদ্যা, বিবাহ, ব্যাবসা, দাম্পত্য কলহ** ইত্যাদি সমাধানের জন্য আজই আসুন ও জীবন শান্তিতে কাটান।
বিঃদ্রঃ- প্রতি ৬ মাসে জ্যোতিষ, তন্ত্র, হস্তরেখা, সংখ্যাতত্ত্ব, বাস্তুবিদ্যা শিখুন। ভর্তি চলিতেছে।
M-9830508955/ 8972034019

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

মা লক্ষ্মী
জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি,
ঠিকানা কোটের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১,
ফোন- ৯৪৩৩১৬৮৯১৮

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৮ শে জুলাই, ১১ই শ্রাবন। সোম বার। কৃষ্ণ পক্ষের অষ্টমী তিথি। জন্মে সিংহ রাশি, অষ্টত্তরী মঙ্গল র মহাদশা, বিংশোত্তরী শুক্র র মহাদশা, মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : পারিবারিক জীবনে কিছু হতাশা সহ সতর্কতা অবলম্বন। যে বান্ধবকে বিশ্বাস করে পথে পা বাড়িয়েছিলেন, তার থেকে বিরূপ মন্তব্যে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। শ্বশুর বাড়ির দুই সদস্য আজ উপকারে আসবে। হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার কথা। ঋণ বিষয় বৃথা তর্ক বিবাদ। শিবাষ্টক মন্ত্র পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : শুভ। যদি ধৈর্য ধরতে পারেন তবে, বিবাদের পরিণতি আপনার পক্ষে আসবে। যে সন্তানকে নিয়ে বিব্রত ছিলেন আজ তার মুখ থেকে সত্যতা জানতে পারবেন। ঋণ গ্রহণে বাধা। ব্যাংক ইন্সুরেন্স সম্পর্কিত বিষয় সতর্ক থাকা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারিদের উন্নতি কিছু যোগ তৈরী হবে। শ্রী শ্রী চন্ডীপাঠে শুভ।

মিথুন রাশি : প্রেমিক কে বিশ্বাস করে সর্বস্ব দিয়েছেন, আজ তার আজ তার মুখ থেকে ঐ শব্দগুলি শুনবেন-ভেবেছিলেন কি? হঠাৎ ভুল বোঝাবুঝি, দাম্পত্যে বিবাদ। কেমন যেন প্রেমহীন দুনিয়া। প্রেমে বিতর্ক। বিদ্যার্থীদের জন্যে দুশ্চিন্তা। যারা কর্ম প্রার্থী তাদের গুরুজনের উপদেশ অমৃত কাজে আসবে। মহাকালী জয়ন্তী মন্ত্র পাঠ।

কর্কট রাশি : পুরাতন বান্ধব দের থেকে সতর্ক থাকুন। দাম্পত্যে দুশ্চিন্তা। বিবাহ বিষয় আরো সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। যোটক বিচার মেলেনি - দাম্পত্যে মঙ্গল দ্বারা মাঙ্গলিক। এ বিবাহে শান্তি কোথায়? সন্তানের বিদ্যালয় কিছু বিতর্ক। এক ছাত্রীর মায়ের দ্বারা বিবাদ। আদ্যাস্ত্রত পাঠ শুভ।

সিংহ রাশি : নতুন উদ্যমে আবার, জমি জমা কৃষি জমিতে তে লাভ প্রাপ্তি। ইন্টারনেটের মাধ্যমে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। সামান্য আয় বৃদ্ধি। অসৎ বান্ধবকে আর ছলনাময়ী নারীকে চিনে নিন। পথের সাথী করে লগ্নী করতে চলেছেন, যে ব্যক্তি মদতদাতা তার কাছে সংকল্প প্রকাশ করা উচিত নয়। শিবশক্তি মন্ত্র পাঠ।

কন্যা রাশি : বানিজ্যে শুভ। বিশেষত সাংবাদিক- লেখক মুদ্রণযন্ত্র বিষয়ক সম্পর্ক যুক্ত তাদের তাদের অর্থ প্রাপ্তি ও সৌভাগ্য যোগ। কিছু বিষয়ে মুখ না খোলাতে সম্মান প্রাপ্তি। নিশ্চুপ ও হাসি, আজ কর্মযোগে শুভ। শিবতান্ডব স্রোত্র পাঠ করুন শুভ।

তুলা রাশি : কর্ম সংকল্প গোপনে রাখা ভালো। তিনি কি আপনার মনন শক্তিকে শ্রদ্ধা করেন? তিনি কি সত্যি আপনার আপনজন? তবে বৃথা তর্ক বিবাদ কেনো? বিদ্যালয় যে সমস্যা চলছে, সন্তানের কারণে তার সমাধান করবেন আপনার প্রতিবেশী স্বজন। আদ্যাস্রোত পাঠে শান্তি।

বৃশ্চিক রাশি : আজ লগ্নিকরা অর্থ দ্বারা শুভ সৌভাগ্য যোগ। প্রতিবেশী তো সর্বদাই আপনার সঙ্গ চান। কিন্তু আপনি তাদের থেকে কেনো দূরে থাকছেন? বিবাহে মাঙ্গলিক দোষ, বিবাদ নিশ্চিত। যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছেন তিনিকি সত্যি আপনার আপনজন? শনিমন্ত্র পাঠ করুন।

ধনু রাশি : কর্মে উন্নতি র সুযোগ আছে। বানিজ্যিক শুভ। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। উচ্চবিদ্যা না বিদেশ যাত্রা করে যারা প্রতিষ্ঠিত হতে চান-সুবর্ণ সুযোগ। আজ সৌভাগ্য প্রতিবেশীর ঈর্ষা আপনাকে আরো জেদী করে তুলবে। গণেশ সঙ্কট নাশিনী স্ত্রত্র পাঠ।

মকর রাশি : সুস্থতা বৃদ্ধি হবে। ধনলাভ। পরিবারে সতর্ক থাকা শুভ। বিত্তের সঠিক লগ্নিতে বুদ্ধির প্রয়োজন। সন্তানের কথায় সায় দিলে-বিতর্ক বাড়বে। জীবন জীবিকার প্রয়োজনে অন্যের দেওয়া পরামর্শের দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। কালিমন্ত্র জপে শান্তি

কুম্ভ রাশি : সতর্ক থাকা ভালো। কোনো আপন জনের রূঢ় বাক্য মনে কষ্ট দেবে। অযথা বিবাদ বিতর্ক। যারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এ কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। অলংকার দ্রব্যের বানিজ্যে ধনলাভ। গৌরী মন্ত্র পাঠে শুভ।

মীন রাশি : বাড়ির পরিবেশে তৃতীয় ব্যক্তির কারণে বিতর্ক। প্রতিবেশীর দুঃখ প্রাপ্তি। মন দিয়ে ভালোবেসেও মন পেলেন কি? বৃথা ব্যায় বৃদ্ধি। দুর্গা মন্ত্র জপ করুন। বিদ্যার্থী দের সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

(শুভকর্ম / নেই)

আমমোক্তারনামা

লিখিতংঃ ১. রমেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী ২. নরেন্দ্র ব্যানার্জী, ৩. হীরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী সকলের পিতা মৃত ধীরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী, সকলের সাং-পাটুলী মধ্যপাড়া, পোঃ-বাদকুল্লা, থানা-তাহেরপুর, জেলা-নদীয়া, পিন-৭৪১১২১, ৪. শ্রীমতী মঞ্জু চাকলাদার, স্বামী হিমাংশু শেখর চাকলাদার, সাং ৩ এ, সাহানগর রোড, টালিগঞ্জ, কোলকাতা- ৭০০০২৬, ৫. অপুর্ব কুমার ব্যানার্জী, পিতা- মৃত-দ্বীজেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী, সাং- শ্যামাপ্রসাদ পল্লী, পোঃ ও থানা- রানাঘাট, জেলা-নদীয়া, পিন-৭৪১২০১, ৬. সোমা হালদার, স্বামী- তমাল হালদার, সাং-ন্যাশনাল পার্ক, ২৩ নৈহাটি, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭৪৩১৬৫ ব্যক্তিগন একত্রে মিলিতভাবে কোলকাতা এ.আর.এ- ১ রেজিস্ট্রি অফিসে বিগত ইং ১৩.০৫.২০২২ তারিখে রেজিস্ট্রিকৃত ১ নং বহির ০৪২২৩ নং আমমোক্তার দলিল মুলে প্রদীপ ব্যানার্জী পিতা মৃত পরিমল ব্যানার্জী, সাং-পাটুলী মধ্যপাড়া, পোঃ-বাদকুল্লা, থানা-তাহেরপুর, জেলা-নদীয়া, পিন-৭৪১১২১ কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী বর্নিত তপশীল জেলা নদীয়া তাহেরপুর থানার অন্তর্গত ৪৩ নং পাটুলী মৌজাস্থিত এল. আর. ২৩০ নং খতিয়ানভুক্ত আর. এস. ও এল. আর. ৪৬২ নং দাগে ১.৬ শতক, ৪৬২/৮৬০ নং দাগে ১৯.২ শতক, এল. আর. ৩৯১ নং খতিয়ানভুক্ত আর. এস. ও এল. আর. ৪৬২ নং দাগে ০.৪৮৮৯ শতক, ৪৬২/৮৬০ নং দাগে ৩.৯১১১ শতক, এল আর ২০৯ নং খতিয়ানভুক্ত আর. এস. ও এল. আর. ৪৬২ নং দাগে ০.৬৬৬৬ শতক, ৪৬২/৮৬০ নং দাগে ৪.৬৬৬৬ শতক মোট ৩০.৫৩৩৩ শতক সম্পত্তি যাহা আমমোক্তারকৃত হইতেছে।

এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে অত্র আমমোক্তারের বিষয়ে যদি কাহারো কোনপ্রকার অভিযোগ বা আপত্তি থাকে তবে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে আগামী ১ মাসের মধ্যে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করিতে পারিবেন।

ইতি
প্রদীপ ব্যানার্জী পিতা মৃত পরিমল ব্যানার্জী, সাং-পাটুলী মধ্যপাড়া, পোঃ-বাদকুল্লা, থানা- তাহেরপুর, জেলা-নদীয়া, পিন-৭৪১১২১
অরুন কুমার দাস
এ্যাডভোকেট
রানাঘাট কোর্ট

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

মেট্রো রেলে স্টিলের বদলে অ্যালুমিনিয়াম থার্ড রেল, শেষ প্রথম পর্যায়ের কাজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ৩৮ বছর পর কলকাতা মেট্রো রেলের ব্লু লাইনে বড়সড় পরিবর্তন। স্টিলের তৈরি বিদ্যুৎ পরিবাহী থার্ড রেল বদলে প্রথমবার বসানো হল উচ্চ পরিবাহী ক্ষমতাসম্পন্ন অ্যালুমিনিয়াম থার্ড রেল। শনিবার রাতে মহানায়ক উত্তমকুমার স্টেশন এলাকায় এই কাজের মাধ্যমে সম্পূর্ণ হল প্রথম পর্যায়ের (১৯.৬ কিমি) প্রকল্প।

এই নতুন রেল ব্যবস্থায় ৮৪ শতাংশ শক্তি অপচয় কমবে, যা প্রতি কিমিতে বছরে ১ কোটি টাকার সাশ্রয়। এতে মেট্রোর গতি বাড়বে, ট্রিপে সময় কমবে, ফলে পিক আওয়ারে ট্রেনের সংখ্যা বাড়ানো সম্ভব হবে।

একটি ভিডিও পোস্ট করে মেট্রো জানায়, ২০২৬ সালের মধ্যে ৩৫ কিমি অ্যালুমিনিয়াম থার্ড রেল বসানোর পরিকল্পনা রয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ চলেছে, তৃতীয় পর্যায়ও অনুমোদিত।

জার্মানির হামবুর্গ বন্দর থেকে আনা রেল বসানোর কাজে নিযুক্ত ছিলেন ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুমিত কায়াল ও সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার অভিষেক বর্মা-সহ শতাধিক কর্মী। সারা বছর রাতের নির্ধারিত সময়ে এই জটিল কাজ করা হয়েছে, যাতে দিনে মেট্রো পরিষেবা ব্যাহত না হয়। নতুন অ্যালুমিনিয়াম রেল কম রক্ষণাবেক্ষণ চায়, তাপও কম উৎপন্ন হয়, ফলে টানেলে বায়ুপ্রবাহ ও যাত্রীর আরাম; দুই বাড়বে।

'যা করছেন, সেটা বিশ্বাসঘাতকতা', হাওড়া গ্রামীণ পুলিশ সুপারকে তীব্র আক্রমণ শুভেন্দু অধিকারীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাওড়ার বাউড়িয়া ফোর্ট গ্লস্টার এলাকায় দলীয় কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে রাজ্য প্রশাসন ও পুলিশ আধিকারিকদের বিরুদ্ধে ফের বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর সরাসরি অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেসের ক্যাডারদের সঙ্গে মিলে বিশ্বাসঘাতকতা করছেন সরকারি আধিকারিকরা।

বিশেষ করে হাওড়া গ্রামীণ জেলার পুলিশ সুপারের নাম করে শুভেন্দু বলেন, তুমি আইপিএস ক্যাডারের রুল ৬ এর অধীনে রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা বজায় রাখার কথা, কিন্তু তুমি যা করছো তা সম্পূর্ণ পক্ষপাতদুষ্ট। নির্বাচনে তোমাদের কেউ ডিউটি পাবে না। আর আট মাস পর এই সমস্ত মামলা আবারও খোলা হবে।

বক্তব্যে উঠে আসে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া একটি বিতর্কিত ঘটনার প্রসঙ্গ। শুভেন্দুর দাবি, একজন হিন্দু যুবককে থানায় তুলে নিয়ে গিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয়েছে। সেই ঘটনার ভিডিও ফেসবুকে লাইভ করেছিলেন সুমন মুখার্জি। এখন বলা হচ্ছে, সেই লাইভ ভিডিওর দায় দলকে নিতে হবে! প্রশ্ন উঠছে; ফেসবুকে ভিডিও করাটা কি অপরাধ?

তিনি আরও বলেন, ভুয়ো অভিযোগে পাঁচ জন হিন্দু যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আমি আজ এখানে এসেছি আপনাদের অভিনন্দন জানাতে, সাহস জোগাতে। কিছুদিনের মধ্যেই সব বদলে যাবে। আট মাস পর এই সরকার আর থাকবে না। তখন যা প্রয়োজন, সব ব্যবস্থা করা হবে।

শুভেন্দু দাবি করেন, এই জমি কারও একার নয়। কোথায় গেল সেই তারের খুঁটি? কোথায় গেল জমিল ভাই? আমি সব জানি, ঘরদোর দেখে গেছি। যা লুট হয়েছে, বিচার হবে; প্রত্যেকটা কেটে ফেরত আনা হবে।

বিরোধী দলনেতার এই মন্তব্য ঘিরে হাওড়ায় রাজনৈতিক উত্তেজনা তীব্র হয়েছে। তবে পুলিশ বা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

পুজোর আগেই খুলতে পারে কালীপথ সংযোগকারী নতুন ফ্লাইওভার

নিজস্ব প্রতিবেদন: কালীপথ বা কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের সঙ্গে বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়ের সংযোগকারী নতুন একটি উড়ালপুলের নির্মাণপ্রক্রিয়া এখন শেষ পর্যায়ে। প্রায় ১.৩ কিলোমিটার দীর্ঘ এই ফ্লাইওভারটি পুজোর আগেই যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হতে পারে বলে সূত্রের খবর। এই প্রকল্পটি চালু হলে উত্তর ২৪ পরগনার কল্যাণী থেকে দক্ষিণ কলকাতার সাঁতরাগাছি বা এইমস পর্যন্ত পৌঁছনোর সময় প্রায় ২ ঘণ্টা কমে যাবে। বর্তমানে এই যাত্রাপথে সময় লাগে প্রায় ২.৫ ঘণ্টা, নতুন ফ্লাইওভার চালু হলে তা সঙ্কুচিত হয়ে দাঁড়াবে মাত্র ৪৫ মিনিটে। এলাকার বাসিন্দারা এই উড়ালপুলকে ঘিরে আশাবাদী। কারণ এই প্রকল্প চালু হলে শুধুমাত্র উত্তর-দক্ষিণ সংযোগই সহজ হবে না, বরং কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে পণ্য পরিবহণেও বড় সুবিধা হবে।

ভেসেল থেকে ঝাঁপ, নিখোঁজ যাত্রী মুড়িগঙ্গায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুড়িগঙ্গা নদীতে চলন্ত ভেসেল থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এক পুরুষ যাত্রী। শনিবার রাতে কাকদ্বীপ লট নম্বর ৮ ঘাট থেকে কচুবেড়িয়ার দিকে যাত্রী নিয়ে যাচ্ছিল ভেসেলটি। মাঝনদীতে আচমকা ঝাঁপ মারেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গেই চালক ভেসেল ঘুরিয়ে খোঁজ শুরু করেন। খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। সাগর থানার পুলিশ, হারুড পয়েন্ট কোস্টাল থানার আধিকারিক এবং বিডিও কানাইয়া কুমার রাও ঘটনাস্থলে যান। নৌকো ও ট্রলারে তল্লাশি চালানো হয়, কিন্তু তাঁর সন্ধান মেলেনি। নিখোঁজের নাম-পরিচয় অজানা। তদন্ত চলছে।

আজ শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ কর্মসূচির অনুমতি চেয়ে হাওড়া পুলিশের উদ্দেশে যৌথ মঞ্চের চিঠি

নিজস্ব প্রতিবেদন: রবিবার বিকালে শহিদ মিনার অবস্থান মঞ্চে সোমবারের কর্মসূচি নিয়ে সকল মঞ্চের নেতৃত্ব একটা প্রেস কনফারেন্স করল সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের সদস্যরা। সেখান থেকেই হাওড়া পুলিশের উদ্দেশে একটি স্মারকলিপি জমা দিল সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ (পশ্চিমবঙ্গ)। আজ ২৮ জুলাই তাঁদের পূর্বঘোষিত শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ কর্মসূচির জন্য পুলিশের সহযোগিতা চেয়েছে সংগঠনটি। চিঠিতে জানানো হয়েছে, এই কর্মসূচি হাওড়া স্টেশন থেকে নবান্ন এলাকার আশেপাশে অনুষ্ঠিত হবে, তবে নিত্যানন্দ মুখার্জি রোড ব্যবহার করা হবে না।

সংগঠনের দাবি, হাইকোর্টে মামলা হলেও তাঁদের কোনও নোটিস দেওয়া হয়নি। ২০ জনের একটি প্রতিনিধিদল মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চায়, যাতে নিচের দাবিগুলি তুলে ধরা যায়;

1. ১) রোপা ২০০৯ ও ২০১৯ অনুযায়ী ২৫ শতাংশ ও ৩৭ শতাংশ বকেয়া ডিএ অবিলম্বে প্রদান।
2. ২) এসএসসি ২০১৬-র ওএমআর শিট প্রকাশ, যাচাইকৃত তালিকা প্রকাশ ও যোগ্যদের নিয়োগ।
3. ৩) সরকারি শূন্য পদে স্বচ্ছভাবে নিয়োগ।
4. ৪) চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের স্থায়ীকরণ ও সমান বেতন।
5. ৫) প্রতিহিংসামূলক বদলি বন্ধ ও ন্যায়সংগত বদলি নীতি।
6. ৬) সরকারি কর্মক্ষেত্রে মহিলা নিরাপত্তা।
7. ৭) নিয়োগে দুর্নীতি বন্ধ।

পাশাপাশি অভিযোগ, সদস্যদের ঘরে ঘরে পুলিশ পাঠিয়ে ভয় দেখানো হচ্ছে। শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ সাংবিধানিক অধিকার বলেও চিঠিতে মনে করানো হয়েছে। পুলিশের পক্ষ থেকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার আবেদন জানানো হয়েছে।

১৪ বছরের কন্যার বিয়ে: গ্রেফতার পরিবার, প্রতিবেশী, এমনকী পুরোহিতও

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাওড়ার জগাছায় ১৪ বছরের এক নাবালিকার বিয়ের ঘটনায় তোলপাড় প্রশাসন। কেবল পরিবারের লোক নয়, বরং পাত্রপক্ষ, প্রতিবেশী এবং বিয়ের পুরোহিত; সকলকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। কনের ঠাঁই হয়েছে উত্তর হাওড়ার এক হোমে। চলতি বছরের জানুয়ারিতে কুলতলির ৩০ বছরের এক যুবকের সঙ্গে জোর করে ওই কন্যার বিয়ে দেন পরিবারের সদস্যরা। বিয়ের পরেই সম্পর্কের অবনতি ঘটে। অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে সে ফিরে আসে বাপের বাড়ির পাড়ায়, এক প্রতিবেশীর আশ্রয়ে। সেখানেই অত্যাচারের অভিযোগ তুলে বিষয়টি জানায় থানায়। তদন্তে উঠে আসে নাবালিকার বয়স মাত্র ১৪ বছর, এবং বিয়ে সম্পূর্ণ বেআইনি। পুলিশ গ্রেপ্তার করে বাবা-মা, স্বামী, শ্বশুর-শাশুড়ি, পুরোহিত, এমনকী প্রতিবেশীকেও; যিনি প্রথম অভিযোগ জানিয়েছিলেন।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ২৮ জুলাই ২০২৫, ১১ শ্রাবণ ১৪৩১ সোমবার

দিল্লিতে শিশু ও মা-র ওপর নির্যাতনের ভিডিও ঘিরে ক্ষোভে ফুঁসছেন মুখ্যমন্ত্রী

‘সাংঘাতিক সন্ত্রাস’ বলে বিজেপিকে আক্রমণ মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দিল্লি পুলিশ কর্তৃক মালদার চাঁচল থেকে আসা এক পরিযায়ী পরিবারকে নির্যাতনের অভিযোগ ঘিরে নতুন করে রাজনীতির উত্তাপ। ঘটনায় এক মা ও তাঁর শিশুকে ‘নিষ্ঠুরভাবে মারা’ হয়েছে বলে অভিযোগ তুলে কড়া ভাষায় বিজেপি এবং দিল্লি পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

শনিবার সন্ধ্যায় নিজের এক্স (পূর্বতন টুইটার) হ্যান্ডেলে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, সাংঘাতিক সন্ত্রাস! দেখুন, দিল্লি পুলিশ মালদার চাঁচলের এক পরিযায়ী পরিবারের এক শিশু ও মা-কে কি নিষ্ঠুরভাবে মেরেছে! দেখুন, বাঙালিদের বিরুদ্ধে বিজেপির ভাষা সন্ত্রাসে একটি শিশুরও পরিত্রাণ নেই!! দেশকে এরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে! মমতার এই মন্তব্যের সঙ্গে একটি ভিডিও ক্লিপও সংযুক্ত ছিল,

যেখানে দেখা যাচ্ছে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তির সময় এক নারী ও শিশুকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, এটি বিজেপির ‘ভাষা সন্ত্রাস’-এর চূড়ান্ত রূপ, যেখানে একটি শিশু পর্যন্ত রেহাই পায় না।

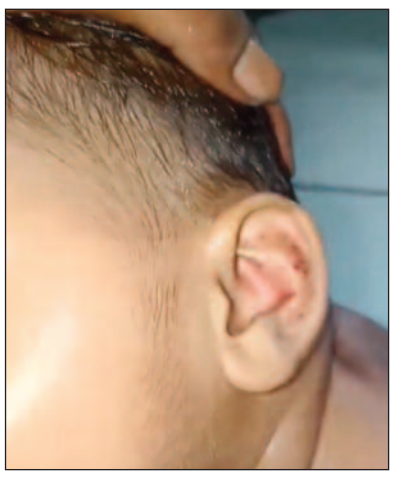

ঘটনার জেরে প্রশাসনিক স্তরেও উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, বিষয়টি নিয়ে দলীয় সাংসদরা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের হস্তক্ষেপ চাইতে পারেন। দিল্লি পুলিশ বা কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। তবে ভিডিওটি ইতিমধ্যেই সামাজিক মাধ্যমে ব্যাপক চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিষয়টি নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে ঝড় তোলার ইঙ্গিত দিয়েছে তৃণমূল নেতৃত্ব। মুখ্যমন্ত্রীর এই পোস্ট ঘিরে বিজেপির তরফে কী প্রতিক্রিয়া আসে, এখন সেদিকেই নজর।

ব্যাংকের আসল ওয়েবসাইট হুবহু নকল

লক্ষাধিক টাকা খোয়ালেন যুবক, মহানগরে গ্রেপ্তার ৪

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ডিজিটাল যুগে প্রতারকদের নতুন কৌশল! এক বেসরকারি ব্যাংকের আসল ওয়েবসাইটের হুবহু নকল তৈরি করে গ্রাহকদের সঙ্গে প্রতারণা করছিল এক চক্র। সেই ওয়েবসাইটে গুগল সার্চের মাধ্যমে ঢুকে পড়ছিলেন অনেকেই। তারপর সেখানে দেওয়া নম্বরে ফোন করলেই, হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে এক লিঙ্ক পাঠানো হত। সেই লিঙ্কে ক্লিক করলেই মোবাইলে ঢুকে যেত ম্যালওয়্যার। মুহূর্তে ফাঁস হত ব্যক্তিগত তথ্য, তারপর অ্যাকাউন্ট থেকে গায়েব হয়ে যেত টাকা।

এই কৌশলে প্রতারিত হন শহরের বাসিন্দা সন্দীপ আগরওয়াল। তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে গায়েব হয় প্রায় এক লক্ষ টাকা। পুলিশকে সন্দীপ জানিয়েছেন, তাঁর মোবাইল হ্যাক করে অ্যাকাউন্ট থেকে পর পর কয়েকটি লেনদেনের মাধ্যমে এক লক্ষ ১৮ হাজার ৪১০ টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়। এরপরেই কলকাতা পুলিশের সাইবার শাখা তদন্তে নামে। শহরের বিভিন্ন জায়গায় শনিবার রাতে তল্লাশি চালায় পুলিশ। ধরা পড়ে চারজন; তিনজন শহর থেকে, একজন ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা। ধৃতদের কাছ থেকে তল্লাশি চালিয়ে ৩৯টি মোবাইল, আটটি পাওয়ার ব্যাংক, তিনটি সিল করা হাতঘড়ি, একটি ট্যাব, দু’টি সিল করা ব্লুটুথ স্পিকার, একটি সিল করা হেডফোন, একটি স্কুটি এবং নগদ আড়াই লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়। ধৃতদের রবিবার আদালতে হাজির করানো হয়েছে। ২ অগস্ট পর্যন্ত তাঁদের পুলিশি হেপাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে

আদালত। পুলিশ জানায়, এই প্রতারক চক্র জামতাড়ার সঙ্গে যুক্ত এবং এসইও ব্যবহার করে ভুয়ো ওয়েবসাইটকে গুগলে উপরে তুলে আনে। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, ব্যাংকের নাম গুগলে না খুঁজে সরাসরি অফিসিয়াল অ্যাপে যান এবং ওটিপি বা পিন কারও সঙ্গে ভাগ করবেন না। সতর্ক থাকলেই রক্ষা।

কলকাতার উপকণ্ঠে অবৈধ বাংলাদেশিদের দখল, তৃণমূলকে তীব্র কটাক্ষ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার বাগুইআটি, নিউটাউন ও ঘুনি-সহ আশপাশের বিস্তীর্ণ এলাকা অবৈধ বাংলাদেশি মুসলমানদের ডেরায় পরিণত হয়েছে, এমনই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর। তাঁর কথায়, ‘এই বাস্তবতা অস্বীকার করার উপায় নেই। এইসব অনুপ্রবেশকারীদের তৃণমূল নেতৃত্ব জাল আধার, ভোটার কার্ড বানিয়ে দেয়। প্রশাসনও সহযোগী। ফলে এদের নাম ইতিমধ্যেই ভোটার তালিকায় ঢুকে গিয়েছে।’

শুভেন্দুর বক্তব্য, ‘এরাই তৃণমূলের সভা-সমাবেশ ভরায়। একবার পশ্চিমবঙ্গে ঘাঁটি গাড়লে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। তাই অন্য রাজ্যে ধরপাকড় শুরু হলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অস্থির হয়ে ওঠেন, কারণ এতে তাঁর শ্রমে গড়া ভোটব্যাংক ভেঙে পড়ে।’

তিনি কটাক্ষ করে বলেন, ‘২০২৬-এর ভোট পর্যন্ত এই অনুপ্রবেশকারীদের রক্ষায় নানা রাজনৈতিক কর্মসূচিতে নামবেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু বাংলার জন্ম হয়েছিল শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে দেশভক্ত বাঙালিদের ভোটে। এই অনুপ্রবেশকারীদের রক্ষার সঙ্গে সেই বাংলার কোনও সম্পর্ক নেই।’

সোশ্যাল মিডিয়ায় শুভেন্দু অধিকারী ঘুনি অঞ্চল নামক একটি জায়গার ভিডিও শেয়ার করেছেন যা জ্যাংড়া হাতিয়াড়া ২ নম্বর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত। তাঁর হুঁশিয়ারি, এখনই লাগাম না টানলে, কাল কলকাতার মধ্যেই ঘাঁটি গাড়বে অনুপ্রবেশকারীরা।

তুলির ছোঁয়ায়...। কুমোরটুলিতে অদিতি সাহার তোলা ছবি।

খুঁটিপুজোর মধ্য দিয়ে ভবানীপুর ৭৫ পল্লির দুর্গাপুজো পা রাখল ৬১তম বর্ষে

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার প্রখ্যাত পুজোর তালিকার একেবারে উপরের দিকেই থাকে ভবানীপুর ৭৫ পল্লির নাম। এবার এই পুজো পা দিলে ৬১তম বর্ষে। এবারের পুজোর ঢাকে কাঠি পড়ল ১/১সি, দেবেন্দ্র ঘোষ রোড, নেতাজি ভবন মেট্রো স্টেশনের কাছে অনুষ্ঠিত খুঁটি পুজোর মধ্য দিয়েই। খুঁটি পুজোর শেষে পুজো কমিটির তরফ থেকে উন্মোচন করল এবারের থিমও। ৬১তম বর্ষে ভবানীপুর ৭৫ পল্লির থিম ‘বিনোদিনী’, যার মধ্য দিয়ে বাঙালি নাটকের পথিকৃৎ, সাহস, মর্যাদা ও সৃষ্টিশীলতার প্রতীক নটি বিনোদিনীর প্রতি থাকছে এক শ্রদ্ধাঞ্জলি।

রবিবারের এই খুঁটি পুজোর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, সমাজকর্মী কার্তিক বন্দ্যোপাধ্যায়, কাউন্সিলর পাপিয়া সিং, কাউন্সিলর সন্দীপ রঞ্জন বাক্সী, কাউন্সিলর অসীম বসু, কাউন্সিলর কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায়, কাউন্সিলর, দেবলীনা বিশ্বাস, কাউন্সিলর এবং পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল যুব কংগ্রেসের রাজ্য সচিব সায়নদেব চট্টোপাধ্যায়। সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে ক্লাব সেক্রেটারি সুবীর দাস জানান, ‘ভবানীপুর ৭৫ পল্লিতে খুঁটি পুজো শুধু আমাদের দুর্গাপুজোর আধ্যাত্মিক সূচনা নয়, বরং বছরের প্রতিটি যাত্রার আবেগময় শুরু। আমরা বিশ্বাস করি, দুর্গাপুজো শুধুমাত্র একটি উৎসব নয়, এটি আমাদের ঐতিহ্যকে সম্মান জানানোর এবং অর্থবহ গল্প বলার মাধ্যমে সচেতনতা বাড়ানোর একটি প্ল্যাটফর্ম। এই বছর ‘বিনোদিনী’ থিমের মাধ্যমে আমরা বাঙালি নাটকের এক বিস্মৃত প্রতীককে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি, যার জীবন আজও অনুপ্রেরণার উৎস। শিল্প, সংস্কৃতি ও সাম্প্রদায়িক অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে আমরা মর্যাদা, সমতা ও স্মৃতিচারণ নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সৃষ্টি করতে চাই।’

ফরেক্স ট্রেডিংয়ের নামে প্রতারণা

■ **ফরেক্স ট্রেডিংয়ের নামে প্রতারণার অভিযোগ। গ্রেপ্তার এক। গ্রেপ্তার করল বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ। ধৃতের নাম এসকে মহম্মদ। পুলিশ সূত্রে খবর, দুর্গাপুরের ব্যবসায়ী ব্রিজেশ ঘোষ, বর্তমানে তিনি নারায়ণপুর এলাকার সিদ্ধা টাউনের বাসিন্দা। তার কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ আসে ওয়ার্ক ফ্রম হোমের। কাজে রাজি হলে ফরেক্স ট্রেডিং করানোর নাম করে দফায় দফায় ১ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা প্রতারণা করে ব্যবসায়ী ব্রিজেশ ঘোষের কাছ থেকে। ট্রেডিং এর একটি ভুয়ো অ্যাপ ডাউনলোড করানো হয়েছিল সেইখানে প্রতারিত ব্যক্তি দেখছিলেন তার পোটালে ভালো ট্রানজেকশন হচ্ছে এবং তিনি ভালো অর্থ উপার্জন করছেন। এরপরে ব্যবসায়ী ব্রিজেশ ঘোষ নিজের উপার্জনের টাকা তুলতে গেলে টাকা তোলার নামে বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে দফায় দফায় এক কোটি ৭১ লক্ষ টাকা প্রতারণা করে।**

লালবাজারে মাসিক ক্রাইম কনফারেন্স

■ **লালবাজারের মাসিক ক্রাইম কনফারেন্সের বৈঠকে শহরের একাধিক থানাকে নানাবিধ নির্দেশ দিলেন নগরপাল। শহরের একাধিক কলেজে ইউনিয়নের নেতা ও দাদাদের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ রয়েছে ছাত্র-ছাত্রীদের। সেই সমস্ত অভিযোগ সংশ্লিষ্ট এলাকার থানাকে খতিয়ে দেখার নির্দেশ নগরপাল মনোজ ভার্মার। পাশাপাশি প্রতিটি কলেজের এবং কলেজ সংলগ্ন এলাকার সিসিটিভি সক্রিয় রয়েছে কিনা তাও খতিয়ে দেখতে বলা হয়েছে থানাগুলিকে। একুশে জুলাইয়ে সুমসৃণ ট্রাফিক পরিচালনার জন্য ট্রাফিক বিভাগকে প্রশংসা নগরপালের, আগামী দিনে নবান্ন অভিযান-দুর্গাপুজোর মতো একাধিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অনুষ্ঠান রয়েছে, সেই ক্ষেত্রে ট্রাফিক বিভাগকে সক্রিয় থাকার নির্দেশ নগরপালের। যেকোনও তদন্তের ক্ষেত্রে ৯০ দিনের মধ্যে এবং ধর্ষণ বা পকসোর মতো ঘটনার ক্ষেত্রে ৬০ দিনের মধ্যে চার্জশিট দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।**

ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত্যু

■ **শনিবার রাত ১১টার দিকে দক্ষিণ কলকাতার কালিকাপুর বাইপাসে এক সড়ক দুর্ঘটনায় এক বাইক আরোহীর মৃত্যু হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, একটি ডাম্পার হঠাৎ দ্রুত গতির বাইকটিকে ধাক্কা দিলে বাইক আরোহী রাস্তায় পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। ঘটনার পর ডাম্পার চালক গাড়িটি নিয়ে পালানোর চেষ্টা করলেও স্থানীয় মানুষ এবং পথচারীরা কাছের সিগন্যালে তাকে থামায়। লোকজন চালককে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। স্থানীয়দের অভিযোগ, দুর্ঘটনার পর পুলিশ সময়মতো পৌঁছয়নি এবং একাধিকবার অভিযোগ করার পরেও এই এলাকায় ভারী যানবাহনের অনিয়ন্ত্রিত চলাচলের বিরুদ্ধে কোনও সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।**

বেহাল রাস্তাঘাট সংস্কার, পেনশন প্রদান-সহ একাধিক ইস্যুতে ভাটপাড়ায় সিটুর রাস্তা অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বেহাল রাস্তাঘাট সংস্কার, পুরসভার অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের বকেয়া পেনশন প্রদান-সহ একাধিক ইস্যুতে রবিবার সিটুর রাস্তা অবরোধ। ভাটপাড়া মোড় সন্নিহিত রথতলা ব্রিজের মুখে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাল সিটুর ভাটপাড়া পৌরাঞ্চল সমন্বয় কমিটি। এদিন সকাল ১১টা থেকে ঘোষপাড়া রোড এবং অন্নদা ব্যানার্জি রোডের সংযোগকারী রাস্তা তারা অবরোধ করে রাখে। অবরোধের জেরে যেমন অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে নিউ কর্ড রোড এবং কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের সংযোগকারী রাস্তা। তেমনি অবরোধের জেরে দুর্ভোগের শিকার হন সাধারণ মানুষজন। আধঘণ্টা অবরোধ চলার পর ভাটপাড়া থানার পুলিশ বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে দেয়। সিটুর উত্তর ২৪ পরগনা জেলার সম্পাদিকা গার্গী চট্টোপাধ্যায় বলেন, ভাটপাড়া পুর অঞ্চলের সমস্ত রাস্তাঘাটই বেহাল দশায় পরিণত। তবে গুরুত্বপূর্ণ নিউ কর্ড রোড, রায় বাহাদুর রোড একেবারে চলাচলের অযোগ্য হয়ে উঠেছে। তার অভিযোগ, গত চার মাস ধরে পুরসভার অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীরা পেনশন থেকে বঞ্চিত। তাছাড়া উন্নয়ন খাতে আসা অর্থ ‘হরিলুট’ হয়ে যাচ্ছে। নিউ কর্ড রোড সংস্কারের দাবিতে গত ২২ জুলাই ২৬ নম্বর রেলগেটের সামনে রাস্তা অবরোধ করা হয়েছিল। তৃণমূলের ঠ্যাঙ্গারে বাহিনীর লোকজন এসে হামলা চালিয়ে বলপূর্বক অবরোধ তোলার চেষ্টা করেছিল। তবুও তারা রাস্তা অবরোধ থেকে পিছু হটেননি। সিপিএমের ভাটপাড়া-জগদ্দল এরিয়া কমিটির সম্পাদক নারায়ণ রায় বলেন, ‘রাস্তাঘাট সংস্কারের জন্য পুরসভার চেয়ারপার্সনের কাছে চারবার স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া ভাটপাড়া থানার আধিকারিক থেকে শুরু করে মহকুমা শাসক এবং জেলাশাসককে জানানো হয়েছে। তবুও রাস্তার হাল ফেরেনি।’ তার অভিযোগ, পুর অঞ্চলের রাস্তাঘাট চলাচলের অযোগ্য হয়ে উঠেছে। মাঝে-মধ্যেই গর্তে চাকা পড়ে গিয়ে অটো, টোটো উল্টে যাচ্ছে। উন্নয়ন খাতে পাঠানো কেন্দ্রের টাকা লুট হয়ে যাচ্ছে। সিপিএম নেতার হুঁশিয়ারি, অবিলম্বে বেহাল রাস্তাঘাট সংস্কার না করা হলে এবং পুরসভার অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের পেনশন না মিললে, অগস্ট মাসে তাঁরা ভাটপাড়া পুরসভার সামনে টানা অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হবেন।

উচ্চপ্রাথমিকে নিয়োগে অষ্টম দফার কাউন্সেলিং, ১ অগস্ট ডাকা হল ৪৮ জনকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: উচ্চপ্রাথমিক স্তরে শিক্ষক নিয়োগে অষ্টম দফার কাউন্সেলিংয়ের তারিখ ঘোষণা করল স্কুল সার্ভিস কমিশন। কমিশনের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, আগামী ১ অগস্ট ৪৮ জন প্রার্থীকে ডাকা হয়েছে কাউন্সেলিংয়ের জন্য। এই তালিকায় কোন বিদ্যালয়ে তাঁদের নিয়োগ হবে, সেই বিস্তারিত তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছে। এর আগে সাত দফায় মোট ১২,৬৭৫ জন প্রার্থীকে কাউন্সেলিংয়ে ডাকা হয়েছিল। কলকাতা হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল ১৪,০৫২ জন প্রার্থীর নিয়োগ দ্রুত সম্পন্ন করতে। সেই অনুসারেই পর্যায়ক্রমে চলছে নিয়োগ প্রক্রিয়া। ইতিমধ্যে ৯,৫১৭ জন প্রার্থী সুপারিশপত্র পেয়েছেন এবং তাঁদের স্কুলে যোগদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

যদিও একাংশ প্রার্থী এখনও কাজে যোগ দেননি বিভিন্ন প্রশাসনিক বা ব্যক্তিগত কারণে। এবার অষ্টম দফায় যুক্ত হলেন আরও ৪৮ জন।

প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ আবদুল কালামকে শ্রদ্ধা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি তথা ‘ভারতরত্ন’ ডঃ এপিজে আব্দুল কালামের মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার সকালে একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে তিনি ডঃ কালামকে একজন মহান বিজ্ঞানী এবং একজন আদর্শ ব্যক্তি হিসেবে বর্ণনা করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি তথা ‘ভারতরত্ন’ ডঃ এপিজে আব্দুল কালামের মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি। তিনি একজন মহান বিজ্ঞানী এবং একজন আদর্শ মানুষ ছিলেন। তাঁর জীবন আজও আমাদের সকলকে অনুপ্রাণিত করে।

ডঃ কালাম ভারতের ‘মিসাইল ম্যান’ হিসেবে পরিচিত। ইসরো এবং ডিআরডিওতে তাঁর কার্যকালকালে তিনি ভারতের প্রতিরক্ষা কর্মসূচিকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছিলেন। ২০০২ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত তিনি দেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ডঃ কালাম ২০১৫ সালের ২৭ জুলাই শিলংয়ে এক বক্তৃতা দেওয়ার সময় মারা যান। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর চিন্তাভাবনা এবং জীবনদর্শন এখনও দেশের নতুন প্রজন্মকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করে।

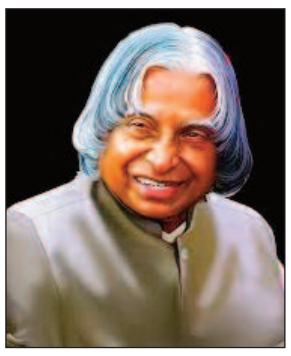

আলুর বাজার মূল্য নিয়ে উদ্বেগে হিমঘর মালিকেরা

শুভাশিস বিশ্বাস

আলুর দাম নিয়ে চাষিদের মধ্যে তৈরি হয়েছে এক চরম অসন্তোষ। কারণ, হিমঘরে রাখা আলুর জন্য কেজি প্রতি মাত্র ৬-৭ টাকা পাচ্ছিলেন চাষিরা। এদিকে এই আলুই খোলা বাজারে বিক্রি হচ্ছে ১৭ থেকে ১৯ টাকা দরে। দামের এই বিস্তর ফারাকের থেকে এটা স্পষ্ট যে আলু বিক্রিতে ব্যাপক লাভ করছেন ফড়ে ও বড় ব্যবসায়ীরা। এদিকে চাষিরা পড়েছেন চরম অর্থসংকটে। কারণ, হিমঘরে মজুত রাখা আলুর দাম এতটাই কম যে, খরচও উঠছে না। এবার সেই আলু চাষিদের পাশে এসে দাঁড়াতে দেখা গেল পশ্চিমবঙ্গ কোল্ড স্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশনকে। এই সংগঠন সরব হয়েছে আলুর বাজার দর এবং বিক্রি হওয়া আলুর দাম নিয়ে। একইসঙ্গে হিমঘরে যে বিপুল পরিমাণ আলু পড়ে রয়েছে তাতে ন্যায্য দাম দিতে সরকারের কাছে আবেদনও করা হয়।

পরিসংখ্যান বলছে, চলতি বছর রাজ্যের হিমঘরে ৭০.৮৫ লক্ষ মেট্রিক টন আলু মজুত করা হয়েছিল। এই আলু উৎপাদনের ৬০ শতাংশ রাজ্যের মধ্যে ব্যবহার করা হয়। বাকি ৪০ শতাংশ যায় অন্যান্য রাজ্যে। কিন্তু গত বছর আন্তঃরাজ্য আলুর পরিবহণে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। আর সেই কারণে, প্রায় ১০ লক্ষ মেট্রিক টন আগের জাতের আলুও হিমঘরে সংরক্ষণ করা ছিল। যে কারণে হিমঘরে রেকর্ড পরিমাণ আলু মজুত রয়েছে।

পরিস্থিতি বিবেচনা করে রাজ্য সরকার কৃষকদের জন্য ন্যূনতম ৯ টাকা প্রতি কেজি সহায়ক মূল্য ঘোষণা করেছে। সরকারি ঘোষণায় উৎসাহিত হয়ে কৃষকেরা আলু বিক্রি করছেন। ভবিষ্যতে বিক্রির জন্য তারা কিছু কোল্ড স্টোরেজে সংরক্ষণও করেছেন। আর এখানেই সিঁদুরে মেঘ দেখছেন হিমঘরের মালিকরা। তাদের আশঙ্কা পরিস্থিতির উন্নতি না হলে এবং মজুত হওয়া আলুর সঠিক দাম না পেলে ভবিষ্যতে আলু উৎপাদনে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। শুধু তাই নয়, অদূর ভবিষ্যতে চাহিদা বনাম সরবরাহের ভারসাম্যহীনতা দেখা দেবে। আর এর সবথেকে বেশি প্রভাব পড়বে গ্রামীণ অর্থনীতির উপর। পাশাপাশি ক্ষতির মুখে পড়বেন হিমঘর ব্যবসায়ীরাও। কারণ, এই মুহূর্তে বাংলায় যে কটি হিমঘর রয়েছে তার মধ্যে অধিকাংশই আলু মজুতের জন্য ব্যবহৃত হয়।

এদিকে আলু ছাড়ার মরসুমে সরকারের তরফ থেকে ঘোষণা করা হয়, আলুর সর্বনিম্ন সহায়ক মূল্য ১৫ টাকা প্রতি কেজি দেওয়া হবে। কিন্তু দুই সপ্তাহের মধ্যে তা হুগলি জেলার সিঙ্গুর পাইকারি বাজারে নেমে আসে ১১ টাকা প্রতি কেজিতে। পাশাপাশি বর্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর জেলা এবং উত্তরবঙ্গে কোল্ড স্টোরেজ গেটে এই মূল্য দাঁড়ায় প্রতি কেজিতে ৯ টাকা। এতে কৃষকদের ক্ষতির পরিমাণ প্রতি কুইন্টালে ৪০০ থেকে ৫০০ টাকা।

এই প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ কোল্ড স্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সুনীল কুমার রানা জানান, ‘পাইকারি ও খুচরা বাজারে আলুর দামের মধ্যে বর্তমান বৈষম্য ভয়ংকর। ফলে কৃষকরা চরম ক্ষতির মুখে। যারা এই মরসুমে প্রায় ৮০ শতাংশ ফসল সংরক্ষণ করেছেন। এমন এক অবস্থায় সরকারকে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ক্রয়, আন্তঃরাজ্য বাণিজ্য এবং মিড-ডে মিলের মতো জনকল্যাণমূলক প্রকল্পে আলুর ব্যবহার যাতে বাড়ানো হয় এই পদক্ষেপ গ্রহণের আবেদন করছি।’

সম্পাদকীয়

ক্ষমতায় ফিরতে এখন বাঙালি অস্মিতাকেই আঁকড়ে ধরছে চাপে থাকা তৃণমূল

নিয়োগ দুর্নীতি থেকে আরজি কর। কসবা থেকে কালীগঞ্জ। ছাব্বিশের আগে প্রবল চাপে তৃণমূল। আগাগোড়া ঘূর্ণি পিচ। কিন্তু দলনেত্রী যে কোনও মূল্যে ম্যাচ জিততে চান। তাঁর চোখে চতুর্থবার ক্ষমতায় ফেরার স্বপ্ন। সেটা কি সম্ভব? মিলিয়ন ডলারের প্রশ্ন। দলের ভিতরে চলছে কাটাছেঁড়া। ২৯৪টি আসন। কটা নিশ্চিত আর কটা অনিশ্চিত, হিসেব, নিকেষ জারি আছে। দলের অন্দরে ক্রাইসিস ম্যানেজাররা বলছেন, ফেরার পথটা খুব সহজ হবে না। দোসর আইপ্যাকও যে নিশ্চিত, এমন জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না। ভোট শুরু হতে বাকি মেরেকেটে আট মাস। অতএব যা করার এর মধ্যেই সারতে হবে। এই আবহে ম্যাচ বের করতে এবার বাংলা ও বাঙালিকেই আঁকড়ে ধরছে তৃণমূল। বাঙালি অস্মিতায় চেপে এখন ভোট-নদী পার হওয়ার তাল করছে তাঁরা। সফল কতটা হবে, সেটা অন্য প্রসঙ্গ। ভিনরাজ্য বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের হেনস্তা নিয়ে ক্রমশ সুর চড়াচ্ছে দল। এই ইস্যুতে চলতি সপ্তাহে পথে নামছেন স্বয়ং নেত্রী। বাকিদেরও নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। শাখা সংগঠনগুলিও নেমে পড়েছে। সবমিলিয়ে বাঙালিদের পাশে থাকার চেষ্টা জারি আছে। এটাতো গেল দলীয় গেমপ্ল্যান। প্রশাসনিক স্তরেও নেওয়া হচ্ছে নানা কৌশল। সম্প্রতি কলকাতা পুরসভা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, পুর অধিবেশনে প্রশ্নোত্তর পর্বে বাংলাকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে। এখানেই শেষ নয়, কলকাতা পুরসভা রীতিমতো ফতোয়া দিয়ে বলেছে, যে কোনও ভাষা থাকতে পারে, কিন্তু বাংলা কম্পালসারি। শহরের অলিগলিতে দোকানপাটের হোর্ডিং, নেমপ্লেট নিয়ে এমনই বার্তা দিয়েছেন খোদ মেয়র। তিনি বলেছেন, এ সংক্রান্ত নোটিস পাঠানো হয়েছে। আপনি হিন্দিতে লিখতে পারেন, অসমীয়ায় লিখতে পারেন। কিন্তু বাংলা রাখতেই হবে।দেশের অনেক রাজ্য এই ব্যবস্থা চালু থাকলেও বাংলায় এই ছবি আগে দেখা যায়নি। ছাব্বিশের ভোটের আগে এভাবেই বাঙালি অস্মিতাকে জাগানোর খেলায় নেমেছে তৃণমূল। তবে এই টোটকায় বাঙালি মন কতটা ভিজবে বলা কঠিন। বিশেষ করে হিন্দু বাঙালিদের বড় অংশকে পাশে পাওয়া যাবে কিনা সেটাই প্রশ্ন। কারণ, এদের বড় অংশ অনেক আগেই তৃণমূলের থেকে মুখ ফিরিয়েছে।

শব্দবাণ-৩৪২

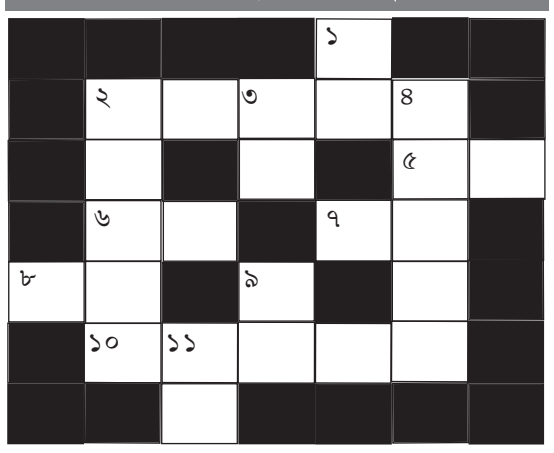

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২. আস্তিক্য ৫. গ্রন্থের বিভাগ ৬. দোষ, বিকৃতি ৭. বলবান ৮. সংযোগভ্রষ্ট, বিচ্যুত ১০. অনেক নমস্কার।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. পিতা ২.অল্প উঁচু ৩.— ডাকাত ৪. দখলি ৯. একধরনের চর্মরোগ ১১. ষড়যন্ত্র।

সমাধান: শব্দবাণ-৩৪১

পাশাপাশি: ১. গরুজে ৩. ওস্তাদি ৫. ময়দা ৬. লকড়ি ৭. উন্মদ ৯. ফিটন ১১. ইচ্ছুক ১২. কদিন।

উপর-নীচ: ১. গরম ২. জেয়াদা ৩. ওকূল ৪. দিয়াড়ি ৭. উলুই ৮.দস্তক ৯.ফিনিক ১০. নরুন।

জন্মদিন

আজকের দিন

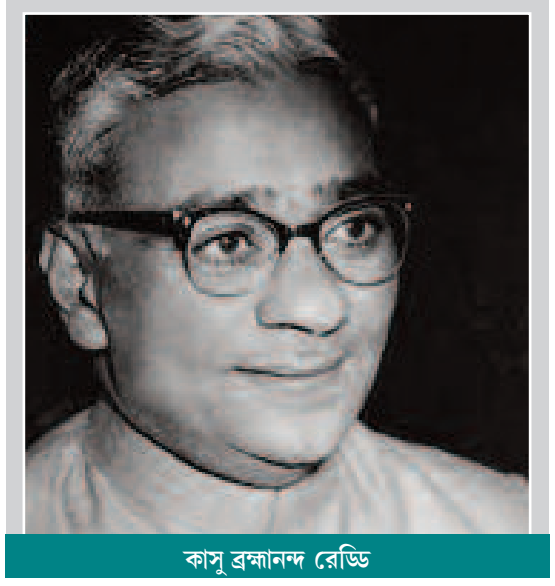

কাসু ব্রহ্মানন্দ রেড্ডি

১৮২৪ *বিশিষ্ট সাংবাদিক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*
১৯০৯ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ কাসু ব্রহ্মানন্দ রেড্ডির জন্মদিন।*
১৯৩৮ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা সুখেন দাসের জন্মদিন।*

বঙ্গে ভোটপরবর্তী সন্ত্রাসে বিজেপি কর্মীদের যারা আঘাত করেছে তাদেরকে সন্ত্রাসবাদী হিসাবে চিহ্নিত করা হোক

প্রদীপ মারিক

বিশ্বনেতা মোদি দুর্গাপুর সভায় বলেছেন দুর্নীতির শিকড়ে পৌঁছে গেছে তৃণমূল সরকার।এই তৃণমূলের চারফুট নেতাদের দোষ ঢাকতে উঠে পরে লেগেছে বঙ্গের পুলিশ বাহিনী। তারা যেন তেন প্রকারেণ তৃণমূল বাহিনীর শত অন্যায় কে ঢাকতে ব্যস্ত। ২১ এর বিধানসভা নির্বাচনের পর যে ভাবে তৃণমূল হার্মাদ বাহিনী বিজেপি কর্মী সমর্থকদের ওপর অকথ্য অত্যাচার করেছে তা ভারতের স্বাধীনোত্তর ইতিহাসে বিরল। আগামী ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের আগেই সেই সব তৃণমূলের চারফুটের নেতাদের শাস্তি দিতে হবে।সঙ্গে ছাব্বিশের নির্বাচনে যারা হিন্দুত্বের আপমান করবে এবং গণতন্ত্র লুঠ করবে তাদের কে সন্ত্রাসবাদী আখ্যা দিতে হবে। না হলে এই অত্যাচারী তৃণমূলদের কোন মতেই বাগে আনা সম্ভব নয়।সেই সঙ্গে ভোট ঘোষণা হওয়ার একমাস আগেই প্রত্যেকটি থানা থেকে পুলিশ থেকে সিভিক ভলেন্টিয়ার জেলা ভিত্তিক বিভিন্ন থানায় বদলি করার প্রয়োজন তাহলেও সম্ভব বঙ্গে বিজেপির আসন বৃদ্ধি।

বঙ্গের বর্তমান আঞ্চলিক শাসক দলের সঙ্গে থানার লিঙ্ক ব্রেক আপ করতে বিজেপিকে খুব শীঘ্রই এই ব্যাপারে আদালতেই দ্বারস্থ হওয়ার প্রয়োজন। বিজেপির রাজ্য নেতৃত্বকে এ ব্যাপারে ভাবার সময় এসেছে। ভোট পরবর্তী হিংসা মামলায় এবার জেলে পুলিসই! বিজেপি কর্মী অভিজিত সরকার খুনে নারকেলডাঙা থানার ততকালীন ওসি শুভজিতসেন, ইন্সপেক্টর রত্না সরকার ও হোমগার্ড দীপঙ্কর দেবনাথের জামিনে আবেদন খারিজ করে দিল আদালত। বিচারপতি মন্তব্য করেন, রক্ষকই যদি ভক্ষক হয়,তাহলে সাধারণ মানুষ কোথায় যাবে'! বিড়ম্বনা বাড়ল বিধায়ক পরেশ পাল-সহ তৃণমূলের ২ কাউন্সিলেরও।

বিজেপি কর্মীর ভাই বিশ্বজিত সরকার বললেন, 'প্রথম থেকে বলে গিয়েছিলাম। ওসি শুভজিত সেন, রত্না সরকার, দীপঙ্কর, খুন করে কী করে প্রমাণ নষ্ট করা যায় তার সব চেষ্টাই করে গিয়েছেন। শুধু অভিজিত সরকার নয়, এরা আরও কত খুনকে এভাবে নষ্ট করেছে! প্রমাণ লোপাট করেছে। নারকেলডাঙা থানায় এরা কত খুনের প্রমাণ নষ্ট করেছে। ছাড়া পেয়ে গেল কত খুনের প্রমাণ লোপাট করবে'? বিজেপি নেতা সুকান্ত মজুমদারের মতে, 'এই বার্তাটা পুলিসের কাছে যাওয়া দরকার, পার্টি কাউকে বাঁচাতে পারবে না। তারা ভারতের সংবিধানের শপথ নিয়েছে। নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করুন। বিজেপির হয়ে কাজ করতে হবে না। তৃণমূলের হয়েও কাজ করবেন না। সংবিধানের হয়ে কাজ করুন। মানুষ সম্মান করবে, না হলে এভাবে জেলে যাবেন।এই মামলায় বিধায়ক পরেশ পাল ও তৃণমূলের দুই কাউন্সিলর পাপিয়া ঘোষ ও স্বপন সমাদ্দারের বিরুদ্ধে সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট দিয়েছে সিবিআই। ১২ অগাস্টের মধ্যে তাঁদের সমন পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে আদালত। ২০২১ সালের ২ মে, যেদিন বিধানসভা ভোটের ফল ঘোষণা হয়, সেদিনই কাঁকুড়গাছিতে উদ্ধার হয় বিজেপি কর্মী অভিজিতসরকারের দেহ। বিজেপির ট্রেড ইউনিয়নের নেতা ছিলেন অভিজিত। রাজনৈতিক কারণে খুনের অভিযোগ করেছিলেন পরিবারের লোকেরা। অভিযোগের তির ছিল তৃণমূলের দিকেই।

বাংলায় 'ভোট পরবর্তী হিংসা'-র ঘটনায় খুন ও ধর্ষণ সংক্রান্ত অভিযোগের তদন্তে নেমে অনেক এফআইআর দায়ের করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই।হাই কোর্টের নির্দেশ মেনে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সদস্যরা বাংলায় 'ভোট পরবর্তী হিংসা'-র অভিযোগ খতিয়ে দেখতে এসে বিক্ষোভের মুখে পড়ছিলেন। সেই বিষয়টি মাথায় রেখে সিবিআইয়ের নিরাপত্তার জন্য অনেক কোম্পানির কেন্দ্রীয় বাহিনী বরাদ্দ করা হয়েছিল। প্রশ্ন এই জায়গায়, কোন রাজ্যে আমরা বাস করছি, ভোট পরবর্তী সময় তৃণমূল হার্মাদ বাহিনী বিজেপি কর্মী সমর্থক দের ওপর চড়াও হবে, অন্নপ্রাশনের ভাত তুলে আনার মত শুধু গালাগাল দিয়েই ক্ষান্ত হবে না, খুন রাহাজানি করবে অথচ আদালতের নির্দেশে তদন্তকারী দল এলে তাদের ওপর চড়াও হবে, এই সব হার্মাদদের বাংলাদেশি হিন্দু নির্যাতনের মত সন্ত্রাসবাদী আখ্যা দেওয়া উচিত। এবং অবশ্যই কেন্দ্রীয় সংস্থা দিয়ে গ্রেপ্তার করে সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি যেমন আচরণ করা হয় তেমন করা উচিত, তবেই বঙ্গের মানুষরা নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারবে। বঙ্গের আঞ্চলিক শাসকদল বঙ্গবাসীদের রক্ষক পরিবর্তে ভক্ষক এ পরিণত করেছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নারকীয় কাজ! এ কোন রাজ্যে আমরা বাস করছি আরজিকর থেকে ল কলেজ মেডিকেল কলেজ থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মহিলারা নির্যাতনের স্বীকার। তৃণমূল আশ্রিত কিছু নেতারা যেন বঙ্গকে বাংলাদেশ বানিয়ে দিতে চায়। রাজ্যের আঞ্চলিক শাসকদল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্ররাজনীতিকে পার্টির রাজনীতিতে পরিণত করেছে। কলেজে কি এখন সুষ্ঠ নির্বাচন হয়! কোন কলেজে হয়না, এবার হবে অখিল ভারতীয় .ছাত্র পরিষদের তত্ত্বাবধানে সেন্ট্রাল পুলিশ ফোর্স দিয়ে। কারণ ছাত্রদের ভরসা শুধু নয় বঙ্গের মানুষদের ভরসার মানুষ এসে গেছেন, সুকান্ত, শুভেন্দু, শমীক-এর মত ত্রিশক্তি। মোদির যোগ্য নেতৃত্বে এই ত্রিশক্তিই সমস্ত বঙ্গবাসীকে একজোট করতে পারবেন। মাতৃশক্তি এবং যুবশক্তির ওপর ভর করেই যুব থেকে প্রবীণ সমগ্র বঙ্গবাসী তৃণমূলকে পরাজিত করে ছাব্বিশে বাংলায় বিজেপিকেই নিয়ে আসবে এটা নিশ্চিত।

শিক্ষাব্যবস্থায় চাই বিজ্ঞানমনস্ক মানস গঠন

প্রতাপ চন্দ্র দাস

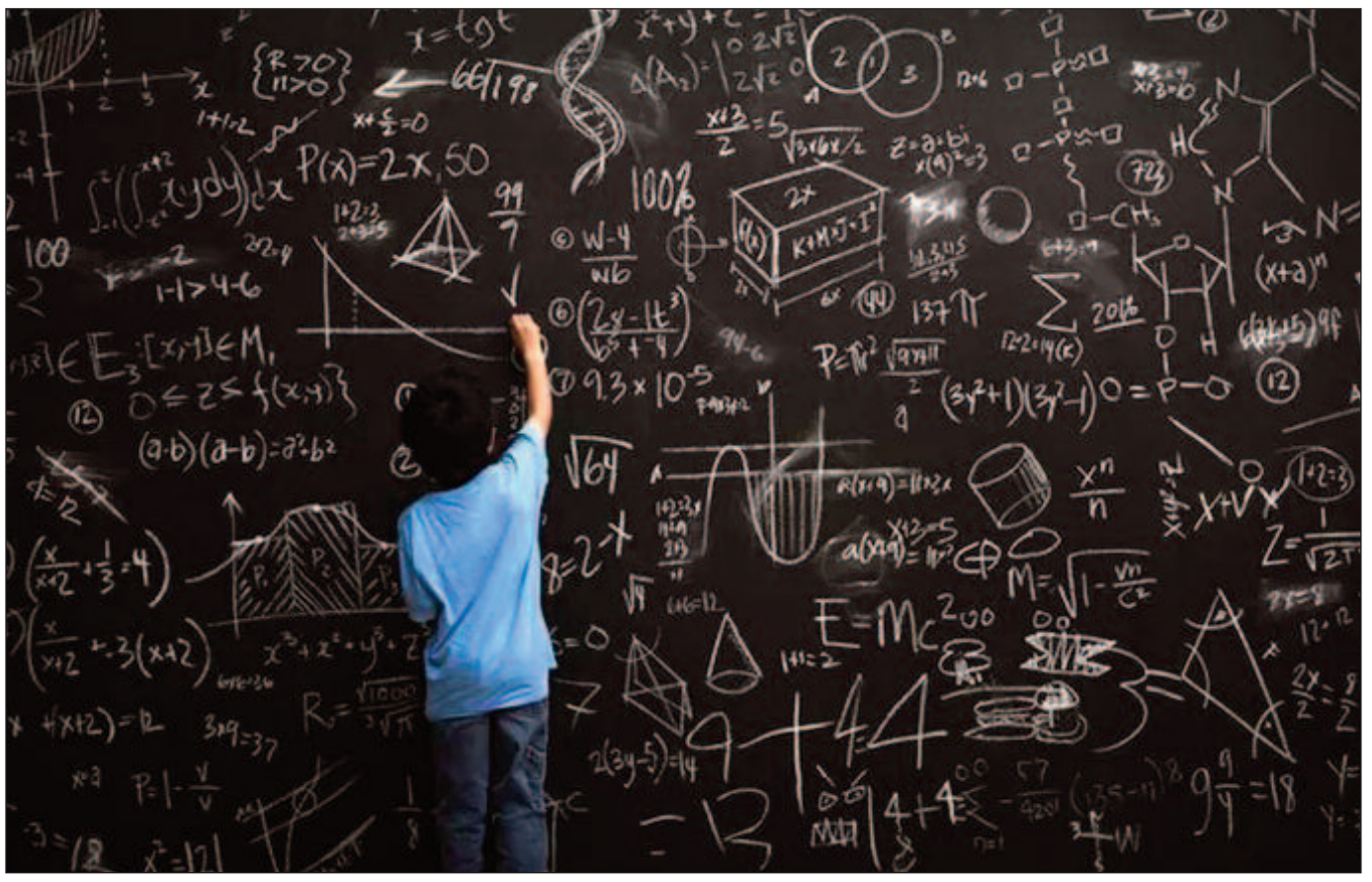

নবম শ্রেণির ছাত্র সায়ন্তন। ওর সবচেয়ে প্রিয় বিষয় বিজ্ঞান। ক্লাসে স্যার যখন নিউটনের তৃতীয় সূত্র পড়াচ্ছিলেন, প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া থাকেদ, তখন সায়ন্তন খুব মন দিয়ে শুনছিল। হঠাৎই সে দেখে, স্যারের গলায় রুপোর তাবিজ ঝুলছে। কপালে চন্দনের টিপ, আর হাতের কবজিতে রঙিন সুতোর বাঁধন। ক্লাস শেষে সায়ন্তন জিজ্ঞেস করে বসে, 'স্যার, আপনি বললেন যে বিজ্ঞানে কোনো অলৌকিকতা নেই, সবকিছুর কারণ থাকতে হয়। কিন্তু আপনি কি তাবিজে বিশ্বাস করেন?' স্যার কিছুটা বিব্রত হন, তারপর বলেন, তআসলে এগুলো একটু বিশ্বাসের ব্যাপারখ ক্ষতি তো করে না, তাই না?দ সায়ন্তনের চোখে তখন একটা দ্বন্দ্ব খেলে যায়-- যিনি বিজ্ঞান শেখান, তিনিই যদি কুসংস্কারের মধ্যে থাকেন, তাহলে আমি কার উপর বিশ্বাস রাখব?

এই ছোট্ট বাস্তব ঘটনাটি শুধু একটি স্কুলের নয়, গোটা শিক্ষাব্যবস্থারই একটি প্রতিফলন। প্রশ্ন উঠছে — শিক্ষক শিক্ষিকারা নিজেরাই যদি কুসংস্কারে আচ্ছন্ন থাকেন, তাহলে শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলার পাঠ কোথা থেকে আসবে? সামনের বেঞ্চ আর পিছনের বেঞ্চ করেই কি শিক্ষার্থীদের প্রকৃত শিক্ষা হবে?

হ্যাঁ, সম্প্রতি শিক্ষাব্যবস্থায় একটি নতুন 'সংস্কার' আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছে, সরিয়ে ফেলা হচ্ছে শ্রেণিকক্ষের সেই চিরচেনা 'লাস্ট বেঞ্চ'। যুক্তি হিসেবে বলা হচ্ছে, পিছনের বেঞ্চে বসা শিক্ষার্থীরা পাঠে মনোযোগ দেয় না, তারা শিক্ষা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, তাই সবাইকে সামনের সারিতে বসালেই শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়বে, আর পাঠগ্রহণ হবে অন্তর্ভুক্তিমূলক। এই সিদ্ধান্ত অনেককে আনন্দিত করলেও, গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে প্রশ্ন ওঠে-- এই সমস্যার প্রকৃত সমাধান কি কেবল বেঞ্চ সরিয়ে দিলেই সম্ভব? একজন শিক্ষার্থী কীভাবে চিন্তা করছে, তা নির্ভর করে তার অভ্যন্তরীণ বোধগম্যতা, শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্ক এবং শিখন পরিবেশের ওপর, কেবল তার শারীরিক অবস্থান, সামনে না পেছনে — তার পরিমাপক হতে পারে না।

দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা শিক্ষাব্যবস্থার যে মৌলিক সংকট, তা কি শুধুই শ্রেণিকক্ষের আসন বেঞ্চ-বিন্যাসে সীমাবদ্ধ?

লাস্ট বেঞ্চ কেবল পেছনের একটি বেঞ্চ নয়, এটি হয়ে উঠেছে এক মানসিক প্রতীকের নাম —যেখানে বসে থাকা মানেই কেউ কম যোগ্য, কম মেধাবী বা কম মনোযোগী। অথচ অনেক প্রতিভাবান, অনুসন্ধিৎসু, স্বাধীনচেতা শিক্ষার্থী স্বেচ্ছায় পিছনের বেঞ্চে বসে এসেছে, কখনও শিক্ষককেন্দ্রিক ক্লান্ত পাঠচক্র থেকে নিজেকে দূরে রাখতে, কখনও নিরীক্ষণ করতে, কখনও ভাবনার সুযোগ পেতে। ব্যাক বেঞ্চ মানেই যে অলসতা, তা যেমন সত্য নয়; তেমনই সামনে বসানো মানেই শিক্ষার্থী মনোযোগী হয়ে উঠবে-- এই সরলীকরণও যুক্তির পরিপন্থী।

বাংলার তথা ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার মূল সংকট বেঞ্চের বিন্যাসে নেই, বরং এর শিকড় রয়েছে পাঠক্রমের অবৈজ্ঞানিকতা, প্রশ্নহীনতা ও মুখস্থ নির্ভরতায়। শিক্ষাকে এখনও কেবল পরীক্ষায় সাফল্যের সিঁড়ি হিসেবে দেখা হয়, যেখানে সৃজনশীলতা নয়, মুখস্থ করাই পুরস্কৃত হয়। পাঠ্যবইয়ে এখনও যুক্তিবিচার নয়, বরং পৌরাণিক উপাখ্যান, ধর্মীয় প্রভাব এবং ঐতিহ্যের নামে গাঁথা পড়ে থাকে। 'রামায়ণ থেকে রকেট' কিংবা 'গরুর দুধে সোনার উপাদান আছে' — এমন উদ্ভট তত্ত্ব আজ বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ঢুকে পড়ছে, যা তরুণদের যুক্তিবাদী মানসিকতা বিকাশের পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তরুণদের বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলার জন্য যা প্রয়োজন, তা হল যুক্তি নির্ভর, প্রশ্নপ্রবণ, অনুসন্ধানমূলক ও মুক্ত ভাবনার শিক্ষাব্যবস্থা। আজকের দিনে যখন সোশ্যাল মিডিয়ায় কুসংস্কার, গুজব, ভুয়ো তথ্য ছড়াচ্ছে, তখন এই প্রজন্মকে ভাবতে শেখানো, তথ্যের সত্যতা যাচাই করতে শেখানো — সবচেয়ে জরুরি কাজ।

এখানে শিক্ষক-শিক্ষিকার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তাঁদের প্রশিক্ষণ, কাজের চাপ ও স্বাধীনতার সীমাবদ্ধতাও ভাবনার বিষয়। রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারক যখন পাঠ্যক্রমে প্রশ্ন করার জায়গাই রাখে না, শিক্ষকদের বলেন তসিলেবাস শেষ করোদ, তখন কি একজন শিক্ষক আদৌ শিক্ষার্থীদের মনে প্রশ্নের বীজ বপন করতে পারবেন? ক্লাসে হয়তো তিনি দেখতে পান কেউ একদম চুপচাপ বসে আছে, উৎসাহ পাচ্ছে না। তিনি যদি সময় দিয়ে কথা বলেন, বুঝতে চান তার সমস্যা, তাহলে হয়তো সেই শিক্ষার্থীও জ্বলে উঠতে পারত। কিন্তু চাপের শিক্ষা পরিবেশে তার সুযোগ থাকে না। ফলে লাস্ট বেঞ্চের শিক্ষার্থী শিক্ষাব্যবস্থা থেকে আরও দূরে সরে যায়।

বিজ্ঞানমনস্কতা কেবল একটি গুণ নয়, এটি একটি চর্চা, একটি মানসিক অভ্যাস, যাকে গড়ে তুলতে হয় ছোটবেলা থেকেই। কিন্তু ঠিক সেই জায়গাতেই বিপরীত হাওয়া। পাঠ্যক্রমে জায়গা করে নেয় পৌরাণিক কাহিনীকে 'ইতিহাস' হিসেবে উপস্থাপন, ধর্মীয় আচারকে 'চর্চা' হিসেবে শেখানো। এই অবৈজ্ঞানিক প্রবণতা কেবল পাঠ্যবইয়ে নয়, প্রবেশ করেছে শ্রেণিকক্ষেও। ক্লাসরুমে অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকাই হাতে গলায় তাবিজ-কবজ পরে বিজ্ঞান পড়াচ্ছেন। নিজেরাই যখন কুসংস্কারের বেড়াজালে বন্দি, তখন তারা শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানমনস্কতার পাঠ কীভাবে দেবেন? সরকার অনেক সময় রাজনৈতিক প্রয়োজনে শিক্ষাকে ব্যবহার করে জাতি, ধর্ম বা ভাষা-ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ তৈরি করতে। এর ফলে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য মানুষকে যুক্তিশীল, মানবিক ও স্বাধীনচেতা করে তোলা — বিলুপ্ত হয়।

তাহলে এখন প্রশ্ন এর প্রতিকার কী? প্রতিকার অবশ্যই আছে, é— প্রথমত পাঠ্যবইয়ে স্থান দিতে হবে আধুনিক বিজ্ঞান, যুক্তি, প্রযুক্তি ও দর্শনের বিষয়বস্তুকে। অন্ধবিশ্বাস, ধর্মীয় অতিকথা ও রক্ষণশীল মতবাদকে দূরে সরাতে হবে। দ্বিতীয়ত, শিক্ষকদের জন্য নিয়মিত বিজ্ঞানমনস্ক ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিভিত্তিক প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং ক্লাসে স্বাধীনভাবে শিক্ষার্থীদের বিকাশে কাজ করার স্বাধীনতা দিতে হবে। তৃতীয়ত, পাঠ্যপুস্তক-নির্ভর নয়, কার্যক্রমভিত্তিক, প্রকল্পভিত্তিক, অনুসন্ধান-নির্ভর শিক্ষাদানই শিক্ষার্থীকে আগ্রহী করে তোলে। চতুর্থত, ফলাফল নির্ধারণে শুধু নম্বর নয়, বিশ্লেষণ ক্ষমতা, সৃজনশীলতা ও সমস্যার সমাধানযোগ্যতা বিবেচনায় নিতে হবে।

শেষমেশ, শিক্ষা মানে শুধুই কে কোথায় বসে তার হিসাব নয়। শিক্ষা মানে কে কীভাবে ভাবছে, কীভাবে নিজের চারপাশের সমাজ, প্রকৃতি, জ্ঞান ও অস্তিত্বকে বুঝে নিচ্ছে। 'লাস্ট বেঞ্চ' যদি কেউ সরাতেই চায়, তাহলে আগে সরাতে হবে চিন্তার সেই প্রতিরোধ, যেটা শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করতে দেয় না, ভাবতে দেয় না, প্রতিবাদ করতে দেয় না। এই সময়ের সবচেয়ে বড় শিক্ষা সংস্কার হবে, যদি আমরা এমন এক শিক্ষা গড়তে পারি যেখানে শিক্ষক ভয় নয়, বন্ধু হন; পাঠ্যবই নয়, প্রকৃতি হয় পাঠশালা; আর ক্লাসরুম নয়, পুরো সমাজ হয়ে ওঠে একটি জিজ্ঞাসা-ভিত্তিক শিখনক্ষেত্র। সেদিন কেবল লাস্ট বেঞ্চ নয়, শ্রেণিকক্ষই বদলে যাবে-- সত্যিকারের মুক্ত শিক্ষার উৎসে। তাহলে আমরা কি চাই আরও কিছু 'নম্বর-প্রিয় মুখস্থ যন্ত্র' তৈরি হোক? নাকি এমন তরুণ, যারা চিন্তা করতে পারে, প্রশ্ন করতে জানে, এবং সমাজের অব্যবস্থার বিরুদ্ধে যুক্তির হাতিয়ার তুলে নিতে সক্ষম?

বাংলার তথা ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার মূল সংকট বেঞ্চের বিন্যাসে নেই, বরং এর শিকড় রয়েছে পাঠক্রমের অবৈজ্ঞানিকতা, প্রশ্নহীনতা ও মুখস্থ নির্ভরতায়। শিক্ষাকে এখনও কেবল পরীক্ষায় সাফল্যের সিঁড়ি হিসেবে দেখা হয়, যেখানে সৃজনশীলতা নয়, মুখস্থ করাই পুরস্কৃত হয়। পাঠ্যবইয়ে এখনও যুক্তিবিচার নয়, বরং পৌরাণিক উপাখ্যান, ধর্মীয় প্রভাব এবং ঐতিহ্যের নামে গাঁথা পড়ে থাকে। 'রামায়ণ থেকে রকেট' কিংবা 'গরুর দুধে সোনার উপাদান আছে' — এমন উদ্ভট তত্ত্ব আজ বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ঢুকে পড়ছে, যা তরুণদের যুক্তিবাদী মানসিকতা বিকাশের পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তরুণদের বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলার জন্য যা প্রয়োজন, তা হল যুক্তি নির্ভর, প্রশ্নপ্রবণ, অনুসন্ধানমূলক ও মুক্ত ভাবনার শিক্ষাব্যবস্থা। আজকের দিনে যখন সোশ্যাল মিডিয়ায় কুসংস্কার, গুজব, ভুয়ো তথ্য ছড়াচ্ছে, তখন এই প্রজন্মকে ভাবতে শেখানো, তথ্যের সত্যতা যাচাই করতে শেখানো — সবচেয়ে জরুরি কাজ। এখানে শিক্ষক-শিক্ষিকার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তাঁদের প্রশিক্ষণ, কাজের চাপ ও স্বাধীনতার সীমাবদ্ধতাও ভাবনার বিষয়।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজেও থ্রেট কালচার! জুনিয়রদের হুমকির অভিযোগ বিভাগীয় প্রধানের বিরুদ্ধে

স্বাস্থ্য ভবনের নির্দেশে তদন্ত কমিটি গঠন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: এবার থ্রেট কালচারের অভিযোগ উঠল বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে। অভিযোগ উঠেছে ওই মেডিক্যাল কলেজের খোদ বক্ষ বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অভিজিৎ মণ্ডলের বিরুদ্ধে। ইতিমধ্যেই বিষয়টি নিয়ে লিখিতভাবে স্বাস্থ্য ভবনকে জানিয়েছেন ওই বিভাগের জুনিয়ার চিকিৎসকরা। অভিযোগ পেতেই স্বাস্থ্য ভবনের নির্দেশে ৭ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করে তদন্ত শুরু করেছে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ।

বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজের চেস্ট মেডিসিন বিভাগের প্রধান অভিজিৎ মণ্ডলের বিরুদ্ধে চিকিৎসা পরিষেবা সংক্রান্ত অভিযোগ দীর্ঘদিনের। মেডিক্যাল কলেজের জুনিয়ার চিকিৎসকদের অভিযোগ, বিভাগীয় প্রধানের অধীনে শ'য়ে শ'য়ে রোগী হাসপাতালের ওই বিভাগে ভর্তি হলেও, তিনি নিজে কোনও দিন ইনডোর ওয়ার্ডে চিকিৎসা পরিসেবা দেন না। বিভাগের জুনিয়ার চিকিৎসকদেরও পরিসেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে ওই বিভাগীয় প্রধান বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন। জুনিয়ার চিকিৎসকদের দাবি, এরফলে একদিকে যেমন রোগী পরিসেবা বিঘ্নিত হচ্ছে, তেমনই জুনিয়ার চিকিৎসকেরা চিকিৎসা পদ্ধতি শিখতে পারছেন না। বিষয়টি নিয়ে তাঁরা লিখিতভাবে স্বাস্থ্য ভবন ও ডাইরেক্টর অফ মেডিক্যাল এডুকেশনকে জানান। আর তারপর থেকেই অভিজিৎ মণ্ডল জুনিয়ার চিকিৎসকদের ভবিষ্যত জীবন নষ্ট করে দেওয়ার হুমকি দিতে শুরু করেন বলে অভিযোগ। বাদ যাননি মহিলা পড়ুয়ারাও। জুনিয়ার চিকিৎসকদের দাবি, হুমকির পাশাপাশি তাঁদের বিভিন্নভাবে হেনস্থাও করছেন ওই বিভাগীয় প্রধান। শেষ পর্যন্ত ওই হুমকি ও বিভাগীয় প্রধানের কার্যকলাপ নিয়ে ভীত সন্ত্রস্ত বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজের জুনিয়ার চিকিৎসকরা স্বাস্থ্য ভবনে ও ডিএমই-র কাছে অভিযোগ জানান। তাঁরা এই সম্পর্কে একটি খোলা চিঠিও দেন। জুনিয়ার চিকিৎসকদের সেই খোলা চিঠি সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়ে যায়। এদিকে জুনিয়ার চিকিৎসকদের এই অভিযোগ পেতেই তড়িঘড়ি তদন্ত কমিটি গঠন করে তদন্ত করে রিপোর্ট পাঠানোর নির্দেশ দেয় স্বাস্থ্য ভবন। স্বাস্থ্য ভবনের নির্দেশ পাওয়ার পর হাসপাতাল সুপার অর্পণ কুমার গোস্বামীকে আহ্বায়ক করে ৭ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করে তদন্ত শুরু করেছে কমিটি। জুনিয়ার চিকিৎসকদের দাবি, বিভাগীয় প্রধান থাকার সুবাদে অভিযুক্ত চিকিৎসক তদন্ত কমিটিকেও প্রভাবিত করার চেষ্টা করছেন। তাঁর ভয়ে কমিটিকে সঠিক তথ্য দিতেও পারছেন না জুনিয়ার চিকিৎসকরা। অবিলম্বে অভিযুক্ত চিকিৎসককে বিভাগীয় প্রধান পদ থেকে সরিয়ে তারপর তদন্ত করার আর্জি জানিয়েছেন তাঁরা। হাসপাতালের সুপার তথা তদন্ত কমিটির আহ্বায়কের দাবি, অভিযোগের প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্ট স্বাস্থ্য ভবনে পাঠানো হয়েছে। দ্রুত সব দিক খতিয়ে দেখে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত রিপোর্ট পাঠানো হবে।

সন্দেশখালি জালনোট-কাণ্ডে ভিন রাজ্যে ধৃত আরও এক

নিজস্ব প্রতিবেদন, সন্দেশখালি: সন্দেশখালির জালনোট-কাণ্ডে মহারাষ্ট্র থেকে গ্রেপ্তরা আরও এক। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত ব্যক্তির নাম অভিষেক তিওয়ারি। তাকে মহারাষ্ট্রের নাগপুর থেকে গ্রেপ্তার করেছে সন্দেশখালি থানার পুলিশ। এই নিয়ে সন্দেশখালির জালনোট-কাণ্ডে মোট চার জনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। পুলিশের অনুমান, এই ঘটনার সঙ্গে আরও অনেকেই জড়িত। তাদের খোঁজেও তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমা সন্দেশখালির ধামাখালির একটি গেস্ট হাউস থেকে প্রায় দশ কোটি জাল নোট উদ্ধার হওয়ার ঘটনায়, সন্দেশখালি থানার পুলিশ আগে এক মহিলা-সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছিল। তাদেরকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ করে সন্দেশখালি থানার পুলিশ নতুন করে এই অভিষেক তিওয়ারিকে গ্রেপ্তার করল। তদন্তকারী আধিকারিকগের প্রাথমিক অনুমান, ভিন রাজ্য থেকে এই জালনোট টাকা ছাপিয়ে এই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে দেওয়া হতো।

সিপিএমের জেলা সম্মেলনে 'বাধা', বাম কার্যালয়ে 'হামলা' তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: রাজ্যে ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটের আগেই সবুজ সন্ত্রাসের রাজত্বের অভিযোগ। চাপা সবুজ ত্রাস আরামবাগের গৌরহাটি এক নম্বর অঞ্চলের খালড় বাজার এলাকায়। রাতের অন্ধকারে সিপিএমের সম্মেলনের জন্য টাঙানো দলীয় পতাকা, ব্যানার ছিঁড়ে ফেলার পাশাপাশি সিপিএমের পার্টি অফিসে হামলার অভিযোগ উঠল। অভিযোগের তীর শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। একদা বামেদের শক্তঘাঁটি আরামবাগে থাবা বসিয়েছিল তৃণমূল। তারপর ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে আরামবাগ লোকসভার চারটি বিধানসভা এখন বিজেপির দখলে। তৃণমূল বর্তমানে ২০২৪ সালের আরামবাগ লোকসভা ভোটে জিতলেও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ও দুর্নীতি ইস্যুতে অনেকটাই ব্যাকফুটে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহল। এই পরিস্থিতিতে সিপিএম আবারও মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। সংগঠন ঢেলে সাজিয়ে অঞ্চলে অঞ্চলে সিপিএম সম্মেলন করতে শুরু করেছে। গৌরহাটি এক নম্বর অঞ্চলের খালড় বাসস্ট্যান্ডে রবিবার বামেদের সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এই সম্মেলন বানচাল করার জন্য তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা শনিবার রাতের অন্ধকারে সিপিএমের পার্টি অফিসে তাণ্ডব চালায় এবং দলীয় পতাকা ছিঁড়ে ফেলা হয় বলে অভিযোগ। প্রসঙ্গত, 'সন্ত্রাসের রাজত্ব' বলতে ফরাসি বিপ্লবের সময়ে ফ্রান্সে ব্যাপক ভীতি ও আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। ঠিক একইভাবে রাজ্যের বিরোধীদের অভিযোগ, তৃণমূল সরকার ক্ষমতা ধরে রাখতে রাজ্যে ভয় ভীতি ও আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করে সবুজ সন্ত্রাসের রাজত্ব করছে। বিরোধীদের কর্মসূচি করতে বাঁধার সৃষ্টি করছে। এই বিষয়ে বাম নেতা পুর্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায়, সুশান্ত চক্রবর্তীরা বলেন, 'রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতীরা সিপিএমের পতাকা ছিঁড়ে ফেলে দিলেও মূলত এরা তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতী ছিল। বিরোধীদের ভয় ভীতি দেখিয়ে চুপ করিয়ে দিতে চাইছে। তবে তৃণমূলের সন্ত্রাসকে উপেক্ষা করে ওই জায়গায় সম্মেলন হবে।' অপরদিকে, গৌরহাটি এক নম্বর অঞ্চলের তৃণমূল সভাপতি বাবর আলি খাঁ বলেন, 'এই ঘটনার সঙ্গে তৃণমূলের কোনও যোগ নেই। সিপিএম ও বিজেপি ভাই ভাই। এই দুই ভাইয়ের মধ্যে খাওয়া-খাইর দ্বন্দ্ব। আমাদের শান্ত এলাকাকে অশান্ত করছে সিপিএম ও বিজেপি।' সবমিলিয়ে এই ঘটনায় গৌরহাটি এক নম্বর অঞ্চলে চরম রাজনৈতিক উত্তেজনা।

সব জেলায় সিএএ ক্যাম্প হবে: শান্তনু ঠাকুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঠাকুরনগর: জেলায় জেলায় সিএএ নিয়ে ক্যাম্প করবে মতুয়া মহাসংঘ জানালেন শান্তনু ঠাকুর। সিএএ নিয়ে মতুয়াদের বিভ্রান্তি দূর করতে মতুয়া প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠক করলে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। এদিন ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়িতে মতুয়া ছাত্র যুবর পক্ষ থেকে একটি সম্মেলন করা হয়। সম্মেলন শেষে মতুয়া প্রতিনধিদের নিয়ে একটি বৈঠক করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা মতুয়া ধর্মগুরু শান্তনু ঠাকুর। শান্তনু জানান, আগামী দিনে মানুষ কি ভাবে সিএএ তে আবেদন করবে তার জন্য একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। আগামী দিনে জেলায় জেলায় সিএএ নিয়ে ক্যাম্প হবে। সেই ক্যাম্প থেকে সিএএ-তে আবেদন করা হবে। যাতে দ্রুত থেকে দ্রুত মানুষের সমস্যা দূর করা যায়।

সিএএ শিবিরকে কটাক্ষ নারায়ণ গোস্বামীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, অশোকনগর: সিএএ-এর শিবির নিয়ে নতুন 'ঢপের চপ' মন্তব্য অশোকনগরের বিধায়ক তথা উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী। তিনি বলেন, 'জেলাশাসকের উদ্যোগে পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এই ক্যাম্প বন্ধ করার জন্য। এটা মানুষকে বিভ্রান্ত করার একটা সুকৌশল প্রতারণা। ভারতীয় জনতা পার্টির যিনি বিরোধী দলনেতা রয়েছেন বাগদা এলাকায় তিনি মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছেন মিথ্যে আশ্বস্ত করছেন। জেলাশাসক, এসপি বনগাঁকে এই শিবির বন্ধ করবার জন্য বলেছেন এটা আমি জেলাশাসকের মুখ থেকে শুনেছি। সামনে ভোট আসছে তার জন্যই মতুয়া সম্প্রদায় মানুষকে বোকা বানানোর কাজ চলছে। বাংলা, বাঙালি গোটা দেশের আক্রোশ বিজেপির প্রতি পড়ছে এটা তারা বুঝতে পারছেন। তাই আর একটা নতুন ঢপের চপ দিয়ে সেটাকে মেরামতি করবার চেষ্টা করছেন।'

স্ত্রীর বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কে সন্দেহের জের

সন্তানকে খুনের দায় স্বীকার বাঁকুড়ার দম্পতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: তিন দিন পর অবশেষে পুলিশি জেরায় নিজের সন্তানকে খুনের দায় স্বীকার করলেন বাঁকুড়ার দম্পতি। ঘুমন্ত অবস্থায় শিশুর মুখে বালিশ চাপা দিয়ে তাকে খুন করার কথা জেরায় স্বীকার করেছেন ওই দম্পতি। স্ত্রীর বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক থাকার সন্দেহ এবং তাঁকে ঘিরে দাম্পত্য কলহের জেরেই এই খুন বলে প্রাথমিক তদন্তে অনুমান পুলিশের। গত বুধবার রাতে বাঁকুড়া সদর থানার বগা গ্রামে নিজের ঘরের মেঝেতে বিছানা পেতে তিন শিশু সন্তানকে নিয়ে শুয়েছিলেন পেশায় দিনমজুর প্রশান্ত বাউরি ও তাঁর স্ত্রী মুন্নি বাউরি। বৃহস্পতিবার সকালে উঠে তাঁরা দেখেন অন্য দুই সন্তান বিছানায় ঘুমন্ত অবস্থায় থাকলেও নিখোঁজ হয়ে গেছে দেড় বছরের কন্যা সন্তান। বিষয়টি নিয়ে জানাজানি হতেই তড়িঘড়ি তদন্তে নামে পুলিশ। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে শনিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রায় আড়াই দিন ধরে গ্রামের প্রায় আড়াই কিলোমিটার ব্যাসার্ধের এলাকা জুড়ে নিখোঁজ শিশুর সন্ধানে লাগাতার চিরুনি তল্লাশি চালায় পুলিশ। পুলিশের জেরার মুখে অসংলগ্ন কথাবার্তা বলতে থাকায় নিখোঁজ শিশুর বাবা ও মা'র ওপর সন্দেহ বাড়তে থাকে পুলিশের। অবশেষে শনিবার দুপুরে পুলিশের জেরার মুখে ভেঙে পড়েন ওই দম্পতি। পরে তাঁদের বাড়ি থেকে প্রায় ৭০০ মিটার দূরে দম্পতির দেখানো ঝোপঝাড়ে ঢাকা একটি জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে বেশ কিছু হাড়গোড় উদ্ধার করে পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, ওই হাড়গোড়গুলি নিখোঁজ শিশুটিরই। ঘটনার কারণ জানতে দফায় দফায় ওই দম্পতিকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে পুলিশ। সূত্রের খবর জেরায় পুলিশ জানতে পেরেছে, স্ত্রী মুন্নি বাউরির বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক রয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই এমন সন্দেহ ছিল স্বামী প্রশান্ত বাউরির। সেই সন্দেহের জেরে দু'জনের মধ্যে কলহ লেগেই ছিল। তার জেরে স্ত্রীর সঙ্গে প্রায় চার বছর ধরে শারিরীক সম্পর্ক ছিলনা বলে দাবি স্বামী প্রশান্ত বাউরির। বছর আড়াই আগে মুন্নির গর্ভে সন্তান এলে সন্দেহ আরও তীব্র হয়। স্বামী প্রশান্ত স্ত্রী'র গর্ভপাত করানোর চেষ্টা করেও বিফল হয়। পরিবর্তীতে ওই সন্তান প্রসব হলে, তাঁকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা ফাঁদতে শুরু করে। বুধবার রাতে স্ত্রী ঘুমিয়ে পড়লে মদ্যপ অবস্থায় দেড় বছরের কন্যা শিশুর মুখে বালিশ চাপা দিয়ে শ্বাসরোধ করে খুন করেন প্রশান্ত। এইসময় স্ত্রী জেগে যায়। এরপর ভোরের দিকে সন্তানের মৃতদেহ নিয়ে প্রশান্ত বাড়ি থেকে প্রায় ৭০০ মিটার দূরে একটি পুকুরের পাড়ে ঝোপের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ফেলে দেন। পরে প্রশান্ত বাড়ি ফিরে এলে শিশু নিখোঁজের গল্প ফেঁদে বসে। স্বামীকে বাঁচাতে সেই গল্পেই সায় দেন স্ত্রী মুন্নি। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত দম্পতিকে হেফাজতে নিয়ে গোটা ঘটনার রিকনস্ট্রাকশান করা হবে। একই সঙ্গে সন্তানকে খুনের পিছনে আসল কারণ কী তা জানার চেষ্টা করা হবে। অন্যদিকে ঘটনার কথা জানা নেই বলে দাবি করেছেন ওই দম্পতির পরিজনেরা।

সামশেরগঞ্জের শিবপুরে ফের ভাঙন, সিঁদুরে মেঘ দেখছেন গ্রামের মানুষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, সামশেরগঞ্জ: গঙ্গায় জলস্তর বৃদ্ধি পেতেই সামশেরগঞ্জের শিবপুরে ফের ভাঙন শুরু হয়েছে। শনিবার রাত থেকে ভাঙন আতঙ্ক ছড়াতে শুরু করেছে গ্রামে গ্রামে। ওই এলাকার যাতায়াতের পিচ রাস্তার একাংশ ইতিমধ্যে নদীগর্ভে তলিয়ে গিয়েছে। রাস্তার পাশেই রয়েছে একাধিক পাকাবাড়ি। তারমধ্যে বেশ কয়েকটি পাকাবাড়ি নদীর কিনারায় ঝুলছে। সেগুলি তলিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। এমন অবস্থায় প্রাণ বাঁচাতে ঘর ছেড়ে অন্যত্র পালাচ্ছেন এলাকাবাসী। সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন শেষ সম্বলটুকু। সামশেরগঞ্জের বিডিও সুজিতচন্দ্র লোধ বলেন, 'রাস্তার একটি অংশ তলিয়ে গিয়েছে। এলাকাবাসীকে সতর্ক করা হয়েছে। নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যেতে বলা হয়েছে। কিছু পরিবারকে ত্রাণ সামগ্রীও দেওয়া হয়েছে। জরুরি ভিত্তিতে বালির বস্তা ফেলে ভাঙন রোধের কাজও শুরু করেছে সেচ দপ্তর।' গত কয়েকদিনে সামশেরগঞ্জে গঙ্গায় কয়েক ফুট জলস্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। জলস্তর প্রায় বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইছে। নদীতে জল বাড়তেই সিঁদুরে মেঘ দেখেন এলাকাবাসীরা। সপ্তাহ খানেক আগেই লোহরপুরে আচমকাই নদীর পাড়ে ধস নামে। তখন থেকেই ভাঙনের আতঙ্ক ছড়ায়। গত দু'দিনে নদীর জলস্তর আরও কিছুটা বাড়তেই ভাঙন শুরু হয়। কয়েক মিটার পিচ রাস্তা নদীতে তলিয়ে যায়। গ্রামীণ এলাকায় যাওয়ার একমাত্র রাস্তাটির উত্তর দিকের কয়েক মিটার অংশ বছর দু'য়েক আগেই নদী গর্ভে তলিয়ে গিয়েছে। ওই রাস্তা দিয়েই এলাকার মানুষ যাতায়াত করে। রাস্তার বিপরীত প্রান্তে রয়েছে প্রায় শতাধিক কাঁচা-পাকা বাড়ি। রাস্তাটি নদীতে চলে যাওয়ায় কয়েকটি পাকাবাড়ির দেওয়াল নদীর কিনারায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। কয়েকটি পাকাবাড়ি তলিয়ে যাওয়ায় শুধু সময়ের অপেক্ষা। আতঙ্কে ঘরের আসবাবপত্র অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা। স্থানীয় বাসিন্দা হামিদ শেখ বলেন, 'যে কোনও মুহূর্তে বাড়িঘর তলিয়ে যেতে পারে। এই অবস্থায় ছোট বাচ্চা নিয়ে ঘরে কীভাবে থাকব? আপাতত কোনও আত্মীয়ের বাড়িতে যাব। নদীর পাড় বাঁধিয়ে স্থায়ী সমাধান করুক প্রশাসন। না হলে গোটা গ্রামটিই তলিয়ে যাবে।' শিবপুরের বাসিন্দা আলম শেখ বলেন, দু'বছর আগের স্মৃতি এখনও টাটকা। তখনই প্রশাসন স্থায়ী সমাধানের আশ্বাস দিয়েছিল। কিন্তু আজও সে কাজ হয়নি। বালির বস্তা দিয়ে তাপ্পি দেওয়া হচ্ছে। প্রসঙ্গত, বিগত দু'বছর আগে শিবপুরে ব্যাপক ভাঙন দেখা দেয়। প্রায় শতাধিক কাঁচা-পাকা বাড়ি, গাছপালা-সহ জমি নদীতে তলিয়ে গিয়েছিল। সেই স্মৃতি নতুন করে ফিরে আসছে। সিঁদুরে মেঘ দেখছেন স্থানীয় মানুষ।

কর্মসূচির টাকা নিয়ে অশান্তি বরদাস্ত নয়: নির্মল মাজি

নিজস্ব প্রতিবেদন, আমতা: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণা করা 'আমার পাড়ায়, আমার সমাধান' শীর্ষক কর্মসূচিতে মুখ্যমন্ত্রী নিজেই ১০ লক্ষ টাকা দেওয়ার ঘোষণা করেছেন। আর সেই টাকা কীভাবে খরচ করা হবে, তার একটা সুনির্দিষ্ট রূপরেখা তৈরির দরকার বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। কিন্তু পাড়ার মানুষ, পাড়ায় বসে সেই টাকা কীভাবে, কোন খাতে ব্যবহার করবেন, এই নিয়ে কোনও সমস্যা বরদাস্ত করা হবে না বলে জানান উলুবেড়িয়া উত্তর কেন্দ্রের বিধায়ক ডাঃ নির্মল মাজি। রবিবার ভিন রাজ্যে বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের বাংলাদেশি তকমা দিয়ে হেনস্থার প্রতিবাদে আমতায় এক মিছিলে অংশ নিয়ে তিনি এই কথা জানান। তবে এদিন আমতা এক নং বিডিও অফিস সংলগ্ন এলাকায় বর্ষায় জমে থাকা জলকে পাশ কাটিয়ে মিছিল পুরো আমতা শহর পরিক্রমা করে। এদিনের মিছিলে উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়া উত্তর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিমল দাস, আমতা এক পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ শুভজিৎ সাহা, উলুবেড়িয়া উত্তরের তৃণমূল নেতা শেখ ইলিয়াস প্রমুখ।

বাঁকুড়ায় রাজ্য সরকারি ইটভাটা বন্ধ, সংকটে পড়ে ভিন রাজ্যই ভরসা শ্রমিকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়ায় রাজ্য সরকারি ইট তৈরির কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চরম সংকটে পড়েছেন সেই কারখানার কাজ হারানো ৪০টি পরিবার। তঁরা চরম অর্থিক সঙ্কটে পড়ে ফের ভিন রাজ্যে কাজের খোঁজে যাওয়ার কথা ভাবছেন। প্রায় তিন বছর তাঁরা কর্মহারা। দিনমজুরের কাজও নিয়মিত পাচ্ছেন না। অনাহার বা অর্ধাহারে তাঁদের দিন কাটাতে হচ্ছে। হতাশায় ভুগছেন তাঁরা। একশো দিনের প্রকল্পে কেন্দ্র থেকে টাকা আসা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ইট তৈরি বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

শ্রমিকরা কাজ হারিয়েছেন। একশো দিনের প্রকল্পে টাকা কবে আসবে, আদৌ আসবে কিনা? তা অনিশ্চিত। তাই সমস্যা জটিল হয়েছে। এনিয়ে ইতিমধ্যেই বাঁকুড়ায় রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে শাসক ও বিরোধী দলের। এ প্রেক্ষিতে উল্লেখ্য, গত ২০১৫ সালে একশো দিনের কাজ প্রকল্পে বাঁকুড়ার কেঞ্জাকুড়ায় ডিভিসির পরিত্যক্ত ছাই দিয়ে ইট তৈরির কাজ শুরু হয় সরকারিভাবে। এই উদ্যোগ চালু হওয়ার পর রাজ্য পঞ্চায়েত দপ্তরের তৎকালীন কমিশনার দিব্যেন্দু সরকার বলেছিলেন, 'বাঁকুড়া গোটা রাজ্যকে পথ দেখাচ্ছে।' তিনি নিশ্চিত ছিলেন, ইট ভাটা তৈরির যে প্রকল্প বাঁকুড়ায় শুরু হয়েছে, তার সাফল্য দেখে আগামী দিনে অন্যান্য জেলাগুলিও এই প্রকল্প গড়তে এগিয়ে আসবে। বাঁকুড়া ১ ব্লকের কেঞ্জাকুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পচিরডাঙা এলাকায় প্রায় ৫ বিঘা জমির ওপর ছাই-ইট তৈরির কারখানা চালু হয়েছিল। একশো দিনের কাজের প্রকল্প ও কেঞ্জাকুড়া গ্রাম পঞ্চায়েত যৌথভাবে এই কাজে নেমেছিল। এই কারখানায় ৪০টি পরিবার কাজে যুক্ত হয়েছিল। শ্রমিকদের একশো দিনের প্রকল্পে মজুরি ও ইট বিক্রির লভ্যাংশেরও একটা ভাগ দেওয়া হতো। সেই সময় এই কারখানায় বছরে ৩৬ লক্ষ ইট তৈরি হতো। এই প্রতি ইটের দাম প্রাথমিকভাবে ৪ টাকা করে রাখা হয়েছিল। এই করখানায় উৎপন্ন ইটের অর্ধেক অংশ একশো দিনের প্রকল্পের বিভিন্ন কাজে বিনামূল্যে নেওয়া হবে। বাকি অর্ধেক ইট বাজারে বিক্রি করা হবে। ইট বিক্রি করে যে লভ্যাংশ উঠে আসবে তার ৭৫ শতাংশ শ্রমিকদের স্যোসাইটির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা পড়বে। প্রত্যেকটি শ্রমিক পরিবার সমানভাবে সেই টাকার ভাগ পাবেন। বাকি ২৫ শতাংশ লভ্যাংশের টাকা চলে যাবে গ্রাম পঞ্চায়েতের তহবিলে। বাঁকুড়া ১ তৎকালীন বিডিও সুপ্রভাত চট্টোপাধ্যায়ের জানিয়েছিলেন, তারা হিসেব করে দেখেছেন ইট ভাটার সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেকটি পরিবার বছরে অন্তত ৭০ হাজার টাকা লভ্যাংশ থেকে পেতে পারেন। অন্যদিকে কার্তিক বাউরি, সোনালি বাউরি ও বিশ্বনাথ বাউরি-সহ এই ইটভাটার কর্মহারা শ্রমিকেরা বলেন, 'প্রথম থেকেই তারা ইট ভাটার কাজে যুক্ত ছিলেন। গত ২০১৫ সালে ইট কারখানাটি চালু হয়। তখন ভেবেছিলেন সব কিছু ঠিকঠাক চললে সংসার চালানোর ভাবনা থাকবে না। কিন্তু ৫ বছর চলার পর তা প্রায় ৩ বছর আগে বন্ধ হয়ে গেছে।' পেটের ধান্দায় তাই পুবে খাটতে যাওয়ার কথা ভাবছেন তাঁরা।

এপ্রসঙ্গে বাঁকুড়ার বিজেপি বিধনায়ক নীলাদ্রি শেখর দানা জানান, 'মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়ন সব ধাপ্পা। ১০০ দিনের প্রকল্পের লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে এই প্রকল্প তৈরি করা হয়েছিল। এভাবে রাজ্যে একের পর এক কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। অথচ ঢাক পেটানো হচ্ছে। কেঞ্জাকুড়ার পচিরডাঙা এলাকায় এই ইট তৈরি প্রকল্প গড়ে তোলার পর জেলা প্রশাসন ও রাজ্য সরকার বাঁকুড়া ১ ব্লকের আঁধারথোল ও জগদল্লা ২ গ্রাম পঞ্চায়েত, গঙ্গাজলঘাটির লটিয়াবনি গ্রাম পঞ্চায়েত, ছাতনার ঝুঁজকা ও শালডিহা গ্রাম পঞ্চায়েতে, পাত্রসায়র, রাইপুর, ইন্দাস ও ওন্দা ব্লকেও ছাই-ইট তৈরির কারখানা গড়ার কথা প্রচার শুরু করে দেওয়া হয়। প্রথমটাই রক্ষা করতে পারল না রাজ্য সরকার। তাই কাজের খোঁজে ভিন রাজ্যে যেতে হচ্ছে।' বাঁকুড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি অনসূয়া রায় বলেন, '১০০ দিনের প্রকল্পে স্থায়ি সম্পদ তৈরির কথা বলেছিল কেন্দ্র। তাই এই প্রকল্প গড়ে তোলা হয়েছিল। আমি গ্রাম প্রধান থাকাকালীন এই প্রকল্পে পার্ক ও রাস্তা গড়ে তুলেছিলাম। সেগুলি রক্ষণাবেক্ষণ ওই প্রকল্পেরই দায়িত্ব।' একশো দিনের কাজ প্রকল্পের তৎকালিন জেলা আধিকারিক বাবুলাল মাহাতো বলেছিলেন, মাটির ইটের চেয়ে ছাই দিয়ে তৈরি এই ইট অনেক বেশি শক্ত-পোক্ত। আগামী দিনে এই ইটের চাহিদা আরও বাড়বে জেলায়। মাটির ইটের তুলনায় ছাই ইটের দামও কিছুটা কম। কাজেই বাজার ধরতে বিশেষ একটা অসুবিধা হবে না। এই প্রকল্পের কর্মীরা স্থায়ী কাজ পাবেন। তাদের বক্তব্য এই প্রতিশ্রুতিতে তারা ভিন রাজ্যে কাজে না গিয়ে এই প্রকল্পে যুক্ত হন। সেটাই তাদের ভুল হয়েছিল। রাজ্য সরকার চাইলে এই প্রকল্প বাঁচাতে পারত। শ্রমিকদের বক্তব্য, ইটভাটার কাজ পরিচালনার জন্য বিডিওর নেতৃত্বে একটি কমিটি গড়া হয়েছে। কমিটিতে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিনিধি, শ্রমিকদের নিয়ে গড়া স্বনির্ভর দলের কয়েক জন সদস্য ও জেলাশাসকের প্রতিনিধিরা ছিলেন। তারাও স্থায়ী কাজের কথা বলেছিলেন। গ্রাম পঞ্চায়েতের তহবিল থেকে ইট তৈরির মেশিনের দাম, বিদ্যুৎ খরচ ও কারখানায় পানীয় জলের ব্যবস্থার জন্য খরচের টাকা দেওয়া হয়েছিল। ইট ভাটা চালু করার জন্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের ছাড়পত্রও নেওয়া হয়েছিল। তাই ভেবেছিলেন হয়তো দুঃখের অবসান ঘটল। তৎকালিন জেলাশাসক বিজয় ভারতী বলেছিলেন,দু'ভাবেই প্রকল্পের লাভ পাওয়া যাবে। একদিকে এখানকার ইট একশো দিনের প্রকল্পের বিভিন্ন নির্মাণ কাজে ব্যবহার হবে বিনামূল্যে। অন্যদিকে এলাকার অর্থনীতিও বদলে যাবে। কিন্তু ৫ বছরের মধ্যেই যেসব স্বপ্ন শেষ হয়ে যাবে তাঁরা বুঝতে পারেনি।

শেয়ার হারানোর বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, আমি **নিখিলেশ মিশ্র** হিমাদ্রি স্পেশালিটি কেমিক্যাল লিমিটেড (পূর্বতন হিমাদ্রি কেমিক্যালস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড নামে পরিচিত) এর নিম্নলিখিত শেয়ার সার্টিফিকেটটি হারিয়ে ফেলেছি এবং কোম্পানিকে এর ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যু করার জন্য আবেদন করছি।

ফোলিও নং।	সার্টিফিকেট নং।	স্বতন্ত্র নং।		শেয়ার সংখ্যা।
		থেকে	পর্যন্ত	
M/০৩৫৭০	৭৪২৮	৩৮১৪৫০৬২১	৩৮১৪৫১৮৯০	১২৭০

জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, উপরোক্ত শেয়ার সার্টিফিকেটগুলি কোনোভাবে ক্রয় বা লেনদেন করা থেকে বিরত থাকুন এবং এই শেয়ারগুলির বিষয়ে যদি কোনো ব্যক্তির কোনো দাবি থাকে, তবে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ২১ দিনের মধ্যে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস, ঠিকানা- ফরচুনা টাওয়ার, ২৩এ, নেতাজি সুভাষ রোড, ৮ম ফ্লোর, স্যুট নং ১৫, কলকাতা - ৭০০ ০০১ এ সেই দাবি জমা দিতে হবে।

স্থান: **কলকাতা**

তারিখ: **২৮.০৭.২০২৫** নিখিলেশ মিশ্র

মানাকসিয়া অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানি লিমিটেড

কর্পোরেট আইডেন্টিটি নাম্বার: L27100WB2010PLC144405

রেজিস্টার্ড অফিস: ৮/১ লাল বাজার স্ট্রীট, বিকানের বিল্ডিং, ৩য় ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০০০১

ই-মেল: info@maicoindia.co.in, ওয়েবসাইট: www.manaksiaaluminium.com

ফোন: +৯১-৩৩-২২৪৩ ৫০৫৩ / ৫০৫৪

ফিজিক্যাল শেয়ার পুনরায় দাখিল অনুরোধে হস্তান্তরের জন্য বিশেষ উইন্ডো সংক্রান্ত নোটিশ

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, সেবি সার্কুলার SEBI/ HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 তারিখ ২ জুলাই, ২০২৫ অনুযায়ী, ট্রান্সফার ডিডগুলি পুনরায় জমা দেওয়ার জন্য ৭ জুলাই, ২০২৫ থেকে ৮ জানুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য একটি বিশেষ উইন্ডো খোলা হয়েছে।

এই বিশেষ উইন্ডো ১ এপ্রিল, ২০১৯ এর আগে জমা দেওয়া ট্রান্সফার ডিড গুলির জন্য প্রযোজ্য, যা নথিপত্র বা প্রক্রিয়াকরণের ত্রুটির কারণে বাতিল বা ফেরত দেওয়া হয়েছিল এবং যা এই ধরনের ট্রান্সফার ডিড গুলি পুনরায় জমা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত কাট অফ তারিখ, অর্থাৎ ৩১ মার্চ, ২০২১ (সময়সীমা), এর মধ্যে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ পুনরায় জমা দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। সেই অনুযায়ী, যোগ্য শেয়ারহোল্ডারদের এই বিশেষ সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ এই ধরনের ডিড গুলি কোম্পানির আর.টি.এ. অর্থাৎ মাহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩, আর.এন. মুখার্জি রোড, ৫ম ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০১ (পশ্চিমবঙ্গ), টেলি.: ০৩৩-২২৪৮ ২২৪৮ এবং ই-মেল আইডি: mdpidc@yahoo.com -এ পুনরায় জমা দিতে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, হস্তান্তরের জন্য পুনরায় জমা দেওয়া শেয়ারগুলি শুধুমাত্র ডিম্যাট মোডে প্রক্রিয়া করা হবে।

সার্কুলারের একটি অনুলিপি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.manaksiaaluminium.com -এও উপলব্ধ রয়েছে।

মানাকসিয়া অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানি লিমিটেডের পক্ষে

বিবেক জৈন

কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার

M.No. A34946

তারিখ: ২৮.০৭.২০২৫

স্থান: কলকাতা

মানাকসিয়া কোটেড মেটালস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

কর্পোরেট আইডেন্টিটি নাম্বার: L27100WB2010PLC144409

রেজিস্টার্ড অফিস: ৮/১ লাল বাজার স্ট্রীট, বিকানের বিল্ডিং, ৩য় ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০০০১

ফোন: +৯১-৩৩-২২৪৩ ৫০৫৩

ই-মেল: info@mcmil.in, ওয়েবসাইট: www.manaksiacoatedmetals.com

ফিজিক্যাল শেয়ার পুনরায় দাখিল অনুরোধে হস্তান্তরের জন্য বিশেষ উইন্ডো সংক্রান্ত নোটিশ

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, সেবি সার্কুলার SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 তারিখ ২ জুলাই, ২০২৫ অনুযায়ী, ট্রান্সফার ডিডগুলি পুনরায় জমা দেওয়ার জন্য ৭ জুলাই, ২০২৫ থেকে ৬ জানুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য একটি বিশেষ উইন্ডো খোলা হয়েছে।

এই বিশেষ উইন্ডো ১ এপ্রিল, ২০১৯ এর আগে জমা দেওয়া ট্রান্সফার ডিড গুলির জন্য প্রযোজ্য, যা নথিপত্র বা প্রক্রিয়াকরণের ত্রুটির কারণে বাতিল বা ফেরত দেওয়া হয়েছিল এবং যা এই ধরনের ট্রান্সফার ডিডগুলি পুনরায় জমা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত কাট অফ তারিখ, অর্থাৎ ৩১ মার্চ, ২০২১ (সময়সীমা), এর মধ্যে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ পুনরায় জমা দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। সেই অনুযায়ী, যোগ্য শেয়ারহোল্ডারদের এই বিশেষ সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ এই ধরনের ডিড গুলি কোম্পানির আর.টি.এ. অর্থাৎ মাহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩, আর.এন. মুখার্জি রোড, ৫ম ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০১ (পশ্চিমবঙ্গ), টেলি.: ০৩৩-২২৪৮ ২২৪৮ এবং ই-মেল আইডি: mdpidc@yahoo.com -এ পুনরায় জমা দিতে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, হস্তান্তরের জন্য পুনরায় জমা দেওয়া শেয়ারগুলি শুধুমাত্র ডিম্যাট মোডে প্রক্রিয়া করা হবে।

মানাকসিয়া কোটেড মেটালস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের পক্ষে

স্বা/-

শ্রুতি আগরওয়াল

কোম্পানি সেক্রেটারি

মেম্বারশিপ নং F12124

তারিখ: ২৫.০৭.২০২৫

স্থান: কলকাতা

ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্ক্রাপসি কোড, ২০১৬ -এর অধীনে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

প্রেডিকেট কনসালট্যান্টস প্রাইভেট লিমিটেড (ইন লিকুইডেশন)

CIN: U93000WB2014PTC202244

রেজিস্টার্ড অফিস: ১২এ নেতাজি সুভাষ রোড মেজানাইন ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত (মহামান্য এনসিএলটি, কলকাতা বেঞ্চ কর্তৃক ২৬ জুন ২০২৩ তারিখে প্রদত্ত আদেশ অনুযায়ী লিকুইডেশন প্রক্রিয়ায় থাকা একটি সংস্থা)

প্রেডিকেট কনসালট্যান্টস প্রাইভেট লিমিটেড ("**পিসিপিএল**"বা "**কর্পোরেট ডেটর**") বর্তমানে ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্ক্রাপসি কোড, ২০১৬ ("**আইবিসি**") -এর বিধান অনুসারে লিকুইডেশন প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে। কলকাতা বেঞ্চের মাননীয় ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইব্যুনালের ২৬ জুন ২০২৩ তারিখের আদেশ অনুসারে এই প্রক্রিয়া চলছে এবং শ্রী রীতেশ আগরওয়ালকে -এর লিকুইডেটর হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।

এই মর্মে জানানো যাচ্ছে যে, আইবিসি এবং তার অধীনে প্রণীত বিধিমালার আওতায়, আইবিবিআই (লিকুইডেশন প্রসেস) প্রবিধান, ২০১৬ এর বিধি ৩১এ অনুসারে গঠিত স্টেকহোল্ডারস কনসালটেশন কমিটির পরামর্শ ও সুপারিশের ভিত্তিতে এই বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। আগ্রহী দরদাতাদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত সম্পদের ই-নিলামে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে আগ্রহ প্রকাশের আবেদনপত্র (**ইওআই**), বিড আবেদনপত্র এবং সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্ট ও সংযুক্তিসমূহ আহ্বান করা হচ্ছে। বিক্রয়টি পিসমিল ভিত্তিতে '**যেখানে যেমন আছে ভিত্তিতে**', '**যেমন আছে তেমন আছে ভিত্তিতে**', '**যা কিছু আছে ভিত্তিতে**' এবং '**রিকোর্স ব্যতীত ভিত্তিতে**' পরিচালিত হবে। ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথিতে বর্ণিত শর্তাবলী অনুযায়ী যা **https://baanknet.com/** -এ উপলব্ধ। ই-নিলাম ব্যাঙ্কনেট নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নিচে বর্ণিত বিবরণ অনুযায়ী পরিচালিত হবে এবং তার বিশদ বিবরণ নিচে প্রদান করা হল:

কর্পোরেট ডেটরের সম্পত্তিগুলির ই-নিলামের মাধ্যমে বিক্রয় ১১ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে দুপুর ১২:০০টা থেকে বিকাল ৫:০০ টা আইএসটি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে

(ক) সিডির ধাপে ধাপে বিক্রি (ব্লক-১)

বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য (টাকা)	ইএমডি পরিমাণ (টাকা)	বিড বৃদ্ধির পরিমাণ (টাকা)
ব্লক-১ এক্সিন সিকিউরিটিজ অ্যান্ড ক্রেডিট প্রাইভেট লিমিটেডের ইক্যুইটি শেয়ার - ইউনিটের সংখ্যা ১,৬০,০০০, যার বুক ভ্যালু ১৬ টাকা।	৫৯০.৭৫ লক্ষ	সংরক্ষিত মূল্যের ৫%	১০ লক্ষ

(খ) সিডির ধাপে ধাপে বিক্রি (ব্লক-২)

বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য (টাকা)	ইএমডি পরিমাণ (টাকা)	বিড বৃদ্ধির পরিমাণ (টাকা)
ব্লক-২ হক ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেডের কম্পালসরি কনভার্টেবল প্রেফারেন্স শেয়ার - ইউনিটের সংখ্যা ১,৫০,০০০, যার বুক ভ্যালু ১,৫০০ টাকা	৯৫.৩৪ লক্ষ	সংরক্ষিত মূল্যের ৫%	৫ লক্ষ

https://baanknet.com/ -এ আপলোড করা সম্পত্তি ব্লকগুলির ই-নিলামের জন্য প্রাসঙ্গিক নির্ধারিত তারিখগুলি হলো:

ঘটনার প্রকার	সময়সীমা
আগ্রহের প্রকাশ (ইওআই) সহ আবেদনপত্র, আইবিসি-র ধারা ২৯এ -এর অধীনে অঙ্গীকারপত্র এবং প্রাসঙ্গিক প্রাক-বিড যোগ্যতা নথি জমা দেওয়া	৩ আগস্ট, ২০২৫ এর মধ্যে বা তার আগে
ঘটনার প্রকার সম্ভাব্য দরদাতা(দের) দ্বারা নিলামের অধীনে থাকা সম্পত্তির স্থান পরিদর্শন এবং যথাযথ যাচাইকরণ	৪ আগস্ট, ২০২৫ এর মধ্যে বা তার আগে
ঘটনার প্রকার আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) জমা দেওয়া।	৬ আগস্ট, ২০২৫ মধ্যে বা তার আগে
ঘটনার প্রকার ই-নিলামের তারিখ ও সময়	১১ আগস্ট, ২০২৫ (দুপুর ১২০০টা থেকে বিকাল ০৫০০টা আইএসটি, প্রতিবার ৫ মিনিটের সীমাহীন বর্ধিতকরণ সহ)

ই-নিলামের প্রধান শর্তাবলী নিম্নরূপ-

ক) এই বিক্রয় মহামান্য এনসিএলটি, মহামান্য এনসিএলএটি, মহামান্য হাইকোর্ট, মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট অফ ইন্ডিয়া এবং ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্ক্রাপ্সি কোড,২০১৬ এর বিধান এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিমালা সহ আইবিবিআই দ্বারা প্রকাশিত নির্দেশিকা সাপেক্ষে হবে।

খ) ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় বিস্তারিত শর্তাবলী ও আপডেট (যদি থাকে) এর জন্য, আগ্রহী বিডার(গণ) ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথি এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য ও সম্পদ ব্লক(গুলি) সম্পর্কিত নথি দেখতে পারেন, যা **https://baanknet.com/** -এ উপলব্ধ। ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথির সমস্ত শর্তাবলী, সংযোজন, সংশোধন এবং স্পষ্টিকরণ এই বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিতে অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে।

গ) এটি স্পষ্ট করা হচ্ছে যে এটি কোনো প্রস্তাবের নথি নয়।

ঘ) ই-নিলাম 'যেমন আছে যেখানে আছে ভিত্তিতে', 'যা আছে তা আছে ভিত্তিতে', 'সেখানে যা কিছু আছে ভিত্তিতে' এবং 'রিকোর্স ব্যতীত ভিত্তিতে' পরিচালিত হবে। এই ধরনের বিক্রয় লিকুইডেটরের পক্ষ থেকে কোনো প্রকার ওয়ারেন্টি এবং ক্ষতিপূরণ ছাড়া হবে।

ঙ) ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের বিবরণ- **https://iibbi.banknet.com/eauction-ibbi/home**।

চ) ই-নিলামে বিড জমা দিতে ইচ্ছুক বিডারদের পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েবসাইট **https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/home** পরিদর্শন করতে এবং তাদের ইওআই, আবেদনপত্র, হলফনামা, আন্ডারটেকিং ইত্যাদি নির্ধারিত ফরম্যাটে ই-নিলাম পোর্টালে **https://baanknet.com/** জমা দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

ছ) সম্ভাব্য বিডারগণ একটি আন্ডারটেকিং জমা দেবেন যে তারা কোডের ধারা ২৯এ অনুযায়ী কোনো অযোগ্যতার শিকার নন, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে।

জ) কোনো বিডার কোনো পর্যায়ে অযোগ্য প্রমাণিত হলে, জমা দেওয়া আর্নেস্ট মানি বাজেয়াপ্ত করা হবে।

ঝ) সম্ভাব্য বিডারগণকে ব্যাঙ্কনেট নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) জমা দিতে হবে।

ঞ) সম্ভাব্য বিডারগণকে ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথিতে বর্ণিত ইএমডি জমা দিতে হবে, পরিদর্শন এবং প্রাসঙ্গিক সম্পদ ব্লক(গুলি) এর যথাযথ যাচাই-বাছাই সম্পন্ন হওয়ার পর তাদের সন্তুষ্টি অনুযায়ী।

ট) ই-নিলাম নির্ধারিত তারিখে দুপুর ১২.০০টা থেকে বিকাল ০৫.০০টা আইএসটি পর্যন্ত অসিমায়িত পাঁচ মিনিটের এক্সটেনশন সহ পরিচালিত হবে।

ঠ) লিকুইডেটর ই-নিলাম প্রক্রিয়ার শর্তাবলী পরিবর্তন করার এবং যেকোনো বা সমস্ত বিড গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার, অথবা ই-নিলাম বাতিল/স্থগিত/স্থগিত করার অথবা কোনো সম্পত্তি বা তার অংশ ই-নিলাম প্রক্রিয়া থেকে প্রত্যাহার করার নিরঙ্কুশ অধিকার সংরক্ষণ করেন, কোনো কারণ উল্লেখ না করে এবং কোনো নোটিশ বা দায়বদ্ধতা ছাড়া।

ড) নিলাম প্রক্রিয়া এবং নথি/ইএমডি জমা দেওয়ার বিষয়ে কোনো স্পষ্টীকরণ বা নির্দেশনা প্রয়োজন হলে সম্ভাব্য বিডার ফোন নং +৯১ ৮২৯১২২০২২০ অথবা ইমেইল আইডি- support.baanknet@psbailiance.com এ যোগাযোগ করতে পারেন।

ণ) সকল প্রযোজ্য কর এবং অন্যান্য লেভি সফল বিডারের দ্বারা বহন করা হবে।

স্বা/-

রীতেশ আগরওয়াল

প্রেডিকেট কনসালট্যান্টস প্রাইভেট লিমিটেড-এর লিকুইডেটর

আইপি রেজি. নং: IBBI/IPA-001/IP-P-02296/2021-2022/13557

এএফএ নং: AA1M3557/02/300625/107040। বৈধতা- ৩০.০৮.২০২৬ পর্যন্ত

রেজিস্টার্ড ঠিকানা: কাঞ্চনজঙ্ঘা বিল্ডিং, ৭ম ফ্লোর, ৬, লিটল রাসেল স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১।

রেজিস্টার্ড ইমেইল: ritesagarwal@gmail.com

বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ইমেইল: predicateliquidation@gmail.com

স্থান: কলকাতা

তারিখ: ২৮ জুলাই, ২০২৫

সরকারি অফিস থেকেই প্রাথমিকের বই পাচার, তদন্ত শুরু শিক্ষা দপ্তরের

শিক্ষামহলে ক্ষোভ, প্রশ্নে প্রশাসনিক নজরদারি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতির আর এক লজ্জাজনক অধ্যায়। এবার পূর্ব বর্ধমানে সরকারি অফিস থেকেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের জন্য বরাদ্দ পাঠ্যবই পাচারের অভিযোগকে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল বর্ধমান জুড়ে। ঘটনার তদন্তে ইতিমধ্যেই নড়েচড়ে বসেছে রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর।

জানা গিয়েছে, পূর্ব বর্ধমান জেলার সদর উত্তর চক্রের এসআই অফিস থেকে প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বরাদ্দ পাঠ্যবই দুটি ট্রাকে করে বাইরে পাচার করা হয়েছে। অভিযোগ, গত ১২ ও ৩০ এপ্রিল এই দুই দিনে দুই দফায় বইগুলি গোপনে অন্যত্র সরিয়ে বিক্রি করা হয়েছে। এরফলে জেলার একাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বইয়ের ঘাটতি তৈরি হয়েছে। ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েছে শিক্ষামহল। বিদ্যালয় পরিদর্শকের দাবি, বই বিক্রির অভিযোগ ভিত্তিহীন। সদর উত্তর চক্রের পরিদর্শক সৌমেন মণ্ডল জানান, 'ওগুলো পুরনো কাগজপত্র ছিল। কিছু সংবাদপত্র এবং আবর্জনা ছিল, সেগুলো সরানো হয়েছে।'

তবে শিক্ষা দপ্তরের শীর্ষ আধিকারিকরা এই দাবিকে গুরুত্ব দিতে নারাজ। তাঁদের বক্তব্য, ছাত্রছাত্রীদের জন্য বরাদ্দ বই বিক্রি করা তো দূরের কথা, নষ্ট হলেও তা গুদামে সংরক্ষণের সরকারি নির্দেশ রয়েছে। অফিস থেকেই বই পাচারের মতো ঘটনা প্রশাসনিক গাফিলতির জ্বলন্ত উদাহরণ বলে মনে করছেন অনেকেই। এই প্রসঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান মধুসূদন ভট্টাচার্য জানান, 'ঘটনাটি অত্যন্ত গুরুতর। অভিযোগ প্রমাণিত হলে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে। তদন্তের দায়িত্ব ইতিমধ্যে একাধিক আধিকারিককে দেওয়া হয়েছে।' সূত্রের খবর, বই পাচার সংক্রান্ত অভিযোগপত্রে ছ'জন শিক্ষক স্বাক্ষর করেছেন, সেই অভিযোগপত্রে কার নির্দেশে বই সরানো হয়েছে, তাও স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। একাধিক স্কুলে যখন এখনও বই পৌঁছায়নি, তখন এমন ঘটনা আরও বেশি করে অভিভাবকদের মধ্যে অসন্তোষ ও

প্রশ্নের জন্ম দিচ্ছে। শিক্ষা নিয়ে রাজ্য সরকার যতই প্রচার চালাক না কেন, বাস্তবে সেই ব্যবস্থার সুরক্ষা কতটা দুর্বল, তা ফের একবার সামনে এল বলেই মনে করছে অভিভাবক মহল। এই প্রসঙ্গে বর্ধমান সদরের বিজেপির জেলা সহ সভাপতি রমন শর্মা বলেন, 'চুরির ঘটনা সামনে আসতেই এখন দোষ ঢাকতে ব্যস্ত। তবে যা করছে ভালোই করছে। যে রাজ্যে স্কুলে শিক্ষক নেই, স্কুলগুলির বেহাল দশা। ৮ হাজারেরও বেশি সরকারি স্কুল বন্ধ। সেখানে পাঠ্য পুস্তক রেখে কী হবে? যখন স্কুল থাকবেই না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার সরকারিভাবে শিক্ষা ব্যবস্থাকে পুরোপুরি শেষ করে দিতে চাইছে। লুটেদের সরকার চলছে। যে যেদিক দিয়ে পারছে লুটে নিচ্ছে। যতদিন এই সরকার ক্ষমতায় থাকবে ততদিন এই রাজ্যে কিছুই হবে না।'

আরামবাগের বিএসএনএল দপ্তর সাপ-জোঁকের আঁতুড়ঘর!

প্রাণের ভয়ে সরকারি কর্মী ও গ্রাহকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: খোদ সরকারি ভবনই মশা, মাছি, সাপ ও জোঁকের আঁতুড় ঘর। এবারের ঘটনা আরামবাগের পারুল এলাকার বিএসএনএল দপ্তরের। দপ্তরের ভিতরে জমা জলে থিক থিক করছে মশার লার্ভা ও পোকা। পরিষ্কার জলে এই মশার আঁতুরঘর দেখে চক্ষু চড়ক গাছ দপ্তরে আগত মানুষদের। সরকারি ভবনের নিচে এমন ঘটনা দেখে আতঙ্কিত দপ্তরে আসা গ্রাহকরা।

আরামবাগ, তারকেশ্বর রাজ্য সড়কের পাশে গড়ে উঠেছে সরকার নিয়ন্ত্রিত বিএসএনএল অফিস। প্রত্যেক দিনই প্রায় কয়েকশো মানুষ তাঁদের নানা কাজে আসেন এখানে। স্মার্ট ফোনের যুগেও বহু মানুষের বাড়িতে এখনও বিএসএনএল ফোনের সংযোগ আছে। স্বাভাবিক ভাবেই, সকাল থেকেই গ্রাহকদের যাতায়াত শুরু হয় এই ভবনে।

সরকারি অফিসের মূল ফটকের প্রবেশ পথের পর থেকেই জল জমা শুরু হয়েছে। চারিদিকে বন ঝোপ, আগাছা, নোংরা আবর্জনায় ভর্তি।

পাশাপাশি গোটা অফিস চত্বরে ড্রেন থেকে শুরু করে রাস্তার দুই পাশে নোংরা, আবর্জনায় পূর্ণ হওয়ায় মশা জন্মাতে শুরু করেছে বলে অভিযোগ। সেই অপরিষ্কার জলে মশার লার্ভাও দেখা যাচ্ছে, আর তাতে ডেঙ্গুর প্রকোপ বৃদ্ধির আশঙ্কা করছে এলাকার বাসিন্দারাও। এমনকি দুর্গন্ধ যুক্ত পচা আবর্জনা জন্য অস্থির হয়ে উঠেছেন ওই সরকারি ভবনে আসা স্থানীয় বাসিন্দারা। সবচেয়ে আতঙ্কের কারণ জোঁকের বাড়বাড়ন্ত। প্রবেশ পথের জলে জোঁক ঘুরে বেড়াচ্ছে বলে অভিযোগ। এই বিষয়ে ওই অফিসে আসা একজন গ্রাহক শেখ জাকির মহম্মদ বলেন, 'এই রকম এক গুরুত্বপূর্ণ সরকারি অফিস যে নোংরা, আবর্জনায় ভর্তি থাকবে তা ভাবা যায় না। চারিদিকে আতঙ্ক ছড়িয়ে আছে। সাপ থেকে শুরু করে মশা, মাছি ও জোঁকে ভর্তি। অফিসে আসতে ভয় লাগে। একেবারে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ।' আর একজন গ্রাহক সুনীল ঘোষ বলেন, 'জল পেরিয়ে সরকারি অফিসে আসতে হচ্ছে। জুতো পড়ে আসা যাবে না। সমস্যা খুব। জোঁকে ভর্তি। দুই দিন ধরে আসছি। একই অবস্থা।' ওই দপ্তরে একজন ক্যাজুয়াল কর্মী সুদীপ রানা সরকারি দপ্তরে প্রাণের ভয় আছে বলে জানান। সাপ ও জোঁকের ভয়ে তিনি আতঙ্কিত। তিনি বলেন, 'প্রতি বছরই একই অবস্থা। জল জমে থাকে। চারিদিকে সাপ ও জোঁক। মশা ও মাছি তো আছেই।' সবমিলিয়ে সরকারি ভবনের বেহাল পরিস্থিতির জন্য আতঙ্কিত দপ্তরে আসা গ্রাহক থেকে অফিস স্টাফেরা।

মাছ ধরা নিয়ে ধুন্ধুমার পানাগড়ে, গ্রেপ্তার চার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা : কাঁকসায় পুকুরে মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের ঘটনায় চার জনকে গ্রেপ্তার করে কাঁকসা থানার পুলিশ। ধৃত চার জনই হলেন পুকুর মালিক। ধৃতদের নাম সৌমেন, সুমন, বিশ্বজিৎ ও মিঠু দত্ত। ধৃত চার জনকে রবিবার মহকুমা আদালতে পেশ করে কাঁকসা থানার পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত শুক্রবার পানাগড়ের চার নম্বর রেলগেট সংলগ্ন এলাকায় একটি পুকুরে ছিপ দিয়ে মাছ ধরছিলেন পুকুর মালিকরা। মানিক মেটে নামের এক মাছ ব্যবসায়ী ওই পুকুরে মাছ চাষ করেছিলেন। তিনি সেই সময় পুকুর দেখতে যান। পুকুর মালিককে ছিপ দিয়ে মাছ ধরতে দেখে মানিকবাবু বারন করেন। আর তাতেই শুরু হয় দুই পক্ষের মধ্যে বচসা। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই দুই পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়ে যায়। পুকুর মালিক মাছ ব্যবসায়ী মানিক মেটেকে মারধর করে বলে অভিযোগ ওঠে। গুরুতর আহত হন মানিক। তাঁকে কাঁকসার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা

হয়। কাঁকসা থানায় মানিক মেটের পরিবার লিখিত অভিযোগ জানালে অভিযোগের ভিত্তিতে কাঁকসা থানার পুলিশ ওই চার পুকুর মালিককেই গ্রেপ্তার করে। অন্যদিকে শুক্রবারের ঘটনার পর শনিবার সকালে মাছ ব্যবসায়ী মানিক মেটের এলাকার লোকজন চড়াও হয় পুকুর মালিকের বাড়িতে। তাঁর বাড়ি ভাঙচুর করার পাশাপাশি দুই পুকুর মালিককে বাড়িতে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে। আটকাতে গেলে বাড়ির মহিলাদেরও মারধর করা হয়। এমনকি ওই বাড়ির এক অন্তঃসত্ত্বা মেয়ে লক্ষ্মী বিশ্বাসের পেটে লাথি মারা হয়। ফলে জন্মানোর আগেই শিশুর মৃত্যু হয় বলে অভিযোগ। ওই মহিলার প্রবল রক্তক্ষরণ হওয়ায় তড়িঘড়ি তাঁকে পানাগড় ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে, সেখান থেকে তাঁকে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। অন্যদিকে, দুই পুকুর মালিককে তাদের বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে প্রয়াগপুরে একটি ক্লাবে ঢুকিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে কাঁকসা থানার পুলিশ পৌঁছে তাদের উদ্ধার করে নিয়ে আসে। ঘটনাকে ঘিরে শনিবার উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পানাগড়। যদিও এই ঘটনায় মাছ ব্যবসায়ীর সাথে পুকুর মালিকের সংঘর্ষের ঘটনায় পুকুর মালিকের চারজনকে গ্রেফতার করা হলেও এখনো পর্যন্ত দুই পক্ষের সংঘর্ষের ঘটনায় এবং লক্ষ্মী বিশ্বাসের শিশু মৃত্যুর ঘটনায় পুকুর মালিকের তরফে কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি বলে কাঁকসা থানার পুলিশ সূত্রে খবর।

বাংলা ভাষা ও বাংলাকে অপমান বরদাস্ত নয়: কল্যাণ ও স্নেহাশিস

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: 'বাংলা ভাষা ও বাংলাকে অপমান করলে একদম ছাড়বো না। বাংলার বাইরে যেভাবে পরিযায়ী শ্রমিকদের তারা বাংলার মানুষ তাদেরকে বিদেশী তকমা দিয়ে জেলে ভরছে ও বাংলাদেশে পুশব্যাক করছে, এটা কোনওভাবেই আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মেনে নিচ্ছেন না। বিজেপি এখন না পেরে এইসব করছে অথচ এই বাংলায় নানান ভাষাভাষী আছে স্বাধীনতা আন্দোলনে এই বাংলার ভূমিকা সবাই জানে সুতরাং বাংলা ভাষার অপমান আমরা কোনওভাবে মেনে নেব না।' রবিবার বিজেপি শাসিত কেন্দ্রীয় সরকারকে একহাত নিলেন শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। উত্তরপাড়ার মাখলা বাঘাযতীন ক্লাবে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরে এসে তাঁকে এমনই মন্তব্য করতে দেখা যায়। রবিবার উত্তরপাড়ার মাখলা ডাক্তার বি সি রায় মেডিসিন ব্যাঙ্ক ও বাঘাযতীন ক্লাবের উদ্যোগে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির হয়, এইসঙ্গে হয় বিনা ব্যয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির। এবার ৩৩ তম রক্তদান শিবির ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মদিন কে স্মরণ করে এই অনুষ্ঠান হয়। ১৭২ জন রক্তদাতা রক্ত দান করেন। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী, হুগলি শ্রীরামপুর তৃণমূলের সাংগঠনিক সভাপতি অরিন্দম গুঁই, রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী ঝাড়গ্রামের মহারাজরা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডক্টর সুগত মার্জিত, উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব, কোন্নগর পুরসভার চেয়ারম্যান স্বপন দাস সহ প্রমুখরা। পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, 'বাংলা ভাষার অপমান আমরা সহ্য করব না। বিজেপি এখন অনেক কিছুই করবে। বাংলা ভাষাভাষীদের বিদেশী তকমা দিয়ে জেলে ঢুকিয়ে দিচ্ছে ও বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিচ্ছে এটা আমাদের মুখ্যমন্ত্রী কিছুতেই সহ্য করছেন না। তিনি এর তীব্র প্রতিবাদ করেছেন এবং তাঁদের ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছেন। বিজেপির সঠিক ভোটারদের জাল ভোটার বানানোর আমরা তীব্র প্রতিবাদ করছি। সঠিক ভোটাররা কেউ বাদ পড়বেন না।'

বাংলাভাষী ইস্যুতে কাঁকসায় তৃণমূলের প্রতিবাদ মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: ভিন রাজ্যে বাংলাভাষী মানুষদের ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদে সরব হয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত একুশে জুলাই মঞ্চ থেকে তিনি রাজ্যের প্রতিটি জেলা নেতৃত্বকে ব্লকে ব্লকে ঘটনার প্রতিবাদে মিটিং, মিছিল করে প্রতিবাদে নামার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেইমতো রবিবার বিকেলে কাঁকসা ব্লক কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এদিন পানাগড় বাজার থেকে জাতীয় সড়কের কাঁকসার আন্ডার পাস পর্যন্ত একটি প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। এদিন প্রতিবাদ মিছিলে উপস্থিত ছিলেন, গলসি বিধানসভার বিধায়ক নেপাল ঘোড়ুই, জেলা পরিষদের দুই সদস্য বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায় ও সমীর বিশ্বাস, ব্লকের সভাপতি নবকুমার সামন্ত, জেলার কিষাণ খেত মজদুর সংগঠনের সভাপতি জয়ব্রত বৈদ্য, কাঁকসা ব্লক মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী দেবযানি মিত্র, তৃণমূল নেতা দেবদাস বক্সী, দক্ষিণ বঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার চেয়ারম্যান সুভাষ মণ্ডল, তৃণমূল নেতা পল্লব বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ অন্যান্যরা। বিধায়ক নেপাল ঘোড়ুই বলেন, 'ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বিশেষ করে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে কর্মসূত্রে গিয়ে হেনস্থার শিকার হচ্ছেন বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকরা। কারণ

সেখানে বাংলা ভাষায় কথা বলায় তঁদের বাংলাদেশি বলে অত্যাচার করা হচ্ছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই ঘটনার প্রতিবাদে সরব হয়েছেন এবং দলের কর্মীদের এই ঘটনার প্রতিবাদে নামার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। সেইমতো এদিন দলীয় কর্মী সমর্থকদের নিয়ে মিছিল হল।' তৃণমূল নেতা পল্লব বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, 'একদিকে দিনের পর দিন বাংলাকে বঞ্চনা করছে কেন্দ্রের বিজেপি শাসিত সরকার। এবার বাংলা ভাষায় কথা বলার জন্য বাংলাভাষী মানুষদের ওপর অত্যাচার করা হচ্ছে। এই অত্যাচার বাংলার মানুষ আর সহ্য করবে না।'

শ্রবণী মেলার গেট ভেঙে বিপত্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পুরাতন জিটি রোডের একটি লেনের ওপর বিশাল আকৃতির শ্রাবণী মেলার গেট হুড়মুরিয়ে ভেঙে পড়ায় বিপত্তি। যদিও এই ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেই। সিভিল ডিফেন্সের তৎপরতায় তড়িঘড়ি ভাঙা গেট সড়িয়ে ফেলা হয়।

জানা গিয়েছে, বর্ধমান শহরের বাঁকার মাঠে শ্রাবণী মেলা উপলক্ষে গেট করা হয়েছিল শহরের বিভিন্ন প্রান্তে। রবিবার ছিল মেলার উদ্বোধন। তার আগেই মেলার গেট ভেঙে পড়ায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায় পুরাতন জি টি রোডের একাংশ। টোটে থেকে শুরু করে গাড়ি, বাস সব প্রকার যানবাহন এই লেন দিয়েই যাতায়াত করে। রবিবার সকাল থেকেই তাই তীব্র যানজটের সম্মুখীন হয় বর্ধমানবাসী। ঘটনাটি ঘটে, বর্ধমান পুরসভার সামনে। জানা গিয়েছে, দু'দিন পরপর ঝড়, বৃষ্টি হওয়ায় ওই গেটের একাংশ পুরাতন জি টি রোডের ওপর ভেঙে পরে। যার জেরে জি টি রোডে প্রায় ১৫ ঘণ্টা যানজটের মুখে পরতে হয় শহরবাসীকে। অবশেষে সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা পৌঁছে ভাঙা অংশ রাস্তা থেকে সড়িয়ে ফেলার পরে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক বাইক চালকের। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার পতিরাম থানার অন্তর্গত আত্রেয়ী নদীর ব্রিজ সংলগ্ন এলাকার ঘটনা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ওই ব্যক্তির নাম সুজন পাহান। তাঁর বাড়ি পতিরাম থানার অন্তর্গত চখাই এলাকায়। এদিন নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আত্রেয়ী নদীর ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় একটি যাত্রী বোঝাই বাসের সঙ্গে তাঁর বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ বাধে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পতিরাম থানার পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানোর পাশাপাশি তদন্ত শুরু করেছে পতিরাম থানার পুলিশ।

মহিলা সংঘের সমবায় সমিতি তৃণমূলের দখলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: মহিলা সংঘের সমবায় সমিতির নির্বাচনে জয় পেল শাসকদল। সবুজ আবির উড়ল বালুরঘাটে। জানা গিয়েছে, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ব্লকের ৫ নং ভাটপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সমাজকল্যাণ মহিলা সংঘের ভোটে জয়লাভ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। মোট ১৭টি আসনের মধ্যে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ৭টি আসনে আগেই জয়লাভ করেন তৃণমূল কংগ্রেসে প্রার্থীরা। এদিন ৯টি আসনে নির্বাচন হয়ে। সেখানে তৃণমূল ৩টি আসনে, বিজেপি ৬টি আসনে এবং নির্দল একটি আসনে জয়লাভ করেছেন। সবমিলিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস ১০টি আসনে জয়লাভ করেছে। জয়ীদের হাতে এদিন সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হয়। এই বিষয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী স্নেহলতা হেমব্রম জানান, 'সবমিলিয়ে আমরা ১১টি আসনে জয়লাভ করেছি। ৫ নং ভাটপাড়া অঞ্চল ভারতীয় জনতা পার্টির দখলে থাকলেও সমবায় নির্বাচনে আমরা জয়লাভ করেছি। ৮টা সংসদে বিজেপি কোনও প্রার্থী দিতে পারেনি। আগামী বিধানসভা নির্বাচনেও এর প্রভাব পড়বে এবং আমরা ভালো ফলাফল করব।'

এবিষয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির জেলা যুব মোর্চার সভাপতি শুভ চক্রবর্তী বলেন, '৯টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আমরা ৬ টা আসনে জয়লাভ করেছি। ১৭টা আসনে যদি আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারতাম তাহলে ফলাফল আমাদের আরও ভালো হতো।'

শহিদদের স্মরণে প্রতিবাদ মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: নানুরের সুচপুরে গণহত্যার প্রতিবাদে বাসন্তী হাইওয়েতে তৃণমূল কংগ্রেসের মিছিল, শহিদদের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন। তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার নির্বিচারে গুলি চালায় নানুরের সুচপুরে। প্রায় ১১ জন কৃষক খেতমজুরের মৃত্যু ঘটে। তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে শহিদদের শ্রদ্ধার্ঘ্য স্মরণ করতে রবিবার তৃণমূলের প্রতিবাদ মিছিল হল বাসন্তী হাইওয়েতে। ২০০০ সালের ২৭ জুলাই বীরভূম জেলার নানুর থানার সুচপুরে ১১ জন খেতমজুরের ওপর গুলি করে নিশংস হত্যা চালায় তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার বলে অভিযোগ ওঠে। গোটা রাজ্যের পাশাপাশি সুন্দরবনে নানুর দিবস পালন করছে তৃণমূল কংগ্রেস। নানুরের শহিদদের শ্রদ্ধার্ঘ্য জানাতে এদিন মিছিলে পা মেলান সন্দেশখালি ব্লকের বিধায়ক সুকুমার মাহাতো, সন্দেশখালি দু'নম্বর ব্লকের সভাপতি দিলীপ মল্লিক, আগারহাটি অঞ্চল সভাপতি শফিকুল মোল্লা-সহ তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-নেত্রী কর্মী সমর্থকরা।

নকল ওয়েবসাইট ফেঁদে অনলাইনে প্রতারণা, গ্রেপ্তার মাস্টারমাইন্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: গোটা দেশ ও রাজ্য জুড়ে ফেক ওয়েবসাইট তৈরি করে প্রতারণার অভিযোগে মাস্টারমাইন্ড মহম্মদ আফসারকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতের বাড়ি পাণ্ডুয়া থানার শেখ পুকুর বালিখাদে। নামী কোম্পানির নকল ওয়েবসাইট তৈরি করে, অনলাইনে কেনাকাটার নামে প্রতারণার ফাঁদ ও এপিকে ফাইল ডাউনলোড করিয়ে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা হাতানোর বড়সড় প্রতারণা চক্রের কিনারা করল হুগলি গ্রামীণ পুলিশের সাইবার ক্রাইম শাখা। তদন্ত কমিটিতে ছিলেন হুগলির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) কল্যাণ সরকার, ডিএসপি ক্রাইম অভিজিৎ সিনহা মহাপাত্র, আইসি সাইবার ক্রাইম কৌশিক সরকার, পাণ্ডুয়া থানার ওসি পলাশ বিশ্বাস এবং উজ্জ্বল বিশ্বাস।

কামারকুণ্ডুতে পুলিশ কর্তারা এই নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে জানান, নামী কোম্পানির অনলাইন সংস্থার ফেক ওয়েবসাইট ও আইডি তৈরি করে সমাজমাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিত প্রতারকরা। নকল ওয়েবসাইটে সাধারণ মানুষ পণ্য কেনার পরে ক্যাশ অন ডেলিভারির বিকল্প থাকত না। বাধ্য হয়ে ক্রেতারা ব্যাঙ্কের ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ডের তথ্য নিয়ে পণ্য কেনার ফাঁদে পড়তেন। প্রতারকরা সেই সুযোগে ক্রেতার ব্যাঙ্কের তথ্য হাতিয়ে টাকা লোপাট করে দিত।

আবার প্রতারণাচক্রের লোকজন ফোন করে সাধারণ মানুষকে এপিকে ফাইল ডাউনলোড করার কথা বলতেন। সেই শুনতেন যাঁরা, তাঁরাও প্রতারণার শিকার হতেন। এছাড়া, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে দামি মোবাইল ও অন্যান্য সামগ্রী কিনে, সেগুলি বিক্রিও করা হতো। সব মিলিয়ে প্রতারণার পরিমাণ প্রায় ৪০ থেকে ৫০ লক্ষ টাকা ছাপিয়ে গিয়েছে। ধৃতদের কাছ থেকে নামী কোম্পানির তিনটি নতুন মোবাইল ফোন, একগুচ্ছ সিমকার্ড, লক্ষাধিক টাকার ডিড ও নগদ ৫০ হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। তবে পুলিশ জানিয়েছে, এই চক্রের পিছনে আরও বেশ কয়েকজন রয়েছে। তাদের সন্ধান চলছে। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কল্যাণ সরকার বলেন, '১৬ জুলাই আমরা খবর পাই, পাণ্ডুয়া থানার সামন্ত রোডের একটি বাড়িতে সন্দেহজনক কাজ হচ্ছে। পুলিশ সেখানে অভিযান চালিয়ে একাধিক মোবাইল ও সিমকার্ড উদ্ধার করে ও অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে।

জিরাট থেকে তারাপীঠ, দণ্ডি পরিযায়ী শ্রমিকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: তাঁর ইচ্ছা ছিল তারাপীঠের মন্দিরে যদি যেতে পারি তাহলে সেদিন যাব দণ্ডি কেটেই। যথা ইচ্ছা, তথাই কর্ম। রীতিমতো দণ্ডি কেটেই বীরভূমের তারাপীঠ মন্দিরের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন পেশায় পরিযায়ী শ্রমিক মিঠুন মালিক। তিনি মা তারার ভক্ত। কিছুটা আর্থিক কারণে তারাপীঠ যাওয়া হচ্ছিল না বহুদিন। তখনই মনে মনে নেওয়া এই সংকল্প। সোমবার জিরাট থেকে তারাপীঠের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন তিনি। একটি ব্যাগে তারা মায়ের ছবি আর প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে পথে বেরিয়ে পরেছেন। এই যাত্রায় মিঠুন পেয়েছেন কিছু মানুষের সাহায্য। কেউ কিনে দিয়েছে ফুল, ফল। এতটা পথ দণ্ডি কাটতে সারা শরীরে ব্যথা হবে। তাই ব্যথা উপশমের স্প্রে কিনে দিয়েছেন কেউ, আবার কেউ কিনে দিয়েছেন ওষুধ, খাবার। তিনি বর্তমানে এসে পৌঁছেছেন কালনাতে। দণ্ডি কেটে এগিয়ে

চলেছেন। জিরাট থেকে তারাপীঠ পর্যন্ত তাঁর ছায়া সঙ্গী রয়েছেন তাঁর স্ত্রী, এদিন মিঠুন মালিক জানান, '২০০ কিলোমিটার রাস্তা যেতে ২০ থেকে ২৫ দিন সময় লাগার কথা। কিন্তু যাত্রা পথে অনেকেই বলছেন সময় আরও বেশি লাগবে। তারা মা আছেন, তিনিই রক্ষা করবেন। নিজের ইচ্ছার জোড়েই মিঠুন এগিয়ে চলেছে। ঝড়, বৃষ্টি যাই আসুক মা-ই রক্ষা করবে, তিনিই আমাকে নিয়ে যাবেন তাঁর দুয়ারে।'

বাঁকুড়ার ডোকরা শিল্পীর দোকানে ভিড়ছে ভাঁড়ভরা ভালোবাসা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ভাইরাল গান কেবল বিনোদন নয়, হতে পারে নতুন জীবনের অনুপ্রেরণাও। বাঁকুড়ার ডোকরা শিল্পী বলরাম কর্মকার ঠিক সেটাই প্রমাণ করে দিলেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় তোলা গান 'ছিঃ ছিঃ ছিঃ রে ননী ছিঃ'-এর লাইনকেই বেছে নিলেন নিজের ব্যবসার নাম হিসাবে। প্রেমে ব্যর্থতা, জীবনের ছোট ছোট গল্প আর মাটির শিল্পের গন্ধ মিশে তৈরি হল এক অভিনব চায়ের দোকান। বাঁকুড়া শহরের পাশেই

বিকনা গ্রামের ডোকরা শিল্প প্রাঙ্গণের সামনে বলরামের এই নতুন উদ্যোগ। দোকানের নামেই চমক, বড় হোর্ডিং জুড়ে লেখা, 'তোমার দুঃখে চায়ের দোকান খুলেছি।' কেবল নাম নয়, এর পেছনে আছে এক আবেগঘন গল্প। বলরাম বলছেন, 'ভালোবাসা টিকল না, তাতে কী? গানটা ভাল লেগেছিল, সেই লাইনেই খুলে ফেললাম দোকান।'

মাত্র তিন মাসেই বদলে গেল দৃশ্যপট। সকাল হোক বা বিকেল, ভিড় উপচে পড়ছে দোকানের সামনে। পাঁচ আর দশ টাকার মাটির ভাঁড়ে মিলছে গরম চা, যার স্বাদ মন কাড়ছে সকলের। পর্যটক হোক বা স্থানীয় শিল্পী, সকলেই একবার ঢুঁ মারছেন বলরামের দোকানে। তাঁদের ইচ্ছেতেই এখানে ব্যবহার করা হচ্ছে শুধু মাটির ভাঁড়। চা-প্রেমীদের আরও টানতে দোকানে রয়েছে অতিমারির সময় ভাইরাল হওয়া লাইনও, 'আমরা কী চা খাব না?, খাব না আমরা চা?' একদিকে পুরনো নস্টালজিয়া, অন্যদিকে আজকের দিনের স্মার্ট মার্কেটিং, এই দুইয়ের মিশ্রণে জমে উঠেছে বলরামের ব্যবসা। শিল্পের ছোঁয়া, হৃদয়ের কষ্ট, ভাইরাল গানের কাপ, গরম চা আপনাকে ছুঁয়ে যাবে ঠিকই।

বর্তমান যুগে কেবল বন্দুক-গুলি দিয়ে যুদ্ধ জেতা যায় না: রাজনাথ

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই: বর্তমান যুগে কেবল বন্দুক আর গুলি দিয়ে যুদ্ধ জেতা যায় না, বরং বিভিন্ন কৌশলের মাধ্যমে জয় হাসিল সম্ভব। এমনটাই দাবি করলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। 'অপারেশন সিঁদুর'-এর সাফল্যের পিছনে বিভিন্ন সংস্থার ভূমিকারও প্রশংসা করেন তিনি। রবিবার গুজরাতের ভাদোদরায় গতি শক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনের ভাষণে 'অপারেশন সিঁদুর '-এর সাফল্য সম্পর্কে তিনি বলেন, 'এই সময়ে, আমাদের বাহিনীকে একত্রিত করা থেকে শুরু করে তাদের প্রশিক্ষণ সরঞ্জামাদি সরবরাহ, সরবরাহ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সময় ও স্থান

অনুযায়ী পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সরবরাহ ব্যবস্থাপনাকে কেবল পণ্য সরবরাহের প্রক্রিয়া হিসেবে দেখা উচিত নয়, বরং এটিকে কৌশলগত গুরুত্ব হিসেবে দেখা উচিত। আমরা সীমান্তে যুদ্ধরত সৈন্যদের কথা বলি বা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নিযুক্ত কর্মীদের কথা বলি, যদি কোনও সমন্বয় না থাকে, যদি সম্পদ সঠিকভাবে ব্যবহার না করা হয়, তাহলে সবচেয়ে শক্তিশালী উদ্দেশ্যও দুর্বল হয়ে পড়বে।'

প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, গত ১১ বছরে ভারতে অভূতপূর্ব অবকাঠামোগত উন্নয়ন ঘটেছে। প্রধানমন্ত্রী গতি শক্তি জাতীয় মাস্টার প্ল্যানের অধীনে রেলপথ, সড়ক, বন্দর, জলপথ, বিমানবন্দর, গণপরিবহন এবং সরবরাহ অবকাঠামোর মতো উন্নয়নের সাতটি শক্তিশালী স্তম্ভ ভারতের অর্থনীতিকে একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করেছেন।

চোল সাম্রাজ্যের বন্দনায় মোদী

আরিয়ালুর, ২৭ জুলাই: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রবিবার গঙ্গাইকোন্ডা চোলাপুরম মন্দিরে আদি তিরুবতীরাই উৎসবের মাধ্যমে মহান চোল সম্রাট রাজেন্দ্র চোল প্রথমের জন্মবার্ষিকী উদযাপনে অংশগ্রহণ করেন। এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদী মহান চোল সম্রাট রাজেন্দ্র চোল প্রথমকে সম্মান জানিয়ে একটি স্মারকমুদ্রা প্রকাশ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেছে, 'এটি রাজরাজের বিশ্বাসের ভূমি এবং ইলাইয়ারাজা এই বিশ্বাসের ভূমিতে আমাদের সকলকে শিবভক্তিতে নিমজ্জিত করেছিলেন। আমি কাশীর একজন সাংসদ। আর যখন আমি 'ওম নমঃ শিবায়' শুনি, তখন আমার গা শিউরে ওঠে।'

তিনি এও বলেন, চোল রাজারা শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মতো অঞ্চলের সাথে তাঁদের কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করেছিলেন। এটা কেবল একটি কাকতালীয় ঘটনা যে আমি গতকাল মালদ্বীপ থেকে ফিরে এসেছি এবং আজ আমি ভাগ্যবান যে এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছি।' প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'ঐতিহাসিকরা

বিশ্বাস করেন যে চোল সাম্রাজ্য ছিল ভারতের স্বর্ণযুগের একটি। চোল সাম্রাজ্য গণতন্ত্রের জননী হিসেবে ভারতের ঐতিহ্যকেও এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। ঐতিহাসিকরা গণতন্ত্রের নামে ব্রিটেনের ম্যাগনা কার্টার কথা বলেন। কিন্তু বহু শতাব্দী আগে চোল সাম্রাজ্যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হত। আমরা এমন অনেক রাজার কথা শুনেছি, যারা অন্যান্য স্থান জয় করার পর সোনা, রূপা বা পশুপাল নিয়ে আসতেন। কিন্তু রাজেন্দ্র চোল গঙ্গাজল নিয়ে এসেছিলেন।'

প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, 'আমি খুশি যে আজ আবারও কাশী থেকে গঙ্গাজল এখানে আনা হয়েছে। আমি কাশীর জনপ্রতিনিধি এবং মা গঙ্গার সাথে আমার একটা যোগসূত্র রয়েছে। চোল রাজাদের এই কাজগুলো, তাদের সাথে সম্পর্কিত এই ঘটনাগুলি 'এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত'-এর 'মহাযজ্ঞ'-কে নতুন শক্তি, নতুন শক্তি, নতুন গতি দেয়।' প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'এখন যখন বিশ্ব অস্থিরতা, হিংসা এবং পরিবেশের মতো সমস্যার সাথে লড়াই করছে, তখন শৈব নীতি আমাদের সমাধানের পথ দেখায়। প্রেমই শিব, এবং যদি বিশ্ব আজ এই ধারণা গ্রহণ করে, তাহলে বেশিরভাগ সংকট স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমাধান হতে পারে। ভারত এই ধারণাকে এক বিশ্ব, এক পরিবার, এক ভবিষ্যতের আকারে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।'

এবার উদ্ধবের বাড়িতে রাজ ঠাকরে

মুম্বই, ২৭ জুলাই: দাদা উদ্ধব ঠাকরের জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানাতে মাতোশ্রীতে গেলেন ভাই রাজ ঠাকরে। এই মাতোশ্রীতেই থাকতেন অবিভক্ত শিবসেনার প্রতিষ্ঠাতা বাল ঠাকরে। বর্তমানে তাঁর পুত্র উদ্ধব সপরিবারে ওই বাসভবনে থাকেন। কয়েক দশক ধরে মহারাষ্ট্রের রাজ্য রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ এই বাড়িতে মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনা (এমএমএস)-র প্রধান তথা বাল ঠাকরের ভ্রাতুষ্পুত্র রাজের সফরকে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।

রবিবার ছিল বালাসাহেবের পুত্র তথা শিবসেনা (ইউবিটি)-র প্রধান উদ্ধবের জন্মদিন। সেই উপলক্ষেই মাতোশ্রীতে যান রাজ। লাল গোলাপের স্তবক দিয়ে শুভেচ্ছা জানান দাদা উদ্ধবকে। মাতোশ্রীর ভিতরে প্রয়াত বালাসাহেবের ছবির সামনে হাসিমুখে দেখা যায় দুই ভাইকে। প্রসঙ্গত, ছ'বছর আগে পুত্র অমিতের বিয়েতে উদ্ধবকে আমন্ত্রণ করতে শেষ বার মাতোশ্রীতে এসেছিলেন রাজ। তার পর এই প্রথম বালাসাহেবের স্মৃতি বহনকারী ওই বাড়িতে পা রাখলেন তিনি। প্রসঙ্গত, চলতি মাসের গোড়ায় ১৮ বছরের রাজনৈতিক দূরত্ব ভুলে কাছাকাছি এসেছিলেন উদ্ধব এবং রাজ। গত ৫ জুলাই মুম্বইয়ের ওরলি পার্ক প্রেক্ষাগৃহে বিপুল জমায়েতের সামনে পারস্পরিক ঐক্যের বার্তা দেন দু'জনে। মরাঠা অস্মিতাকে হাতিয়ার করে দুই ভাইয়ের পুনর্মিলন মহারাষ্ট্রের রাজ্য-রাজনীতিতে নতুন কোনও সমীকরণ গড়ে তুলবে কি না, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই জল্পনা শুরু হয়েছে।

অস্ট্রেলিয়ায় ফের আক্রান্ত ভারতীয় বংশোদ্ভূত যুবক

মেলবোর্ন, ২৭ জুলাই: আবার অস্ট্রেলিয়ায় আক্রান্ত ভারতীয় বংশোদ্ভূত যুবক। বাড়ি ফেরার পথে মেলবোর্নের রাস্তায় তাঁর উপর হামলা করে একদল কিশোর। ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপ বসানো হয় তাঁর শরীরের বিভিন্ন জায়গায়। সেই সঙ্গে মাথায় পর পর ঘুষি মারে আততায়ীরা। ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই অস্ট্রেলিয়ায় ভারতীয়দের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

'দ্য অস্ট্রেলিয়া টুডে' সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, ঘটনাটি ঘটেছে গত ১৯ জুলাই সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা নাগাদ। ৩৩ বছর বয়সি সৌরভ আনন্দ অল্টোনা মিডোজের সেন্ট্রাল স্কোয়ার শপিং সেন্টার থেকে ওষুধ কিনে বাড়ি ফিরছিলেন। বাড়ি ফেরার পথে ফোনে এক বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছিলেন। সেই অতর্কিতে তাঁর উপর হামলা চালানো হয়। আততায়ীরা নির্জন এলাকায় সৌরভকে ঘিরে ফেলে। তার পরে ছুরি উঁচিয়ে পকেট হাতড়াতে শুরু করে। কেড়ে নেওয়া হয় মোবাইল এবং সঙ্গে থাকা টাকাপয়সা। তার পরে সৌরভের মাথায় ক্রমাগত ঘুষি মারতে থাকে হামলাকারীদের এক জন। অন্য এক জন গলায় চেপে ধরে ছুরি। কোপ মারা হয় হাতে এবং পিঠেও। তাঁর বাঁ হাত ঝুলছিল কব্জি থেকে। চিকিৎসকেরা আশঙ্কা করেছিলেন, হয়তো তাঁর বাঁ-হাতটি কব্জি থেকে বাদ দিতে হবে। তবে শেষ পর্যন্ত তা হয়নি। অস্ত্রোপচার করে আবার হাতটি জোড়া লাগানো সম্ভব হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, আক্রমণকারী দলে পাঁচ জন কিশোর ছিল। তাদের মধ্যে চার জনকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্য জনের খোঁজ চলছে।

সাময়িক যুদ্ধবিরতির মধ্যেও প্রাণহানি গাজায়, জখম ত্রাণে

গাজা, ২৭ জুলাই: প্রবল আন্তর্জাতিক সমালোচনার মাঝে গাজায় অবশেষে ত্রাণ সরবরাহ শুরু করেছে ইজরায়েল। আকাশ থেকে ত্রাণের বস্তা ছুড়ে দেওয়া হচ্ছে গাজায়, ক্ষুধার্তেরা তাই লুটে নিচ্ছেন। শনিবার রাত থেকে এই প্রক্রিয়ায় বেশ কয়েক জন জখম হয়েছেন বলে খবর। পর্যাপ্ত ত্রাণসামগ্রী বা খাবার এখনও গাজায় পৌঁছোয়নি। অন্য দিকে, রবিবার থেকে গাজায় প্রতি দিন নির্দিষ্ট সময় সামরিক বিরতির ঘোষণা করেছে ইজরায়েল। যদিও তার পরও রবিবার ভোরে ইজরায়েলের আক্রমণে গাজায় ৪৩ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে।

ইজরায়েলি সেনার অবশ্য দাবি ছিল, রবিবার সারা দিন তারা যুদ্ধ বন্ধ রাখবে গাজায় খাবার বিতরণের জন্য। রাষ্ট্রপুঞ্জের সংস্থাগুলিকেও ত্রাণের কাজে সাহায্য করা হবে। সংবাদ সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, গাজার তিনটি এলাকায় প্রতি দিন ১০ ঘণ্টা সামরিক অভিযানে কৌশলগত বিরতি পালন করবে ইজরায়েলি সেনা। ত্রাণকার্যে সহায়তা করার

জন্যই এই সিদ্ধান্ত। তবে সামরিক অভিযান থামবে না, জানিয়ে দিয়েছে সেনা। অন্য দিকে সংবাদমাধ্যমে দাবি, গাজার উত্তর দিকে বেইট লাহিয়া অঞ্চলে রাতে আকাশ থেকে খাবার ফেলা হয়েছে। একটি খাবারের বস্তা সরাসরি ক্ষুধার্তদের তাঁবুর উপরে পড়েছে এবং ১১ জন জখম হয়েছেন। কয়েকটি সংবাদমাধ্যমে দাবি, ইজরায়েল সাতটি বস্তা ফেললেও গাজার মানুষ পেয়েছেন মাত্র পাঁচটি বস্তা। বাকি দু'টি এমন জায়গায় পড়েছে, যেখানে সাধারণ মানুষ পৌঁছোতে পারে না। ত্রাণ সহায়তা সংস্থাগুলি শনিবার গাজায় ইজরায়েলের এই ত্রাণকার্যকে 'অপর্যাপ্ত' বলে উল্লেখ করেছেন। দাবি, ইচ্ছাকৃত ভাবে দুর্ভিক্ষ তৈরি করা হচ্ছে।

বোয়িংয়ে আবার আতঙ্ক
এবার আমেরিকায়

ওয়াশিংটন, ২৭ জুলাই: এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান ভেঙে প্রায় আড়াইশো জনের মৃত্যুর স্মৃতি এখনও টাটকা। তার মধ্যেই আবার বোয়িংয়ে আতঙ্ক। রানওয়ে ছেড়ে উড়তেই ধোঁয়ায় ঢেকে গেল বিমান। যাত্রীদের মধ্যে শুরু হুড়োহুড়ি। অল্পের জন্য বড় বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেলেন ১৭৩ জন যাত্রী এবং ছ'জন ক্রু। শনিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে আমেরিকার ডেনভার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে। আমেরিকান এয়ারলাইন্সের ৩০২৩ বিমানটি উড়ানের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। গন্তব্য মায়ামি। কিন্তু উড়ানের ঠিক আগের মুহূর্তে বিমানের ল্যান্ডিং গিয়ারে সমস্যা দেখা দেয়। ওই সমস্যা কাটিয়ে ওড়ার চেষ্টার করতেই আগুন ধরে যায়। ধোঁয়ায় ঢেকে যায় চারদিক। আপদকালীন সাইরেন বাজতে থাকে। কন্ট্রোলার ককপিটে সতর্কবার্তা পাঠান। শুরু হয় আপৎকালীন ভাবে অবতরণের চেষ্টা। তবে কিছু যাত্রী আতঙ্কে জরুরিকালীন দরজা দিয়ে লাফিয়ে নেমে পড়েন।

পরে দমকল বিভাগের তরফে জানানো হয়, আগুন নেভানো গিয়েছে। তবে কী কারণে আগুন লাগল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অগ্নিকাণ্ডের তদন্ত শুরু করে দিয়েছে ফেডারেল অ্যাভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফএএ)। জানা যাচ্ছে, যে বিমানটিতে আগুন লাগে, সেটি বোয়িংয়ের তৈরি ম্যাক্স ৮। বিমানের চাকায় কী ভাবে আগুন লাগল, তা এখনও জানা যায়নি। তবে কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, যাত্রী এবং বিমানকর্মীদের সকলকেই নিরাপদে বার করে আনা সম্ভব হয়েছে। পাঁচ-ছ'জন অল্প জখম হয়েছেন। আমেরিকান এয়ারলাইন্স একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে, রক্ষণাবেক্ষণের সময় বিমানের চাকায় সমস্যা দেখা দিয়েছিল। মনে করা হচ্ছে, ল্যান্ডিং গিয়ারেই সমস্যা হয়েছিল। উল্লেখ্য, বার বোয়িংয়ের বিমানে দুর্ঘটনায় আতঙ্ক ছড়াচ্ছে।

রেভ পার্টিতে পুলিশের জালে মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মন্ত্রীর জামাই

পুণে, ২৭ জুলাই: পুণের এক রেভ পার্টিতে হানা দিয়ে সাত জনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। সেই তালিকায় রয়েছেন মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মন্ত্রী একনাথ খাড়সের জামাই প্রাঞ্জল খেওয়ালকরও! শনিবার রাতে পুণের খারাডি এলাকায় একটি বিলাসবহুল বাড়িতে হানা দেয় মহারাষ্ট্র পুলিশ। গোপনে খবর পেয়ে অপরাধ দমন শাখার পুলিশ ওই বাড়িতে যায়। রেভ পার্টি থেকে গাঁজা, মদ, হুক্কা-সহ একাধিক মাদক দ্রব্য বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

ধৃতদের মধ্যে রয়েছেন এনসিপির (শরদ পওয়ার গোষ্ঠী) মহিলা শাখার রাজ্য সভাপতি রোহিনী খাড়সের স্বামী প্রাঞ্জল। বাজেয়াপ্ত জিনিসগুলোর মধ্যে বেশিরভাগই নিষিদ্ধ মাদক। কোথা থেকে এত মাদক এল, তা নিয়ে ধন্দে পুলিশ।

পরপর ২০ গাড়িতে ধাক্কা ট্রাকের, মৃত এক

মুম্বই, ২৭ জুলাই: মুম্বই-পুণে এক্সপ্রেসওয়েতে পর পর অন্তত ২০টি গাড়িতে ধাক্কা দিয়ে থামল ট্রাক। দুর্ঘটনায় এক জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন অন্তত ২১ জন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন বম্বে হাই কোর্টের এক বিচারপতির স্ত্রী। মহারাষ্ট্রের রায়গড় জেলার খোপোলিতে টোল বুথের কাছে মুম্বই-পুণে এক্সপ্রেসওয়েতে এই ঘটনা হয়েছে। ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারিয়েছেন এক মহিলা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত মহিলার নাম অনিতা এখাণ্ডে। তাঁর বয়স ৩৫ বছর। তিনি ওসমানাবাদের বাসিন্দা। পুলিশ জানিয়েছে, শনিবার মুম্বইয়ের দিকে যাচ্ছিল ট্রাকটি। পথে ব্রেক ফেল করায় চালক নিয়ন্ত্রণ হারান। সেই ট্রাক সেতুর নীচে সামনের গাড়িতে ধাক্কা দেয়। এ ভাবে পর পর অন্তত ২০টি গাড়িতে ধাক্কা লাগে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তিন কিলোমিটার রাস্তা জুড়ে একে অপরকে ধাক্কা দিয়েছে গাড়িগুলি। ট্রাকের চালককে হেপাজতে নিয়েছে পুলিশ। মেডিক্যাল পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে, তিনি মত্ত অবস্থায় গাড়ি চালাচ্ছিলেন না।

ময়দান

শুভমান গিলের ইতিহাস গড়া সেঞ্চুরি, সুন্দর-রবীন্দ্র কাব্যে ম্যাচ বাঁচাল ভারত

ম্যানচেস্টার, ২৭ জুলাই: ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজের গুরুত্বপূর্ণ টেস্টে শেষ দিনে ম্যাচ বাঁচানোই প্রধান লক্ষ্য ছিল ভারতের। দিনের শেষে মিলল সাফল্য। চতুর্থ দিনের শেষে ভারতের ভরসার কেন্দ্রে ছিলেন কেএল রাহুল ও শুভমান গিল। সমর্থকদের আশার আলো জ্বালিয়ে রেখে যে জুটি গড়ে উঠেছিল, তা ভেঙে যায় দিনের শুরুতেই। খেলা শুরু হতেই ইংল্যান্ডের অধিনায়ক বেন স্টোকস রাহুলকে আউট করে ভারতীয় শিবিরে বড় ধাক্কা দেন। তবে অন্য প্রান্তে ছিলেন গিল, যিনি লড়াইটা জারি রেখেছিলেন নিজের মতো করে। চাপের মুখে, কঠিন পরিস্থিতিতেও ঠান্ডা মাথায় ব্যাট চালিয়ে ২২৮ বলে পূর্ণ করেন নিজের শতরান। তবে তার পর গিল আউট হয়ে যেতেই ফের দানা বেঁধেছিল আশঙ্কার মেঘ। শেষ পর্যন্ত ওয়াশিংটন সুন্দর (১০১) ও রবীন্দ্র জাদেজার (১০৭) অপরাজিত শতরানে ভর করে ম্যাচের সঙ্গে সিরিজও বাঁচিয়ে রাখল ভারত। খেলা যখন শেষ হল, ভারতের রান তখন চার উইকেটে ৪২৫।

তার আগে এদিন টেস্ট কেরিয়ারে নবম এবং চলতি সিরিজে চতুর্থ শতরান করেন গিল। সেই সঙ্গে গড়ে ফেললেন একগুচ্ছ রেকর্ড। এক সিরিজে চারটি সেঞ্চুরি করে গিল নাম বসালেন দুই কিংবদন্তি ডন ব্র্যাডম্যান ও সুনীল গাভাসকরের পাশে। ব্র্যাডম্যান এই কীর্তি গড়েছিলেন ১৯৪৭-৪৮ সালে ভারতের বিরুদ্ধেই, আর গাভাসকর করেছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ১৯৭৮-৭৯ মরসুমে। শুধু তাই নয়, গিল প্রথম ভারতীয় হিসেবে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে এক টেস্ট সিরিজে চারটি শতরান করার বিরল নজির গড়লেন। এমন কৃতিত্ব এখনও পর্যন্ত অর্জন করেছিলেন গাভাসকর ও বিরাট কোহলি (প্রতি জনের চারটি সেঞ্চুরি)।

কিন্তু শতরান পূর্ণ করেও বেশিক্ষণ টিকে থাকতে পারেননি গিল। ২৩৮ বল খেলে ১০৩ রান করে, ১২টি চার মেরে, আউট হন জোফ্রা আর্চারের বলে উইকেটরক্ষক জেমি স্মিথের হাতে ক্যাচ দিয়ে। তার আগে শতরানের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থেমে যান কেএল রাহুল। ২৩০ বলে ৯০ রান করে বেন স্টোকসের দুর্দান্ত এক ডেলিভারিতে এলবিডব্লিউ হয়ে ফেরেন প্যাভিলিয়নে। গিল ফিরে যাওয়ার পর হাল ধরেন অলরাউন্ডার ওয়াশিংটন সুন্দর ও রবীন্দ্র জাডেজা। ম্যাচ তখনও অনেক বাকি। ইংল্যান্ডের বোলিং আক্রমণ সামলে শেষ দিনের পিচে টিকে থেকে ম্যাচ বাঁচানোই ছিল ভারতের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ। আগের টেস্টে হয়নি, কিন্তু ম্যানচেস্টারে স্টোকসদের শেষ হাসি হাসতে দিলেন না জাদেজারা।

সোনার ছেলে ভারতের সাহিল! ফিসু গেমসে গড়লেন ইতিহাস

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাইন-রুহরে (জার্মানি) অনুষ্ঠিত ফিসু ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি গেমসে ভারতীয় তিরন্দাজ সাহিল রাজেশ জাধব নজিরবিহীন কৃতিত্ব অর্জন করলেন। স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার (সাই) কলকাতার ন্যাশনাল সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের (এনসিওই) এই প্রতিভাবান তরুণ এবার দেশের জন্য জয় করলেন একটি স্বর্ণপদক ও একটি রৌপ্যপদক। পুরুষদের কম্পাউন্ড ইন্ডিভিজুয়াল বিভাগে ব্রিটেনের আজয় স্কটকে ১৪৯-১৪৮ পয়েন্টে হারিয়ে সোনার পদক নিজের করে নেন সাহিল। গোটা ম্যাচ জুড়ে অনবদ্য মনোসংযোগ ও নিখুঁত লক্ষ্যভেদ করে এক রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করেন তিনি। এর পাশাপাশি পুরুষদের কম্পাউন্ড দলগত বিভাগেও তিনি ভারতীয় দলের সদস্য হিসেবে অংশ নিয়ে রৌপ্য পদক লাভ করেন। তুরস্কের বিরুদ্ধে ফাইনাল ম্যাচে মাত্র ১ পয়েন্টের ব্যবধানে (২৩২-২৩১) হেরে যায় ভারত।

সাহিল বলেন, 'দেশের হয়ে এমন একটি বড় মঞ্চে প্রতিনিধিত্ব করতে পেরে আমি গর্বিত। ভারতের জন্য সোনা জয় আমার স্বপ্নপূরণের মুহূর্ত। এই সাফল্য আমি আমার কোচ, পরিবার, সাপোর্ট স্টাফ এবং সেই সব মানুষদের উৎসর্গ করছি, যাঁরা এই যাত্রাপথে আমাকে উৎসাহ দিয়ে গেছেন।' ২০২২ সালের মার্চ মাস থেকে সাহিল সাই কলকাতায় প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন অভিজ্ঞ কোচ শ্রী হরেশ কুমারের অধীনে। ধারাবাহিক উন্নতির পথ ধরে এবার তিনি পৌঁছে গেলেন আন্তর্জাতিক সাফল্যের এক নতুন শিখরে। সাই এনসিওই কলকাতার রিজিওনাল ডিরেক্টর (ভারপ্রাপ্ত) মিসেস অমর জ্যোতি প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'এই অনবদ্য সাফল্যের জন্য ওর স্ট্যান্ডিং ওভেশন প্রাপ্য। ও নতুন এক মানদণ্ড তৈরি করল। গোটা সাই পরিবার ও তিরন্দাজি মহল গর্বিত এই কৃতিত্বে। ভারতের পতাকা যেন এভাবেই চিরকাল উচ্চে থাকে।' ১৬-২৭ জুলাই পর্যন্ত রাইন-রুহরে অনুষ্ঠিত ফিসু ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি গেমসে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়াবিদরা অংশ নেন। সেই মঞ্চে সাহিলের এই ঐতিহাসিক পারফরম্যান্স শুধু ব্যক্তিগত সাফল্য নয়, ভারতীয় তিরন্দাজির ভবিষ্যতের জন্যও এক বিশাল বার্তা।

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া-৭১১ ১০১
দূরভাষ: ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩, ফ্যাক্স: ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০
আমাদের দেখুন : www.hmcgov.in

নং. WB-HMC/NIT/ED/05/EE-II/BEUP/25026 তারিখ- ২৪.০৭.২০২৫

ই-টেন্ডার নোটিশ

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের এলাকার অন্তর্গত বাঙালপাড়া ২য় বাই লেনে সিমেন্ট কংক্রিটের কাজ দ্বারা রাস্তা নির্মাণ এবং শিবপুর থানায় সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপনের জন্য হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের কার্যনির্বাহী বাস্তুকার (রাস্তা) কর্তৃক নির্দিষ্ট ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে একই প্রকৃতির কাজের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অভিজ্ঞতাসম্পন্ন স্বনামধন্য করিতকর্মা এবং বিশ্বস্ত ঠিকাদারদের কাছ থেকে। বিস্তারিত তথ্যাদি ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং ইই-২ বিভাগ /https://wbtenders. gov.in থেকে পাওয়া যাবে। বিড জমা দেওয়ার (অনলাইন) শেষ তারিখ- ১৩.০৮.২০২৫ বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত। এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনো কারণ না দেখিয়ে যেকোনো আবেদন গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

৮৯(৩)/২৫-২৬ সেক্রেটারি
২৫/৭/২৫ হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

JAGADISHPUR GRAM PANCHAYAT
Ballavpur, Uttar Ballavpur, Mandir Bazar, South 24 Pgs.
Notice Inviting e-Tender

e-Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for 15 Nos. development works vide **NIT No. 41/JGP/ISGPP-II/2025-26, 42/JGP/ISGPP-II/2025-26, 43/JGP/ISGPP-II/2025-26, 44/JGP/ISGPP-II/2025-26, 45/JGP/ISGPP-II/2025-26, 46/JGP/ISGPP-II/2025-26 & 47/JGP/ISGPP-II/2025-26, dated- 25.07.2025. Fund:15TH FC (TIED) & (UNTIED), 5TH SFC.** Bid submission start date & time : **28.07.2025 at 10.30 AM.** Bid submission end date & time : **05.08.2025 up to 05.30 PM.** Bid Opening date & time : **08.08.2025 at 11.00 AM.** Details are available in website **https://wbtenders.gov.in** and Office Notice Board.

Sd/-
Prodhan
Jagadishpur Gram Panchayat

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

আরোগ্য

সোমবার • ২৮ জুলাই ২০২৫ • পেজ ৮

রাজ্য-সহ সারা দেশজুড়ে আড়ম্বরে পালিত

জাতীয় অপারেশন থিয়েটার এবং অ্যানাস্থেসিয়া টেকনোলজিস্ট দিবস

শুভজিৎ বসাক

সম্প্রতি সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি হাসপাতাল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পালিত হয়ে গেল নবম জাতীয় অপারেশন থিয়েটার এবং অ্যানাস্থেসিয়া টেকনোলজিস্ট দিবস একইসাথে পশ্চিমবঙ্গেও এই বিশেষ দিনটি স্বতস্ফূর্ততার সাথে পালিত হল। স্বাস্থ্য পরিসরে দিনটির গুরুত্ব ক্রমশঃই ব্যাপকতর হচ্ছে, যা আধুনিক স্বাস্থ্য পরিসরে অন্তর্ভুক্ত এক ফলপ্রসূ অধ্যায়- বলতে দ্বিধা নেই।

বৃহৎ মেডিকেল টেকনোলজিস্ট পরিসরের একটি অংশ অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজি বিভাগ। আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর স্বাস্থ্য পরিসরে বিভিন্ন অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির উপস্থিতি যেকোনও জটিল স্বাস্থ্য অবস্থাকে সফলতার সাথে নিরাময়ে বিশেষ পদক্ষেপ রাখে আর অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজিস্টরা ক্রমশঃই হয়ে উঠেছে এই পরিসরের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ।

অপারেশন থিয়েটার বলতেই চোখের সামনে ভেসে আসে ছুরি, কাঁচি, রক্তপাতের এক বিষম প্রতিচ্ছবি কিন্তু উঠে আসে না শল্য চিকিৎসার পিছনে অ্যানাস্থেসিয়া পরিসরের বৃহৎ অবদানের কথা যেখানে বিশেষজ্ঞ অ্যানাস্থেসিওলজিস্টরা চেষ্টা করে যান ভীতি ও ব্যথাহীন স্বাস্থ্য পরিসর রোগীদের ফেরত দিতে এবং এই কাজে অত্যাধুনিক বহু যন্ত্রের ব্যবহার স্বাস্থ্য পরিসরকে সমৃদ্ধশালী করে তুলেছে। প্রশিক্ষিত অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজিস্টরা মূলতঃ এই বিভাগের অঙ্গ হয়ে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাথে পরিচিত হয়ে অ্যানাস্থেসিওলজিস্টদের বিশেষ সহায়ক হয়ে উঠেছে- যা বিদেশে বহু দেশে প্রচলিত এক সাধারণ দৃশ্য।

অতএব অপারেশন থিয়েটার মানেই শুধু কিছু ছুরি, কাঁচি, ঢালাও ওষুধের ব্যবহার নয়, প্রযুক্তিশীলতার অন্তর্ভুক্তি বর্তমান অপারেশন থিয়েটারের মূল লক্ষ্য যা কোনোভাবেই নার্সিং পরিসরের অঙ্গভুক্ত নয় এবং নার্সিং একটি আলাদা বিভাগ যাদের আওতায় অন্য কাজের দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে আর প্রযুক্তিগত বিদ্যার প্রসার থাকে এই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের অধীনে আর তাঁদের তত্ত্বাবধানে অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজিস্টরা যে এক বৃহৎ স্তম্ভের নির্মাণে এগিয়ে চলেছে। তবুও আক্ষেপ ওটিতে নিউরো বা হাড়ের অস্ত্রোপচারে এক্সরে বা সিআর্ম দেখানো ওটি টেকনোলজিস্টদের কাজ নয়, সেটা রেডিও টেকনোলজিস্টদের কাজ আর সেই কাজ ওটি টেকনোলজিস্টদের ঘাড়ে অনৈতিকভাবে চাপিয়ে উল্টে রেডিও টেকনোলজিস্টরা নিজেদের পরিসরে নিয়োগ আবদ্ধ করছে।

প্রসঙ্গত, অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজিস্টদের পড়াশুনা করার মুহূর্তে মাত্র ২০ ঘণ্টার মধ্যে এই বিস্তর রিডিওলজি বিভাগের অন্তর্গত এক্সরে, এমআরআই, ইউএসজি, সিটিস্ক্যান সবই অল্পবিস্তর পড়তে হয় আর তার অবমূল্যায়ন করে অনৈতিকভাবে অন্য মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের কাজ করানো হয়। একইভাবে ক্রিটিক্যাল কেয়ার বিভাগেও ওটি টেকনোলজিস্টদের দীর্ঘদিন কাজ করিয়ে একটি পরিসরে নিয়োগ অপর্যাপ্ত হচ্ছে।

বলাইবাহুল্য পশ্চিমবঙ্গে ২০২১ সালে স্বাস্থ্য দফতরের অধীন মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষবারের মত হয়, নিয়োগ বৃদ্ধি প্রয়োজন নচেৎ ক্রমবর্ধমান প্রযুক্তিগত স্বাস্থ্য পরিসরে অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজিস্টদের সংখ্যা সামঞ্জস্য বজায় রাখবে না। বিগত পাঁচ বছরে অন্তত সাত হাজার গ্র্যাজুয়েট ওটি টেকনোলজিস্ট স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয় ও প্যারামেডিকেল কাউন্সিল থেকে পঠনপাঠন শেষে যোগ্যতা অর্জন করে বসে আছে যাদের নিযুক্তি প্রয়োজন।

সমবিভাগ বা গ্রুপ বি পর্যায়ভুক্ত হয়েও নার্সিং পরিসরের একাংশ মেডিকেল টেকনোলজিস্ট পরিসরের প্রতিটি বিভাগের মত অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজিস্টদের সাথে দ্বন্দ্ব বহুদিন যাবৎ চালিয়ে আসছে যার বাস্তবতা তাদের বুঝতে হবে।

একইসাথে নিজেদের কর্ম পরিসর, তাদের নিজেদের গুরুত্বকে তুলে ধরার দায়ও অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজিস্টদের নিজেদেরই যেমন চিকিৎসক দিবস, নার্সিং দিবস পালিত হয় সেভাবেই ২০১৭ সালের ২০শে জুলাই থেকে ডাক্তার প্রমিলা ভাল্লারের (বিশেষজ্ঞ অ্যানাস্থেসিওলজিস্ট) অনুমোদনে এই দিনটির প্রসারতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আগে শুধুই শহরকালীন বদ্ধ অত্যাধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর চিকিৎসা পরিসর বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে এখন জেলা, মফঃস্বলে সরকারি হাসপাতালে ছড়িয়ে পড়েছে যেখানে অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজিস্টদের কম নিয়োগ সত্ত্বেও উপস্থিতি লক্ষ্যনীয় হয়েছে তাই এই বিশেষ দিনের উদযাপন স্বভাবতঃই প্রসারিত হয়েছে যা অবশ্যই একটা আশাব্যঞ্জক দিক।

প্রায় প্রতিটি জায়গাতেই বিভাগীয় চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের উপস্থিতিতে অপারেশন থিয়েটার টেকনোলজিস্টরা কোথাও সেমিনার করে, কোথাও কেক কেটে, কোথাও রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সমীহ আদায় করে নিজেদের গুরুত্বকে সর্বস্তরীয় ভাবে প্রসারের চেষ্টায় আপ্রাণ আন্তরিকতা দেখিয়েছে প্রতিবারের মতোই যা আগামীতে যুব প্রজন্মের কাছে এক ইতিবাচক ছাপ রেখে যাওয়ার জন্য যথেষ্টই শুধু নয়, প্রযুক্তিশীল স্বাস্থ্য পরিসর তাদের হাতে সুরক্ষিত একথাও বার্তা হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে।

সিঙ্কোনা গাছ নিয়েই শুরু হ্যানিম্যানের চিকিৎসা জীবন

ডাঃ শামসুল হক

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শাস্ত্রের জনক স্যামুয়েল হ্যানিম্যানের জীবনের প্রথমার্ধ কেটেছিল সিঙ্কোনা গাছ নিয়ে বহুবিধ পরীক্ষা নিরীক্ষারই কাজে। ম্যালেরিয়া নিরাময়ের মহৌষধ হিসেবে পরিচিত সেই গাছের মূল তত্ত্বটি আবিষ্কৃত হয়েছে তারই নিরলস গবেষণার ফলশ্রুতি হিসেবে। আর সেই সমস্ত কথা আমরা জানতে পারি সেইসময়ের প্রখ্যাত জার্মান চিকিৎসকের লেখা বই মেটেরিয়া মেডিকা থেকে।

সিঙ্কোনা নিয়ে অনেক পড়াশুনা এবং অনুসন্ধান পর্ব চলানোর পর নতুন নতুন অনেক তথ্যের সন্ধান ও পেয়েছিলেন তিনি। সেই গাছের কোন অংশের মধ্যে উপস্থিত আছে কোন কোন মূল্যবান উপক্ষার সেটাও তাঁর পক্ষে সঠিকভাবে জানা সম্ভব হয়েছিল দীর্ঘ অনুসন্ধান পর্বের পরই। অবশ্য সেই কাজ করতে গিয়ে জীবনের অনেক মূল্যবান সময় ও ব্যয় করতে হয়েছিল তাঁকে। ফলস্বরূপ অন্য কোন কাজে মন বসানোও সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে। ফলে একটা সময় তাঁকে ভীষণ আর্থিক সঙ্কটের মুখোমুখিও হতে হয়েছিল।

সেইসময় সেই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায় তাঁর নিজস্ব শহর ছেড়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন অজ্ঞাত একটা গ্বামেও। সেখানে পরিচিত কয়েকজন বন্ধুদের সহায়তাও পেয়েছিলেন তিনি। আর কয়েকদিনের মধ্যেই

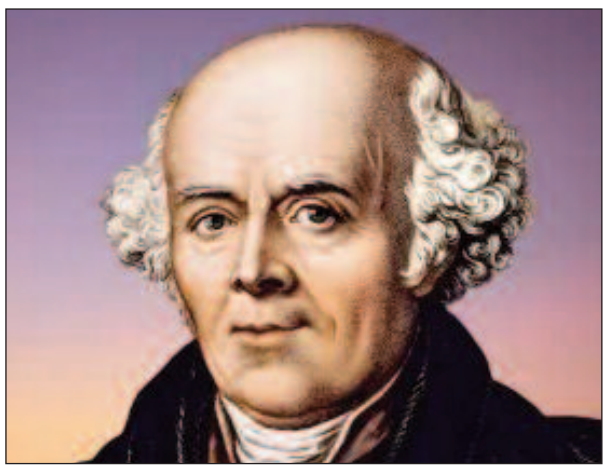

সেখানে ভীষণ মনও বসে যায় তাঁর। সেখানে নতুনভাবে শুরু হয় তাঁর পেশাগত জীবনও। তখন এক সাংবাদিক বন্ধুর বিশেষ সহায়তাও পেয়েছিলেন তিনি। হিউফ্যালাসেস নামক সুপ্রতিষ্ঠিত একটা জার্নালের সম্পাদক ছিলেন তিনি। আর হ্যানিম্যানের গবেষণালব্ধ সমস্ত ফলাফল ও ফলাও করে ছাপা হত সেই জার্নালে। ফলে আশার আলোটুকু দেখাও সম্ভব হয়েছিল হ্যানিম্যানের পক্ষে।

চিকিৎসার পাশাপাশি তিনি তখন মন বসাতে শুরু করেন লেখালেখির কাজেও। তারপরই প্রকাশিত হয় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শাস্ত্রের উপর ১৮৮০ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর সেই বিখ্যাত গ্রন্থ অর্গানন অফ দ্যা মেডিক্যাল আর্ট। আর তারপর ই সেইসময়ের প্রখ্যাত শিক্ষানিকেতন ইউনিভার্সিটির মেডিকেল স্কুল থেকে অধ্যাপনার সুযোগ ও আসে তাঁর। সানন্দে সেই প্রস্তাব গ্রহণ ও করেন তিনি। তারপর চিকিৎসক হ্যানিম্যান আস্তে আস্তে বের হয়ে আসেন তাঁর ছন্নছাড়া জীবন বৃত্ত থেকেও। তখন অনেকেই বিশেষ খোঁজখবর ও নিতে শুরু করেন তাঁর বিষয়ে। জার্মানির অধীনে থাকা ছোট্ট একটা রাজ্যের অধিপতি ডিউক ফ্যাদিনান্দ ও সন্ধান পান তাঁর। তিনি হ্যানিম্যানকে তাঁর রাজ্যে আমন্ত্রণ ও জানান।

সেটা ১৮২১ সালের কথা। ডিউক সাহেবের অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারেননি ডাঃ হ্যানিম্যান। একসময় সপরিবারে তিনি সেখানে চলেও আসেন। শুরু হয় নতুন জীবনও। তবে সেটা দেখে হিংসায় জ্বলেপুড়ে মরার লোকজনের ও অভাব ছিল না। তাই একসময় সেই নিরাপদ স্থান ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য ও হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তাতে ঠেকানো যায়নি তাঁর উত্থান পর্বও। সাফল্যের একটার পর একটা সিঁড়ি অতিক্রম করে সাফল্যের শীর্ষাদেশেও পৌঁছান সম্ভব হয়েছিল তাঁর পক্ষে। বলাই বাহুল্য, এই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বিজ্ঞানই তাঁকে এনে দিয়েছিল তাঁর যোগ্য সম্মান এবং আজও সমগ্র বিশ্বব্যাপীই তিনি এমন ই একজন মানুষ হিসেবে পরিচিত হয়েছেন যে , তাঁর কথা মনে পড়লেই মনে পড়ে যায় চিকিৎসা বিজ্ঞানের অতি পরিচিত হোমিওপ্যাথির কথাও। আর এখনও ম্যালেরিয়া, সিঙ্কোনা গাছ, এইসব বিষয়গুলো যদি মাথাচাড়া দেয় তাহলে অতি আচম্বিতেই মনে পড়ে যায় হোমিওপ্যাথির জনক স্যামুয়েল হ্যানিম্যানের কথাও।

যে সমস্ত ভিটামিন ও খনিজের অভাবে হতে পারে ক্লান্তি, পেশিতে টান ও ব্যথা

প্রতিদিনের একঘেয়ে রুটিন আর ব্যস্ততার মাঝে শরীর যেন বারবার ক্লান্ত হয়ে পড়ে। একটু হাঁটলেও দম ধরে আসে, সিঁড়ি ভাঙতে গিয়েই হাপিয়ে উঠছেন? ঘুম থেকে ওঠার পরও যেন ক্লান্তিভাব কাটছে না। অনেকেই এর জন্য অতিরিক্ত বসে কাজ করাকে দায়ী করেন। যদিও এসব কারণ প্রভাব ফেলতে পারে ঠিকই, তবে এর পেছনে আরেকটি বড় কারণ হতে পারে শরীরে ভিটামিন ও খনিজের ঘাটতি।

আজকাল অনেকেই ক্ষুধা মেটাতে রোল, চাউমিন বা ফাস্টফুড বেছে নেন। এতে পেট ভরে ঠিকই, কিন্তু শরীর পায় না প্রয়োজনীয় পুষ্টি। ফলে পেশির কার্যক্ষমতা কমে, ক্লান্তি ও ব্যথা লেগেই থাকে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, তিনটি ভিটামিন; ভিটামিন ডি-২, ডি-৩ এবং কে-২ এবং একটি খনিজ ম্যাগনেশিয়াম, এই সমস্যাগুলোর সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

ভিটামিন ডি-২ ও ডি-৩ শক্তির মূল চাবিকাঠি

ভিটামিন ডি-এর দুইটি ধরন। ডি২ ও ডি৩ শরীরের জন্য খুবই দরকারি। ভিটামিন ডি-৩ শরীরে সূর্যালোকের সাহায্যে স্বাভাবিকভাবে তৈরি হয়। এটি হাড় মজবুত রাখতে সাহায্য করে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

ভিটামিন ডি-২ মূলত উদ্ভিজ্জ উৎস যেমন মাশরুম, ছত্রাক, সয়া দুধ, আমন্ড মিল্ক বা কমলালেবুর রসে পাওয়া যায়। এটি শরীরে তৈরি হয় না কিন্তু সাপ্লিমেন্ট বা খাবারের মাধ্যমেই পাওয়া সম্ভব। এই দুই ভিটামিনের ঘাটতি হলে দেখা দিতে পারে পেশি দুর্বলতা, স্নায়বিক সমস্যা ও দীর্ঘস্থায়ী ক্লান্তি।

হাড় ও পেশির বন্ধু ভিটামিন কে

ভিটামিন কে-২ শরীরে ক্যালসিয়ামের কাজে সহায়তা করে এবং হাড় ও পেশিকে মজবুত করে। এটি পাওয়া যায় পালংশাক, বাঁধাকপি, ব্রকলি, ডিমের কুসুম, সয়াবিন ও মুরগির মাংস থেকে।

শুধু ভিটামিন গ্রহণ করলেই যথেষ্ট নয়, সেগুলোর কার্যকারিতা নির্ভর করে একটি গুরুত্বপূর্ণ খনিজের ওপর, ম্যাগনেশিয়াম।

ম্যাগনেশিয়াম ছাড়া কার্যকর নয় ভিটামিন ডি

একাধিক গবেষণা, যেমন পাবমেডে প্রকাশিত একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে, ভিটামিন ডি সাপ্লিমেন্ট তখনই কার্যকর হয়, যখন শরীরে যথেষ্ট ম্যাগনেশিয়াম থাকে। ম্যাগনেশিয়াম ভিটামিন ডি-এর শোষণ ও কার্যকারিতা বাড়ায়, রোগ প্রতিরোধে সহায়তা করে এবং ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ থেকে শরীরকে রক্ষা করে।

ম্যাগনেশিয়াম সমৃদ্ধ খাবারের তালিকায় রয়েছে ওটস, সামুদ্রিক মাছ যেমন (ভেটকি, পমফ্রেট), পালংশাক, কাঠবাদাম, ডার্ক চকোলেট।

দীর্ঘস্থায়ী ক্লান্তি, পেশিতে ব্যথা, বারবার ঝিমুনি অথবা সহজেই হাঁপিয়ে ওঠা;এসব উপসর্গকে হালকা ভাবে নেবেন না। হতে পারে, আপনার শরীর চাইছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভিটামিন ও খনিজ। সময় থাকতেই খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন আনুন। সুষম পুষ্টি নিশ্চিত করলেই শরীর আবার ফিরে পাবে তার পুরোনো কর্মক্ষমতা।

বিশ্বে আইভিএফ-এর পথিকৃৎ ডাঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের নামে গ্যালারি

দ্য বেঙ্গল অবস্টেট্রিক অ্যান্ড গাইনকলজিক্যাল সোসাইটি উদ্যোগে বিশ্বে আইভিএফ-এর পথিকৃৎ ডাঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের নামে গ্যালারির উদ্বোধনে সংগঠনের সভাপতি ডাঃ বাসব মুখোপাধ্যায়

বিশ্ব আইভিএফ দিবসের পূর্বে গত বৃহস্পতিবারই ভারতবর্ষ তথা বিশ্বে আইভিএফ-এর পথিকৃৎ ডাক্তার সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের নামে গ্যালারির উদ্বোধন হল দ্য বেঙ্গল অবস্টেট্রিক অ্যান্ড গাইনকলজিক্যাল সোসাইটি দফতরে। দ্য বেঙ্গল অবস্টেট্রিক অ্যান্ড গাইনকলজিক্যাল সোসাইটি উদ্যোগেই এই আয়োজন। ভারতে নিঃশব্দে বিপ্লব ঘটানো মানুষটা জীবদ্দশায় যোগ্য স্বীকৃতি পাননি। অনেকখানি লাঞ্ছনা, বঞ্চনা অভিমান নিয়ে একসময় বেছে নিয়েছিলেন আত্মহননের পথ। অথচ আজ থেকে সাড়ে চার দশক আগে আইভিএফ প্রযুক্তির সাহায্যে জন্ম নিয়েছিল ভারতের প্রথম টেস্ট টিউব বেবি। বিপ্লবের কাণ্ডারি ছিলেন কলকাতার এক চিকিৎসক ডাঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায়। স্বনামধন্য ডাঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে যাতে সকলে জানতে পারেন তার জন্যই এই উদ্যোগ বলে জানান সংগঠনের সভাপতি ডাঃ বাসব মুখোপাধ্যায়, সচিব ডাঃ অমিত বসু।